মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সামর্থ্যবান ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলমের শামিল’ *(বুখারী হা/২২৮৭)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧، عدد : ٢ ، ربيع الآخر و جُمادى الأولى ١٤٤٥هـ/ نوفمبر ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : তাক্বসীম স্কয়ার মসজিদ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
বালিকা শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডিং ফি ফ্রি থাকবে।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. **ভর্তি ফরম বিতরণ :** ১লা-৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩।
২. **ভর্তি পরীক্ষা :** ২রা জানুয়ারী ২০২৪।
৩. **ক্লাস শুরু :** ৬ই জানুয়ারী ২০২৪।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৫. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৬. সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
৮. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে।
মোবাইল : ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯ (অফিস), ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০ (মুহতামিম)।

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

- এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লুমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
- গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
- 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

"Metal Hardness Testing Machine"

"Plastic Injection Mould"

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪৫ হি.
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাং
নভেম্বর ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ০৩

▶ মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(২য় কিস্তি)* ০৮
-ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

▶ দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

▶ যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয ২০
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◆ **ছাহাবী চরিত :** ২৭

▶ হাসান বিন আলী (রাঃ) *(শেষ কিস্তি)*
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

◆ **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩১

▶ পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিয়ে আল-কুরআনের পথে বিজ্ঞান *-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী*

◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৪

▶ অবরুদ্ধ পৃথিবীর আর্তনাদ!
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৫

▶ ডেঙ্গু জ্বর : আতঙ্ক নয়, সতর্কতা যরূরী
-ডা. মহিদুল হাসান মারূফ

◆ **অর্থনীতির পাতা :** ৩৬

▶ সার্বজনীন পেনশন স্কিম এবং আমাদের প্রস্তাবনা
-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

◆ **কবিতা :** ৩৯

▶ শাশ্বত বাণী ▶ রাতের শেষে রাত
▶ ভোরের আলো ▶ দ্বন্দ্ব

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◆ **মুসলিম জাহান** ৪১

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

গাযায় ইস্রাঈলী আগ্রাসন : বিশ্ব বিবেক কোথায়?

হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবসহ প্রায় পাঁচ হাযার নবীর কর্মস্থল এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মে'রাজের স্মৃতিধন্য মুসলমানদের ৩য় ক্বিবলা বায়তুল আক্বছার আদি বাসিন্দা ফিলিস্তীনীদের একাংশ গাযা আজ উড়ে আসা বহিরাগত ইহূদীদের মাধ্যমে অবরুদ্ধ। খাদ্য, পানি-বিদ্যুৎ ও ঔষধ সবকিছু থেকে তারা বঞ্চিত। হযরত ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে মক্কা এলাকায় এবং তাঁর অন্য পুত্র ইসহাকের মাধ্যমে ফিলিস্তীন এলাকায় তাওহীদের দাওয়াত প্রসারিত হয়। ইসহাকের বংশে হযরত ঈসাসহ প্রায় সকল নবী এবং ইসমাঈলের বংশে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়। মক্কা থেকে বায়তুল আক্বছা পর্যন্ত নৈশ সফরকে 'ইসরা' এবং সেখান থেকে আকাশে ভ্রমণকে 'মে'রাজ' বলা হয়। ফলে মক্কা ও বায়তুল আক্বছা দু'টিই মুসলিম অধ্যুষিত হয়। ফিলিস্তীনে শতকরা ৯৩ ভাগ আরব মুসলিম ও ৭ ভাগ ছিল ইহূদী। কিন্তু পশ্চিমা ইহূদী-খৃষ্টান পরাশক্তি গুলির নগ্ন সমর্থনে ও অস্ত্র সাহায্যে তারা আজ অজেয় শক্তিতে গর্বোদ্ধত। অথচ ইহূদীরা আল্লাহ্র গযব প্রাপ্ত। আল্লাহ বলেন, 'তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। আর তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা অবধারিত হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কেননা ওরা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। আয়াতে 'আল্লাহ্র অঙ্গীকারে'র অর্থ হ'ল, আল্লাহ যাদেরকে নিজের বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেছেন। যেমন তাদের নারী-শিশু এবং সাধক ও উপাসকগণ, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, তারা নিরাপদে থাকবে।

অপরপক্ষে 'মানুষের অঙ্গীকারে'র অর্থ অন্যদের সাথে সন্ধিচুক্তি। চাই সেটা মুসলমানদের সাথে হৌক বা অমুসলিমদের সাথে হৌক। যার বাস্তব উদাহরণ হ'ল বর্তমানের কথিত 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্র। যা পাশ্চাত্যের ও বৃহৎ শক্তি বলয়ের সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী ছাড়া কিছুই নয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈল ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেখানকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপরে ছড়ি ঘুরানোর উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের স্বার্থে একে 'রাষ্ট্র' নাম দিয়েছে ও জাতিসংঘের সদস্য করে নিয়েছে। অথচ ঐসব শক্তির সমর্থন উঠে গেলে ইস্রাঈলের 'রাষ্ট্র' হিসাবে আদৌ টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। ইতিপূর্বে জার্মানীতে হিটলার ৬০ লাখ ইহূদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করে বলে শ্রুতি আছে। যা 'হলোকস্ট ট্রাজেডী' নামে খ্যাত। অতঃপর সেখান থেকে ও অন্যান্য স্থান থেকে অবশিষ্টদের এনে ফিলিস্তীনে জড়ো করা হয় এবং সেখানকার স্থায়ী মুসলিম আরব বাসিন্দাদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে এইসব ইহূদীদের বসতি স্থাপন করা হয়।

১৯৪৮ সালে এই অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজও সেখানে নিয়মিত রক্ত ঝরছে। তারা কখনোই শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি। যখনই বর্তমান মানুষের দেওয়া এই অঙ্গীকার ছিন্ন হবে, তখনই ওরা আবার চূড়ান্ত লাঞ্ছনার শিকার হয়ে ঘুরতে থাকবে পৃথিবীব্যাপী। কারণ ওরা অবিরতভাবে তওরাত ও ইনজীলের অবাধ্যতা করেছে। কিতাব দু'টিকে বিকৃত করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। তাদের নবীদের হত্যা করেছে। এমনকি হযরত ঈসাকেও হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে। অবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ওদের অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে মুসলিম উম্মাহকে সূরা ফাতিহায় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 'তুমি আমাদেরকে অভিশপ্ত (ইহূদী)-দের ও পথভ্রষ্ট (নাছারা)-দের পথে নিয়ে যেয়ো না' *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*। তবে তাদের মধ্যে সর্বদা কিছু ভালো লোক থাকবে, যারা মুসলমান হয়ে শান্তিময় জীবন যাপন করবে। যেমন হাবশার বাদশাহ নাজাশী, মদীনার আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তাদের সাথীগণ।

১৯৭৩ সালের ৬ই অক্টোবর মিসর ও সিরিয়া কর্তৃক 'ইয়ম কিপুর'-এর দিন ইস্রাঈলে অতর্কিত হামলার ন্যায় বিশ্বসেরা ইস্রাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদে'র শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে গত ৭ই অক্টোবর শনিবার 'ইয়ম কিপুর'-এর দিন সকাল সাড়ে ৬-টায় ফিলিস্তীনের গাযা অঞ্চলের শাসক দল ইসলামপন্থী 'হামাস' ইস্রাঈলে অতর্কিত হামলা করে। 'ইয়ম কিপুর' হ'ল ইহূদীদের পাপ মুক্তির দিন। তাদের মতে, এই দিন প্রভু ইহূদীদের ভাগ্য লিখন শেষে খাতা বন্ধ করেন'। তাই অনেকে এবারের আকস্মিক হামলাকে সেই 'ইয়ম কিপুর' যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করছেন। ২০ মিনিটে ৫০০০ রকেট বৃষ্টির মাধ্যমে তারা ইস্রাঈলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায় এবং কাঁটা তারের বেড়া ভেঙ্গে ট্যাঙ্কসহ ইস্রাঈলের সীমানার মধ্যে ঢুকে কয়েকটি ইস্রাঈলী ট্যাঙ্ক দখল করে নিয়ে আসে। এতে ইস্রাঈল হতচকিত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি গুলি ছাড়াও যখন বাহরায়েন, কাতার, আরব আমিরাত এমনকি সঊদী আরব ইস্রাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে, তখনই বিগত ১৬ বছর যাবৎ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি 'হামাস' যোদ্ধারা এই হামলার মাধ্যমে বিশ্ব বিবেকের কাছে এটাই হয়ত তারা বলতে চেয়েছে যে, ফিলিস্তীনের আদি বাসিন্দা অবরুদ্ধ ২৩ লাখের অধিক মুসলিম নিশ্চিহ্ন হ'তে চায় না। তারা পূর্ণ মানবাধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইস্রাঈলী বোমা হামলায় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সাদা ফসফরাস ব্যবহারে শহীদ হয়েছেন ৩ হাযারের অধিক ফিলিস্তীনী। পক্ষান্তরে হামাসের রকেট হামলায় নিহত হয়েছে ১৪০০-এর বেশী ইস্রাঈলী। হামাস যোদ্ধারা ইস্রাঈলের ২৮৬ জন সেনাসদস্যকে হত্যা করেছে এবং দুই শতাধিক ইস্রাঈলীকে ধরে এনে যিম্মী করেছে। এর মাধ্যমে তারা ইস্রাঈলের কারাগারে বন্দী ৫ হাযারের অধিক ফিলিস্তীনীকে মুক্ত করার সুযোগ পেতে পারে। তাদের অতীত যে কোন হামলার চেয়ে এবারের হামলায় তুলনামূলক বেশী সংখ্যক ইস্রাঈলী হতাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গাযা উপত্যকা একসময় মিসরের অংশ ছিল। ওছমানীয় খেলাফতের পূর্ব থেকে ১৩০০ বছর পর্যন্ত কখনোই সেখানে কোন সংঘাত কোন ইহূদী বা মুসলিম প্রাণ হারায়নি। অথচ ১ম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর কুখ্যাত 'বেলফোর ঘোষণার' পর যখন ফিলিস্তীনে পৃথক ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়, তখন থেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার সূত্রপাত হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে জাতিসংঘ কর্তৃক জোরপূর্বক 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধে ৩৬০ ব.কি.-এর গাযা ভূখণ্ডটি ইস্রাঈলের দখলে চলে যায়। ১৯৯৩ সালে 'অসলো চুক্তি'র পর গাযায় ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের সীমিত শাসন মেনে নেয় ইস্রাঈল। অতঃপর ২০০৫ সালে গাযা থেকে তারা ইহূদী বসতি পুরোপুরি গুটিয়ে নেয়। *[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

মহান আল্লাহ্‌র অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম। আর মানুষের প্রয়োজনেই জগতের অনেক কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত ভোগ করে মানুষ নে'মতদাতার শুকরিয়া আদায় করবে। তাঁর নির্দেশিত পথে চলবে। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে। সে লক্ষ্যেই তার সামগ্রিক জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে। কিন্তু না, মানুষ উল্টো পথে চলতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যেখানে নিষেধাজ্ঞা সেখানেই মানুষের পদচারণা অহর্নিশ। যেটা হারাম তার প্রতিই মানুষের ঝোঁক বেশী। ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে পাপীদের সংখ্যা, বিষাক্ত হচ্ছে সমাজ, দীর্ঘ হচ্ছে জাহান্নামীদের সারি। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅতি যিন্দেগীর সাধনা ছিল উম্মাতকে জাহান্নামের হুতাশন থেকে রক্ষা করা। তিনি বলেন, أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا 'আমি জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে রাখি (এবং বলি,) জাহান্নাম থেকে দূরে থাক, জাহান্নাম থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে জাহান্নামে ঢুকে পড়ছ'।[১]

প্রশ্ন হচ্ছে- কেন মানুষ জাহান্নামে যাবে? কি কারণে? কোন্ সে বস্তু, যার মোহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারছে না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নাযে'আতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দু'টি প্রধান কারণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى- 'অতঃপর যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম' *(নাযে'আত ৭৯/৩৭-৩৯)*। অর্থাৎ (১) সীমালংঘন ও (২) দুনিয়ার মোহ বা দুনিয়াপূজা, এ দু'টিই হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আর এ দু'টি কারণের মধ্যে লুক্কায়িত আছে আরো অনেক বিষয়। আমরা যেহেতু জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই এবং জান্নাতে যাওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকি সেকারণ আমাদেরকে উক্ত দু'টি বিষয়ের আদ্যোপান্ত ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

এক- সীমালংঘন

আরবী طغى শব্দের অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন বা সীমা অতিক্রম করা। تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْعِصْيَانِ 'অবাধ্যতার মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করা' *(কুরতুবী)*। جاوز الحدَّ في الكفر والعصيان 'কুফরী ও অবাধ্যতার মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করা' *(ছাফওয়াতুত তাফাসীর)*। উক্ত শব্দটি কুরআনুল কারীমের অন্যান্য স্থানেও এসেছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى- 'তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকটে যাও, কেননা সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বল। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৩-৪৪)*। এখানো 'ত্বাগা' দ্বারা কুফরী বা অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى- 'যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যা তাকে আচ্ছাদিত করে, এতে তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি বা তা সীমালংঘনও করেনি' *(নাজম ৫৩/১৬-১৮)*। إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، 'যখন পানি সীমা অতিক্রম করল বা উথলে উঠল, তখন আমরা তোমাদেরকে (নূহের) কিশতীতে আরোহণ করালাম' *(আল-হা-ক্বাহ ৬৯/১১)*। অর্থাৎ সীমাতিক্রম করা, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বা সীমালংঘন করা ইত্যাদি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় 'ত্বাগা' হচ্ছে ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে শরী'আত নির্দেশিত বিধিনিষেধ অমান্য করে নিজের খেয়াল-খুশী মত চলা।

সীমালংঘনের ধরন :

আমরা মহান আল্লাহ্‌র অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বলতম সৃষ্টি। আমাদের সবকিছুতেই সীমাবদ্ধতা আছে। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, জানার সীমাবদ্ধতা, কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, শক্তিমত্তার সীমাবদ্ধতা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা, আরো কত কি? অথচ সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে যিনি, সকল শক্তির আঁধার যিনি, যিনি মুখাপেক্ষীহীন, যাঁর জ্ঞানের বাইরে একটি পত্রপল্লবও ঝরে পড়ে না, যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক; তিনি মানব কল্যাণে যে বিধান দিয়েছেন, আক্বীদা-আমলের যে নির্দেশনা বিধিবদ্ধ করেছেন, চলন-বলন, উঠা-বসা ও জীবন পরিচালনার যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা অস্বীকার ও অবাধ্যতা করাই হচ্ছে সীমালংঘন। মানব জীবনে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে সীমালংঘন করা হয়। ধর্মে ও কর্মে, পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় চলে অবিরাম সীমালংঘন। যার পরিণতি ভয়াবহ। নিম্নে সীমালংঘনের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক তুলে ধরা হ'ল।-

(১) ঈমানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন :

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، 'হে

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯।*

মানবজাতি! তোমাদের নিকট রাসূল এসেছেন সত্য সহকারে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে। অতএব তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর, তোমাদের কল্যাণের জন্য। আর যদি অবিশ্বাস কর, তবে (মনে রেখ) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৭০)*। তিনি বলেন, فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، 'অতএব তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর বাণী সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ- 'বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই। অতএব যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' *(হজ্জ ২২/৪৯-৫০)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ঈমান আনার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আরো বহু আয়াতে একই মর্মে আহ্বান জানানো হয়েছে। নবী-রাসূলগণের সকলেরই প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের। অতঃপর আমলের। অর্থাৎ আগে বিশ্বাস, পরে কর্ম। কেননা ইবাদতের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমানহীন আমলের কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে আমল বিনে ঈমানও মূল্যহীন। পৃথিবীর দিকভ্রান্ত ও ঈমানহীন মানবতাকে ঈমানের নূরে আলোকিত করার জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাদের অবিরাম মেহনত-মুজাহাদা কাজে লাগিয়েছেন ঈমানের পিছনে। তারপরও দুনিয়ার বিবেচনায় অনেক নবী সফলতা লাভ করতে পারেননি। যদিও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন নবীই ব্যর্থ ছিলেন না। ফলে লোকেদের ঈমানহীনতা ও অবাধ্যতার কারণে বিগত যুগে বহু কওমকে আসমানী গযবে ধ্বংস করা হয়েছে। নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ হায়াত পেয়ে দিনে-রাতে প্রকাশ্যে-গোপনে দাওয়াত দিয়ে যখন ব্যর্থ হ'লেন তখন আল্লাহর কাছে তার অবাধ্য কওম সম্পর্কে ফায়ছালা কামনা করলেন *(শু'আরা ২৬/১১৮)*। আল্লাহ তখন প্লাবন দিয়ে গোটা কওমকে ডুবিয়ে মারলেন। এমনকি নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য ছেলেও রেহাই পেল না *(হূদ ১১/৩৮-৪৩)*। ঈমানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন তথা ঈমানহীনতা ও অবাধ্যতার কারণেই তাদের এই করুণ পরিণতি হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত রূপ হচ্ছে ঈমান। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অবাধ্যতায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল ও কর্ম হ'ল শাখা। এটিই হচ্ছে ঈমানের প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী বড় দু'টি বিভ্রান্ত ফিরক্বা হচ্ছে- খারেজী ও মুর্জিয়া। খারেজিরা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। এরাই হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফের বলেছিল ও তাঁর রক্ত হালাল মনে করে তাঁকে হত্যা করেছিল। পক্ষান্তরে মুর্জিয়ারা কেবলমাত্র বিশ্বাস অথবা বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। আমলের ক্ষেত্রে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমান এই আক্বীদার অনুসারী। খারেজী ও মুর্জিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদার মধ্যবর্তী হ'ল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা আহলেহাদীছের আক্বীদা। যাদের নিকটে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা।[২] সুতরাং ঈমানহীনতা যেমন সীমালংঘন তেমনি ঈমানের অপব্যাখ্যা বা মনগড়া ব্যাখ্যাও সীমালংঘন।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ঈমানের ৬টি ভিত্তির কোন একটি সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করলে আর ঈমান থাকবে না। ভিত্তি ছয়টি হচ্ছে- ১. আল্লাহ্র উপরে ঈমান ২. তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে ঈমান ৩. আল্লাহপ্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে ঈমান ৪. তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান ৫. বিচার দিবসের উপরে ও ৬. তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে ঈমান'।

(২) আক্বীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘন :

'আক্বীদা' শব্দটি اَلْعُقْدَةُ (উকদাতুন) শব্দমূল হ'তে উদ্গত। আভিধানিক অর্থ বন্ধন বা গিরা। পরিভাষায় সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে আক্বীদা বলা হয়, যাকে ধারণ করে মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিশুদ্ধ আক্বীদা ব্যতীত কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আক্বীদাভ্রষ্ট আমলকারীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ- 'শেষ যামানায় এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে, তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। এরা দ্বীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়'।[৩]

২. *ফিরক্বা নাজিয়াহ, (হা.ফা.বা. প্রকাশনা ৪র্থ প্রকাশ ২০২২), পৃ: ২৪-২৫।*
৩. *ছহীহ বুখারী হা/৫০৫৮; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*

দুর্ভাগ্য যে, আমরা যে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে আমাদের উন্নত ললাট অবনমিত করি, যে রাজাধিরাজের হুযূরে যাবতীয় আবেদন-নিবেদন পেশ করি সে মহান স্রষ্টা সম্পর্কে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশের আক্বীদা দুরস্ত নয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ভ্রান্ত আক্বীদার সয়লাব। আমাদের কোমলমতি সোনামণিদেরকেও শেখানো হচ্ছে ভুল আক্বীদা। এমনকি সরকারী বই-পুস্তকের চিত্র আরও করুণ। আরেকদল তো রাসূলের মেকি আশেক সেজে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে। এরা আপাদমস্তক শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত। এরা নিজেরা যেমন আখেরাত হারাচ্ছে, তেমনি হাযার হাযার ভক্তেরও আখেরাত নষ্ট করছে। সুতরাং বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ না করে অশুদ্ধ বা বাতিল আক্বীদা পোষণ করাই হচ্ছে আক্বীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

(ক) আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা :

এ প্রসঙ্গে দু'টি ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে চালু আছ। তা হচ্ছে- (১) আল্লাহ নিরাকার ও (২) তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে আমরা এই ভ্রান্ত আক্বীদার অসারতা প্রমাণ করব ইনাশাআল্লাহ।-

(১) আল্লাহ নিরাকার : মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ থেকেও সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাপ্রসূত কোন অশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করা নিঃসন্দেহে সীমালংঘন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি শুনেন, দেখেন, কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তাঁর সাথে কোন কিছুই তুলনীয় নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তার কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، 'তোমরা আল্লাহর জন্য কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না' *(নাহল ১৬/৭৪)*।

আল্লাহ্র হাত : আল্লাহ্র হাত সম্পর্কে কুরআনী বর্ণনা হচ্ছে- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ– 'ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত মুষ্টিবদ্ধ। বরং তাদের হাতগুলিই বদ্ধ হয়ে আছে। তাদের এই কথার দরুণ তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত' *(মায়েদা ৫/৬৪)*। আল্লাহ বলেন, قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ– 'আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন্ বস্তু তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি তার চাইতে বড় হয়ে গেলে?' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্র মর্যাদা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেনি। অথচ ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে আমি হাতের মুঠোয় নেব এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়। তিনি মহা পবিত্র এবং যাদেরকে তারা শরীক করে, তাদের থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর' *(ফাতহ ১০)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُوْنُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَــا الْمَلِــكُ– 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর মুঠোতে ধারণ করবেন এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ'।[৪]

আবূ মূসা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রাত্রিকালে তাঁর হাত প্রসারিত করেন, দিনে যারা পাপ করেছে তাদের তওবা কবুল করার জন্য এবং দিনের বেলা হাত প্রসারিত করেন, রাত্রিকালীন অপরাধীদের তওবা কবুল করার জন্য'।[৫] আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ– 'যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেটি তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটি দানকারী ব্যক্তির জন্য লালনপালন করে (বৃদ্ধি করতে থাকেন) যেমনভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে। এমনকি ঐ দানটি (নেকীতে) পাহাড়ের সমান হয়ে যায়'।[৬]

আল্লাহ্র পা : এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ– '(স্মরণ কর)

---

৪. বুখারী হা/৭৪১২।
৫. ছহীহ মুসলিম হা/৭১৬৫ 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।
৬. বুখারী হা/১৪১০ 'যাকাত' অধ্যায়।

যেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার আহ্বান জানানো হবে। কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হবে না' *(ক্বলম ৬৮/৪২)*।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا– 'আমাদের প্রতিপালক যখন তাঁর পায়ের নলা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোকদেখানো ও প্রচারের জন্য সিজদা করত, তারা বাকী থাকবে। তারা সিজদা করতে যাবে, কিন্তু তাদের পিঠ একখণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে'।[৭]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ– 'জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হ'তে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে এবং বলবে, আপনার ইয্যত ও সম্মানের কসম! যথেষ্ট হয়েছে'।[৮]

আল্লাহ্র চোখ, দর্শন ও শ্রবণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(হজ্জ ২২/৭৫)*। মূসা (আঃ)-এর মা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে মূসার জন্মের পর তাকে সিন্দুকে ভরে যখন নদীতে ফেলে দিল তখন আল্লাহ বললেন, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، 'আর (হে মূসা) আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ'তে মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম (যাতে তোমাকে দেখে শত্রু দুর্বল হয়ে পড়ে) এবং যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৯)*। নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনের সময় নূহ ও তাঁর সঙ্গীদের কিশতিতে আরোহন প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، 'আর আমরা নূহকে উঠালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে। যা আমাদের চোখের সামনে চলতে থাকল। এটি ছিল বদলা ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল (অর্থাৎ নূহের জন্য)' *(ক্বামার ৫৪/১৩-১৪)*। আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি' *(ত্বোহা ২০/৪৬)*।

আল্লাহ্র চেহারা : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল। কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*।

আল্লাহ্র সাক্ষাৎ : আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা চাক্ষুসভাবে দেখতে পাবে'।[৯]

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি আরো বললেন, যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? উত্তরে তারা বলল, জ্বী না। তখন তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।[১০]

ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের জন্য আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দেই এটা কি তোমরা চাও? তারা উত্তরে বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম হ'তে রক্ষা করেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর পর্দা সরে যাবে। তখন জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না'। এই দীদারই হবে তাদের নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়েও বেশী' *(ইউনুস ২৬)*।[১১]

আল্লাহ্র কথা বলা : আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। সূরা নিসায় উদ্বৃত হয়েছে, وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি (পর্দার অন্তরাল থেকে) কথা বলেছেন' *(নিসা ৪/১৬৪)*। আল্লাহ বলেন, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى

৭. *বুখারী হা/৪৯১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়।*
৮. *ছহীহ বুখারী হা/৭৩৮৪ 'তাওহীদ' অধ্যায়।*
৯. *বুখারী হা/৭৪৩৫ 'তাওহীদ' অধ্যায়।*
১০. *বুখারী হা/৭৪৩৭ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।*
১১. *মুসলিম হা/১৮১ 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮০।*

لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي– ‘অতঃপর যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেল এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, হে প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*। উল্লেখ্য, এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِيْ দ্বারা দুনিয়াতে না দেখার কথা বলেছেন, আখেরাতে নয়। কারণ বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ দুনিয়ার এই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্র হাসি : রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ– ‘আল্লাহ তা‘আলা দু’ব্যক্তির কর্ম দেখে হাসেন। এদের একজন অপরজনকে হত্যা করে। অবশেষে তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হয়। অতঃপর হত্যাকারী আল্লাহ্র নিকট তওবা করে। এরপর সেও শাহাদত বরণ করে’।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিজস্ব আকার আছে। যা কারো সাথে তুলনীয় নয়। তাঁর হাত, পা, চোখ, কান, চেহারা ইত্যাদি অঙ্গ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের ঈমান আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন আক্বীদা পোষণ করা হবে আক্বীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘন।

[ক্রমশঃ]

১২. *বুখারী, হা/২৮২৬ ‘জিহাদ ও সিয়ার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কিন্তু ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনের নির্বাচনে ‘হামাস’ বিজয়ী হলে তারা গাযা থেকে ‘ফাতাহ’ ও ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষকে হটিয়ে দেয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রাঈল ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’-এর তকমা দিয়ে হামাসের জয় মেনে নিতে চায়নি। হামাসও ইস্রাঈলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার নীতিতে অটুট থাকে। এরপরই পূর্ব দিকে ইস্রাঈল ও দক্ষিণ দিকে মিসর গাযার সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ২০০৭ সাল থেকে ইস্রাঈল গাযার ওপর নৌ, স্থল ও আকাশ অবরোধ আরোপ করে। এর ফলে খোলা আকাশের নীচে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারাগারে পরিণত হয় ‘গাযা’। তারা দিনের কিছু সময় সীমান্ত পেরিয়ে কাজের জন্য ইস্রাঈলে ঢুকতে পারে। জাতিসংঘ গাযার জন্য যে মানবিক ত্রাণ ও ঔষধপথ্য দেয়, তা নিতে হয় ইস্রাঈলের মর্যী অনুসারে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলঘেঁষা হলেও সেখানে গাযাবাসীদের জন্য মাছ ধরা বা নৌকা চালানোয় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে ইস্রাঈল। মাঝখানে কিছুদিন মিসরের রাফাহ সীমান্ত দিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যাতায়াতের ব্যয়বহুল পথ খোলা থাকলেও সেনানায়ক সিসি ক্ষমতায় আসার পর মিসর সেটাও বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় বাঁচা-মরার মুখোমুখি হয়ে তারা ইস্রাঈলের অজেয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে হামলা করার ঝুঁকি নেয়। তাদের ধারণায় এর ফলে বিশ্ব বিবেক জেগে উঠবে। কিন্তু জেগে উঠেছে কি?

আমরা মনে করি, ইস্রাঈলী দখলদারিত্বের অধীনে বসবাস এবং ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে জোরপূর্বক ইহূদী বসতি স্থাপন এই অঞ্চলে কখনই শান্তি বয়ে আনবে না। গত ১৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার ইস্রাঈলে বাইডেনের উপস্থিতিতে গাযার হাসপাতালে বোমা হামলায় ৫ শতাধিক রোগী ও নারী-শিশুকে হত্যা করা ও তার চেয়ে অধিক নিরীহ মানুষকে আহত ও পঙ্গু করার মধ্যে আমেরিকা ও ইস্রাঈলের নৃশংস চরিত্র নগ্ন হয়ে ফুটে উঠেছে। তাতে আন্তর্জাতিক আদালতে নেতানিয়াহু ও বাইডেনের যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবী উঠেছে। অতএব আমরা আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাই। সেই সাথে ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুসরণে স্বাধীন ফিলিস্তীন ও ইস্রাঈল দ্বিরাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান ও পাশাপাশি উভয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করি। আল্লাহ যালেমদের উপযুক্ত বদলা দিন এবং মযলূমদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) জুনিয়র সহঃ শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : আলিম/ছানাবিয়াহ (যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।

(২) হাফেযা : ১ জন (হিফয বিভাগ)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১০ই ডিসেম্বর’২৩।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১, ০১৭৩৯-৮৯৮৬২৯।

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-আতির

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(২য় কিস্তি)

যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)-এর মা

যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন ফুফাত ভাই। তার মায়ের নাম ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)। এই মহিয়সী রমণী বংশ পরিচয়ে চারিদিক থেকে শরাফত ও আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন। তার মায়ের নাম হালা বিনতে ওয়াহ্হাব। যিনি ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর মা আমীনা বিনতে ওয়াহ্হাবের বোন।

তার পিতা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের সর্দার ও যমযম কূপের আবিষ্কর্তা।[১] তার প্রথম স্বামীর নাম হারিছ বিন হারব। তিনি ছিলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের ভাই। পরবর্তীতে আওয়াম বিন খুয়াইলিদের সাথে তার বিবাহ হয়। আওয়াম ছিলেন বিশ্বরমণীকূলের নেত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)-এর ভাই। নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন তার ভাতিজা। তার পুত্র যুবায়ের ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর হাওয়ারী বা অত্যধিক সাহায্যকারী এবং যুগের বিস্ময়। তার বংশ ছিল এক সম্মাননার পদক (Medal of Honor)। যা একাধারে তার বুকে লকেট ও মাথায় মুকুট হিসাবে শোভা পেত। তার বংশমর্যাদার আলোচনা যেমন তার জীবদ্দশায় হ'ত, তেমনি তার জীবনাবসানের পরেও তা অক্ষুন্ন ছিল। তার মায়ের ইসলাম গ্রহণ মর্যাদার এ মুকুটকে আরও উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই অসামান্য নারী এবং বীর মহিলা ছাহাবী হ'তে পেরেছিলেন যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন ইসলামের প্রথম অশ্বারোহী বীরপুরুষ যিনি আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধে প্রথম তলোয়ার কোষমুক্ত করেছিলেন।

এই মহাপুরুষের বীরত্ব ও পৌরুষের খ্যাতি এত দূর পৌঁছেছিল যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাকে এক হাযার পুরুষের সমতুল্য গণ্য করতেন। আমর বিন আছ (রাঃ) যখন মিশর থেকে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য ওমর (রাঃ)-কে পত্র দেন তখন তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, 'আমি তোমাকে চার হাযার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছি, যাদের প্রতি হাযারের নেতৃত্বে থাকবেন এমন একজন, যিনি একাই এক হাযার। তারা হ'লেন যুবায়ের বিব আওয়াম, মিকদাদ বিন আমর, উবাদা বিন ছামিত ও মাসলামা বিন খালিদ'।

যুবায়ের (রাঃ)-এর মা যেমন চারিকুল থেকে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন তেমনি যুবায়ের (রাঃ)ও চতুর্দিক থেকে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন ছিদ্দীকে আকবারের কন্যা আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)। মা ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)। তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) হিজরতের পর মদীনাতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম শিশু। তার ফুফু ছিলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।

শৈশবেই যুবায়ের (রাঃ)-এর পিতা মারা যান। ফলে তিনি মায়ের হাতেই লালিত পালিত হন। তিনি খুব কড়াকড়িভাবে ছেলেকে প্রতিপালন করেন। অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় তিনি তাকে পারদর্শী করে তোলেন। তিনি মায়ের আঁচল তলে যৌবন লাভ করেন। মায়ের স্বভাব-প্রকৃতি তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। মায়ের গতিবিধিই ছিল তার গতিবিধি। যাতে তার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেজন্য তিনি তাকে নিয়মিত তীর-ধনুক চালনার অনুশীলন করাতেন। সঠিক মানের তীর কিভাবে তৈরি করা যায় সে কৌশল রপ্ত করার পদ্ধতি তিনি তাকে শিখাতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতামূলক যে কোন অনুষ্ঠানে তার বীরত্ব ও সাহস বৃদ্ধির জন্য তিনি তাকে নামিয়ে দিতেন। যখন দেখতেন ছেলে নামতে চাচ্ছে না, দ্বিধা প্রকাশ করছে তখন তিনি তাকে মার লাগাতেন। এজন্য মাকে অনেক সময় তিরস্কারের মুখোমুখি হ'তে হ'ত। কিন্তু তার সংকল্প তাতে টলত না। তিনি চাইতেন তার ছেলে একদিন এমন বীরপুরুষ হবে, যে বহু সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করবে। তারপর তিনি তাকে বেশ কিছু কঠিন কাজে নিযুক্ত করেন যাতে তার দেহ মযবূত ও শক্তপোক্ত হয়।

ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) ছেলেসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুমিনদের কাফেলায় যোগ দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্যান্য মুসলমানদের যেসব বালা-মুছীবত, যুলুম-অত্যাচার, বাধা-বিপত্তি, শাস্তি-সাজা, সমাজচ্যুতি, বাস্তুত্যাগ ইত্যাদির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল তাদেরও সেসব কিছুর সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। একসময় তিনি আল্লাহ ও রাসূলের পথে হিজরতের ঘোষণা দেন। পথে তার সাহসিকতা তার হিজরতের সাথী হয়েছিল। স্বীয় দ্বীন রক্ষার খাতিরে তিনি মক্কাভূমিকে পিছনে ফেলে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যে ব্যক্তিই ছাফিয়া (রাঃ)-এর জীবনী পড়বে ও তার আদর্শ ভেবে দেখবে সেই দেখতে পাবে যে, তিনি হাযার মানুষের সমতুল্য এক শক্তিশালী সাহসী নারী। শান্তিতে-যুদ্ধে বহু ক্ষেত্রেই তার এই বীরত্ব লক্ষ্য করা গেছে। তিনি তার পুত্রকেও এই পথের পথিক করে তোলেন।

ওহোদ যুদ্ধে তিনি সৈনিকদের জন্য পানি বয়ে আনছিলেন, তীর যোগান দিচ্ছিলেন, পিপাসিতদের হাতে পানি তুলে দিচ্ছিলেন এবং ধনুক ঠিক করে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার ভাই হামযাহ (রাঃ)-এ যুদ্ধে নিহত হন। যিনি ছিলেন তারই মতো অসম সাহসী পুরুষ। শক্তি, বীরত্ব ও দ্বীনের জন্য লড়াই-সংগ্রামে দু'ভাই-বোন ছিলেন একই কাতারের মানুষ। দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত রাখতেই ভাইকে জীবন কুর বানী করতে হয়েছিল। এ মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই তাকে ব্যথিত করেছিল।

তিনি ছিলেন যেন এক নারী সিংহী। সিংহীর মতই শিকারের উপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আবার তার আবাসে

১. *ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪১।*

রেখে আসা সিংহ শাবকের কথাও তার মন থেকে উধাও হ'ত না। বরং শিকার ধরে তিনি শাবকের সামনে নিক্ষেপ করতেন। যাতে শাবকও মায়ের অর্জিত যুদ্ধবিদ্যার কৌশল চাক্ষুষভাবে রপ্ত করতে পারে। ছেলে মাকে তাকিয়ে দেখছেন, বল্লম হাতে কাতারকে কাতার ভেদ করে এগিয়ে চলছেন, আর সিংহের মতো গর্জে উঠে বলছেন, তোমরা করছটা কি? আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে ফেলে রেখে পালাচ্ছ?

নবী করীম (ছাঃ) এ দৃশ্য দেখে শঙ্কিত হ'লেন। তিনি সিংহ শাবককে আদেশ দিলেন, সে যেন তাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সিংহ মযলূম হামযাহ (রাঃ)-এর নিথর দেহ যেখানে পড়ে আছে সেখানে যেতে না দেয়। তারা নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে তাঁর পেট ফেড়ে দেহ বিকৃত করে তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করেছিল। এ খবর শুনে তিনি অভ্যাসমতই অবিচল থেকেছেন এবং সিংহনাদে বলেছেন, আল্লাহ্র সিংহের দেহ মুছলা (বিকৃত) করা হয়েছে! ঠিক আছে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[২]

খন্দক যুদ্ধ। সে ছিল আরেক জিহাদ। আরেক সাহসিকতার ক্ষেত্র। মদীনায় দুর্গের অভ্যন্তরে যেখানে নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে এক ইহুদীর ছায়ামূর্তি তার নযরে আসে। দুর্গের ভিতরে কারা আছে, তাদের সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি বিষয়ে ঐ ইহুদী গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল। তিনি তীক্ষ্ণ নযরে তাকে দেখছিলেন এবং কান পেতে তার কথা শোনার চেষ্টা করছিলেন। তাদের চারপাশে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে তা তিনি আঁচ করতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন দুষ্টচক্র এখন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার ভিতরে সুপ্ত সাহস জেগে উঠল, ইসলামী জোশ টগবগ করে উঠল, ধী শক্তি দ্রুত কাজ করল। মাথায় উড়না পেঁচিয়ে নিলেন, যুদ্ধের পোশাক পরে নিলেন এবং তাঁবুর একটা খুঁটি কাঁধে তুলে নিলেন। দুর্গের দরজায় তিনি সতর্ক অবস্থান নিলেন। সেই ছায়ামূর্তির দেখা পেলে তিনি তাকে এমন শিক্ষা দিবেন যে, মহিলাদের বীরত্বের কথা সে কোন দিন ভুলবে না। তাকে দেখতে পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত হ'লেন এবং বীরবিক্রমে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার মাথায় খুঁটি দিয়ে সজোরে আঘাত হানলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তিনি তার দু'হাত ও কব্জি পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর একের পর এক আঘাত হেনে তার আত্মা দেহছাড়া করে দিলেন। তারপর ছুরি বের করে তার মাথা ধর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুর্গের উপর দিয়ে ইহুদিপল্লীর দিকে ফেলে দেন। মাথাটি গড়িয়ে গড়িয়ে যেখানে গিয়ে থামে সেখান থেকে ইহুদীরা তা দেখতে পায়। এ দৃশ্য দেখে ইহুদীদের মনে ভয় ঢুকে যায়। তাদের বিশ্বাস জন্মে, দুর্গের মধ্যে অনেক পুরুষ প্রতিরোধ যোদ্ধা রয়েছে। ফলে তারা সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা এক পুরুষ প্রতিরোধ যোদ্ধার হাত ধরে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, যদিও বাস্তবে তা ছিল একজন নারী প্রতিরোধ যোদ্ধার হাত।[৩]

ইসলাম গ্রহণের ফলে যুবায়ের (রাঃ) প্রচণ্ড নিপীড়নের শিকার হন। তাকে নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এ কাজে দায়িত্ব পালন করেছিল তারই আপন চাচা। তিনি দু'বার হিজরত করেছিলেন, একবার ইথিওপিয়ায়, আরেকবার মদীনায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধের সবক'টিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রথম সারিতে তার নাম থাকত।

সম্মুখ সারিতে থাকার ফলে যুদ্ধে শত্রু পক্ষের তীর-বল্লমের আঘাত তাকে ব্যাপকভাবে সইতে হয়েছিল। আঘাতের চিহ্নে তার দেহ ভরে গিয়েছিল। কিছু চিহ্ন তো স্মারক আকারে তার দেহে জ্বলজ্বল করত। দর্শকমাত্রেই তা দেখে তার বীরত্ব আঁচ করতে পারত। তার সম্পর্কে তার জনৈক সাথী বলেছেন, এক সফরে আমি যুবায়েরের সঙ্গী হয়েছিলাম। আমি দেখলাম তলোয়ারের আঘাতের দাগে তার দেহ ভর্তি। তার বুকে বল্লম ও তীরের আঘাত লেগে এমন সব গর্ত সৃষ্টি হয়েছে যেন দেবে যাওয়া একেকটি ঝরণা। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার শরীরে যে দৃশ্য দেখছি এমনটি আর কারও শরীরে কখনো দেখিনি। উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, শোন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এর একটি আঘাতও রাসূলুল্লাহর সাথে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে লাগেনি।

ইয়ারমুক যুদ্ধে তো যুবায়ের (রাঃ) ছিলেন একাই একটি সেনাদল। তিনি দেখলেন, মুসলিম যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ভীষণ রবে এক চিৎকার দিলেন, তারপর বড় বড় ঢেউয়ের মত অগ্রসরমান রোমক সেনাদের ব্যূহ ভেদ করে একাই সিংহবিক্রমে তলোয়ার নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সূর্যের তেযে যেন তিনি জ্বলে উঠছেন; না হাল ছেড়ে দিচ্ছেন, না ভেঙে পড়ছেন। তার মাঝে শাহাদতের তামান্না ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই তিনি শহীদদের নামে সন্তানদের নাম রাখেন। তারা যুদ্ধে শহীদ হবে সেই আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলেন। তিনি না শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন, না কর-খাজনা আদায় করেছেন, না অন্য কোন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তার কাজ ছিল কেবলই আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করা। তিনি ছিলেন উন্নত স্বভাব ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তার বীরত্ব ও দানশীলতা ছিল যেন প্রতিযোগী দুই ঘোড়া- কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। তার সম্পদও ছিল প্রচুর। কিন্তু সব কিছুই তিনি ইসলামের জন্য দান করে যান এবং শেষ পর্যন্ত ঋণ রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দরাজ হাতে দান করতেন। এমনকি নিজের জীবনকেও তিনি আল্লাহ্র রাহে দান করে দেন। তিনি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে তার ঋণ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়ে যান। তিনি তাকে বলেন, ঋণ পরিশোধে কখনো অপারগ হ'লে আমার মনিবের কাছে সাহায্য চেয়ো।

২. *আব্দুর রহমান পাশা, ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবিয়াত, পৃঃ ১/৩৮।*

৩. *ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবিয়াত, পৃঃ ১/৩৩।*

ছেলে বলল, কোন মনিবের কথা আপনি বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ, তিনি কতই না ভালো মনিব, আর কতই না ভালো সাহায্যকারী'! আব্দুল্লাহ বলেন, এরপর থেকে তার ঋণ পরিশোধে কোন সমস্যায় পড়লে আমি বলতাম, হে যুবায়েরের মনিব! তুমি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দাও। তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন।[৪]

উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাকে হত্যাকারী আলী (রাঃ)-এর নিকটে এসে তার শত্রুর দফারফা করার সুসংবাদ শুনাতে ও তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চায়। যুবায়েরের হত্যাকারী তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে শুনে আলী (রাঃ) চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং তাকে তাড়িয়ে দিতে আদেশ দিলেন। তিনি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তোমরা ছাফিয়ার পুত্রের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। তারা আলী (রাঃ)-এর নিকটে তার তলোয়ার নিয়ে এলে তিনি তাতে চুমু খান, চিৎকার দিয়ে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, এই তলোয়ার কতবার যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ঘনায়মান বিপদ দূর করেছে! 'ছাফিয়ার পুত্র' এভাবেই আলী (রাঃ) তাকে সম্বোধন করেছেন। মায়ের সাথে এ সম্বন্ধ পিতার সাথে সম্বন্ধের মতই তার জন্য সমান সম্মাননার কথা বলে। আল্লাহ তাদের সবার উপর রাযী থাকুন- আমীন!

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর মা

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর মায়ের নাম আসমা বিনতে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)। আর আসমা (রাঃ)-এর মায়ের নাম কুতাইলা বিনতে আব্দুল উয্যা আমেরী। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় যখন সবেমাত্র সতের জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] ইসলাম গ্রহণের ফলে তাকে নানাবিধ নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান তখন আবু জাহলসহ কুরাইশদের কিছু লোক আমাদের বাড়িতে আসে। তারা ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আবুবকরকে ডাক দিলে আমি বেরিয়ে এলাম। তারা বলল, তোমার আব্বা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমার আব্বা কোথায় আমি তা জানি না। আবু জাহল যে কিনা ছিল বেহায়া কদর্য চরিত্রের, সে আমার গালে এত জোরে চপেটাঘাত করে যে আমার কানের দুল খুলে পড়ে যায়। তারপর তারা চলে গেল। এভাবে তিন রাত কেটে গেল, আমরা জানতে পারিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোথায় আছেন।[৬]

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫৮টি। তন্মধ্যে তেরটি হাদীছ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং এককভাবে ইমাম বুখারী পাঁচটি ও ইমাম মুসলিম চারটি হাদীছ সংকলন করেছেন।[৭] তিনি তার স্বামী ও পুত্রের সাথে ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৮]

ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বরাতে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ঘটনা এই যে, তার মা কুতাইলা বিনতে আব্দুল উয্যা জাহিলিয়াতের মধ্যে ছিল। একবার সে ছিনাব (কিশমিশ ও সরিষা যোগে তৈরি এক রকম খাদ্য), পনির, ঘি ও কিছু উপঢৌকন নিয়ে মেয়েকে দেখতে আসে। তিনি তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ আমি না তোমার উপঢৌকন গ্রহণ করব, না তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে। এ কথা আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ি থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*।[৯]

হিজরতের পর মদীনাতে তিনিই হন প্রথম নবজাতকের মা। ছহীহ বুখারীতে উরওয়া বিন যুবায়েরের বরাতে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে মক্কায় থাকতে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, আমি যখন মক্কা থেকে বের হই তখন আমার গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় এসে আমি কুবায় অবতরণ করি এবং কুবাতেই প্রসব করি। তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসি এবং তাঁর কোলে দেই। তিনি একটা খেজুর চেয়ে নিয়ে দাঁতে চিবিয়ে নেন। তারপর তার মুখের মধ্যে থুথু দেন। তার পেটে প্রথম যে জিনিস ঢুকেছিল তা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর থুথু। তারপর চিবান খেজুর দিয়ে তিনি তার তাহনীক করেন। অতঃপর তিনি তার কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামে (মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে) জন্মগ্রহণকারী প্রথম শিশু। এতে মুসলমানরা খুবই খুশি হন। কারণ তাদের বলা হয়েছিল, ইহুদীরা তোমাদের উপর জাদু করেছে, ফলে তোমাদের কোন সন্তান হবে না।[১০]

নবী করীম (ছাঃ) তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। সাত কিংবা আট বছর বয়সকালে তিনি আবার নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত হ'তে আসেন। তার পিতা যুবায়ের তাকে এ আদেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু হাসেন এবং তাকে বায়'আত করান।[১১]

তার জন্মলাভের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের জাদুর দাবী বাতিল প্রমাণিত হয়। তারা বলে বেড়াত, আমরা ওদের পাকড়াও করেছি, ফলে মদীনাতে ওদের মাঝে আর কোন ছেলে সন্তান

৪. *বুখারী হা/৩১২৯।*
৫. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩৫২।*
৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৮৭।*
৭. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৯৬।*
৮. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩৫২।*
৯. *তাফসীরে তাবারী ২৫/৬১০।*
১০. *বুখারী হা/৫৪৬৯।*
১১. *মুসলিম, হা/২১৪৬।*

জন্মগ্রহণ করবে না। এজন্যে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। তারা এত জোরে তাকবীর ধ্বনি করে ওঠে যে দিগন্তব্যাপী তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। আবুবকর (রাঃ) তাকে কোলে করে মদীনা শহর ঘুরিয়ে আনেন। ইহুদীদের দাবী বাতিল করে ধরাধামে মুসলমানদের মাঝে তার মতো ছেলে সন্তানের যে জন্ম হয়েছে সে কথা চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। এর মাধ্যমে তিনি মদীনায় ইহুদীদের ছড়ানো গুজবের যবনিকাপাতও ঘটাতে চেয়েছিলেন।

নবী সহধর্মিনী আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর খালা। তার নামে তাকে 'আব্দুল্লাহর মা' বলে ডাকা হ'ত। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের সদস্য হিসাবে তাঁর গৃহে তার সার্বক্ষণিক অবাধ যাতায়াত ছিল।[১২]

হিজরতের কার্যাবলিতে আসমা (রাঃ)-এর সবিশেষ অংশ ছিল। পুত্র আব্দুল্লাহকে পেটে নিয়ে তিনি এসব কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। বরকতময় শিশুর সেই দামী মুহূর্তগুলো ছিল কতই না সুন্দর, যখন তিনি এমন মায়ের উদরে অবস্থান করছিলেন! এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ও তার মায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের এক মহাবিজয় দান করেন। এ ঘটনায় যেমন মা ও ছেলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয়ী করেছিলেন তেমনি তাদের কারণে তিনি মুসলমানদের মনে আনন্দ ও খুশীর সঞ্চার করেছিলেন। তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা-হতাশা দূরীভূত হয়েছিল এবং কাফের-মুশরিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হয়েছিল। ইহুদীদের জাদুটোনা ও তাদের দাবী অমূলক প্রমাণে এই মা ও ছেলের ভূমিকা ছিল অনন্য।

মা ও ছেলে মুসলমানদের নিকটে সম্মানের আসনে আসীন হয়েছিলেন, পরিবারের সদস্যদের প্রিয়ভাজন হ'তে পেরেছিলেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এমনি করে কেটে গেছে; তাদের দু'জনের মান-মর্যাদা ও ভালোবাসা কেবল বেড়েছে, বিন্দুমাত্র কমেনি।

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়ের যখন আমাকে বিয়ে করেছিল তখন ধরাপৃষ্ঠে তার না কোন ধন-সম্পদ ছিল, না দাস-দাসী ছিল, না কোন কিছু ছিল। ছিল কেবল পানি বহনকারী একটা উট ও একটা ঘোড়া। আমি তার ঘোড়ার খাবার যোগাতাম এবং ঝরণা থেকে পানি বয়ে আনতাম। পানি তোলা ও বহনের জন্য তার একটা বড় মশক ছিল। আমি সেটা সেলাই করে দিতাম। আমি রুটির জন্য আটা ছানতাম। কিন্তু রুটি বানাতে পটু ছিলাম না। আমার কিছু আনছারী মহিলা প্রতিবেশী একাজে আমাকে সাহায্য করত। তারা ছিল খুব বন্ধুবৎসল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়েরকে এক খণ্ড জমি দিয়েছিলেন। জমিটা ছিল আমাদের বাড়ি হ'তে দুই-তৃতীয়াংশ ফারসাখ[১৩] দূরে। আমি যুবায়েরের জমি থেকে খেজুরের বীজ সংগ্রহ করতাম এবং তা আমার মাথায় তুলে বাড়ি নিয়ে আসতাম। একবার পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তাঁর সাথে ছিল আনছারদের কয়েকজন লোক। আমার মাথায় ছিল খেজুর বীজ। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে তুলে নেওয়ার জন্য ডাকলেন এবং তাঁর সওয়ারিকে বসানোর জন্য 'ইখ ইখ' শব্দ করলেন। কিন্তু পুরুষদের সাথে যেতে আমার লজ্জা লাগছিল। তাছাড়া যুবায়েরের আত্মমর্যাদাবোধের কথাও আমার মনে জাগছিল। তার মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। আমার সংকোচ বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলে গেলেন। আমি যুবায়েরের কাছে এসে বললাম, আমার মাথায় ছিল খেজুর বীজের পোটলা, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তাঁর সাথে তাঁর কিছু ছাহাবী ছিল। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে সওয়ার হওয়ার জন্য তাঁর উট বসিয়েছিলেন। কিন্তু আমার লজ্জা লাগছিল, আবার তোমার মর্যাদাবোধের কথাও আমার মনে জাগছিল। সে বলল, আল্লাহর কসম! তোমার বীজের পোটলা বহন করা আমার নিকট তাঁর পিছনে আরোহণ থেকে বেশী বেদনা-দায়ক। পরে আবুবকর (রাঃ) আমাকে একটা খাদেম প্রদান করেন। সে আমার হয়ে ঘোড়ার দেখভালের কাজ আঞ্জাম দিত। যেন এভাবে সে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল।[১৪]

তাবেঈ ইকরিমা (রহঃ) বলেন, আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন যুবায়ের বিন আওয়ামের স্ত্রী। তিনি তার প্রতি কঠোর আচরণ করতেন। এজন্য তিনি তার পিতার কাছে অনুযোগ করলে তার পিতা তাকে বুঝিয়ে বলেন, বেটি আমার! তুমি ধৈর্য ধরো। কেননা যখন কোন মহিলার নেককার স্বামী থাকে, আর সেই স্বামী তাকে রেখে মারা যায়, আর পরবর্তীতে ঐ মহিলা অন্য কোথাও বিয়ে না করে তাহ'লে তাদের দু'জনকে জান্নাতে একত্রিত করা হবে।[১৫]

ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা ও আসমা থেকে অধিক দানশীলা আর কোন মহিলাকে দেখিনি। তবে উভয়ের দানের প্রকৃতি ছিল আলাদা। আয়েশা (রাঃ) একটু একটু করে বেশ খানিকটা জমিয়ে নিয়ে ক্ষেত্রমত দান করতেন। পক্ষান্তরে আসমা (রাঃ) হাতে পাওয়ামাত্রই দান করতেন। আগামীকালের জন্য জমিয়ে রাখতেন না।[১৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) তার মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। মা তাকে লালন-পালন করতেন, যত্ন করতেন। ভালো গুণপনা বলতে যা বুঝায় তাই তাকে খাইয়ে ও পান করিয়ে দিতেন। ইসলামিক চেতনা, উচ্চ মূল্যবোধ ও সৎস্বভাব তার মধ্যে ছোটকাল থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। এভাবেই তিনি শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠেছেন, যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। বিবিধ গুণাবলি অর্জনে তার উপর তার মা, তার পিতা, তার নানা সিদ্দীকে আকবার (রাঃ), তার খালা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা

১২. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৬৪-৬৫।*
১৩. *ফারসাখ বর্তমান কিলোমিটার অনুসারে চার থেকে ছয় কিলোমিটার দূরত্বের পথ।*
১৪. *বুখারী হা/৫২২৪; মুসলিম হা/৫৫৮৫।*
১৫. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/১৯৭।*
১৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৯২।*

(রাঃ) ও তার দাদী ছাফিয়া (রাঃ)-এর বিরাট প্রভাব ছিল। আর তাঁরা এসব গুণ লাভ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) থেকে। ফলে ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হ'তে পেরেছিলেন একজন পরহেযগার, মহিমান্বিত, গাম্ভীর্যময়, অত্যধিক বিনয়ী, ইবাদতগুযার, অধিকহারে ছালাত ও ছিয়ামপালনকারী, বড় বিদ্বান, ফিকাহবিদ ও শক্তিশালী শাসক। ইবনু কাছীর (রহঃ) তার ইতিহাসে এমনটাই তুলে ধরেছেন।[১৭]

আবু নু'আইম তার 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একদিন আসমা (রাঃ)-এর ছেলে উরওয়া তার নিকট গিয়ে দেখতে পান, তিনি ছালাত আদায় করছেন। তাকে তিনি ছালাতে এই আয়াত পড়তে শুনলেন, فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 'অনন্তর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং দগ্ধকারী আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন' *(তূর ৫২/২৭)* আয়াত পড়তে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইতে লাগলেন। একইভাবে তিনি আশ্রয় চেয়ে চলছিলেন। এভাবে তার ছালাত দীর্ঘায়িত হয়ে চললে উরওয়া বাজারে গেলেন। সেখানে প্রয়োজন পূরণ শেষে ফিরে এসে দেখেন, তার মা একইভাবে কেঁদে চলেছেন আর আল্লাহ্র আশ্রয় চাইছেন।[১৮]

এভাবে আসমা (রাঃ) তার ছেলে আব্দুল্লাহকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। শুধু মুখের কথা ও নছীহত করে দায়িত্ব শেষ করেননি। মায়ের ইবাদত-বন্দেগী ও স্বভাব-চরিত্রের ধারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। পিতৃপুরুষদের ও শিক্ষকদের আদর্শিক ও নেতৃত্বসুলভ গুণও তাঁর মধ্যে ভালমতো ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, 'ইবনু যুবায়ের ছিলেন আল্লাহ্র কিতাবের কারী (পাঠক), রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসারী, আল্লাহ্র অনুগত, আল্লাহ্র ভয়ে ছিয়ামপালনকারী। তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাওয়ারী, মা ছিদ্দীকে আকবারের মেয়ে, খালা আল্লাহ্র হাবীবের প্রিয় সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)। সুতরাং তার মর্যাদা জ্ঞানান্ধ ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না'।[১৯]

অচিরেই হয়ত একদিন মুসলমানরা বুঝতে পারবে, তাদের বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি, পদস্খলন থেকে উদ্ধার, পতন থেকে নিষ্কৃতি এবং অতীত মর্যাদা ও সভ্যতা পুনরুদ্ধার করতে নারী জাতির যত্ন নিতে হবে এবং তাদের প্রতি বড় রকমের গুরুত্ব দিতে হবে। যেমনটা প্রথম দিকের মুসলমানরা গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। যতক্ষণ তারা এক্ষেত্রে অবহেলা করবে, উদাসীনতা দেখাবে, সঠিক পথ না ধরবে এবং তাদের যথোচিৎ যত্ন না নেবে ততদিন তারা একটা বন্ধ্যা নিষ্ফলা ছন্নছাড়া জাতি হিসাবে থেকে যাবে। পরাজয়ের গ্লানি তাদের কুড়ে কুড়ে খাবে। দীর্ঘ যাত্রায় তারা অথৈ ভুল আর ভ্রান্তির বেদনা বয়ে বেড়াবে।

ইবনু যুবায়ের (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে প্রথম সারির মুজাহিদ ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীন ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে আফ্রিকায় ইসলামী বিজয়ের প্রথম কাতারের সৈনিক ছিলেন। কনস্টান্টিনোপল অভিযানেও তিনি জোরালভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

ছেলেদের প্রতিপালনে আসমা (রাঃ)-এর বড় প্রভাব ছিল। তারা সকলেই ইসলামের মহাজন পদে বরিত হয়েছিলেন। তার ছেলেদের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা রেখে গেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের সিদ্ধান্তটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

উমাইয়া বংশীয় শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা যখন মক্কা অবরোধ করে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে অপমান-অপদস্থ করছিল তখন একদিন তিনি তার মায়ের সাথে দেখা করে বললেন, আম্মাজান! লোকেরা আমাকে তো অপমান-অপদস্থ করছেই এমনকি আমার সন্তান ও পরিবারকেও করছে। আমার সাথে এখন গুটিকয়েক লোক ব্যতীত কেউ নেই। তাদেরও ঘণ্টাখানেক ধৈর্যধারণ ব্যতীত প্রতিরোধ করার কোন সামর্থ্য নেই। এদিকে লোকেরা দুনিয়ার যা কিছু আমি চাইব তা দিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? মা বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! তুমি নিজের বিষয়ে নিজে বেশী জান। তুমি যদি মনে কর যে, তুমি হকের উপর আছ এবং হকের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছ তাহ'লে তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। এই হকের উপরেই তো তোমার সঙ্গী-সাথীগণ নিহত হয়েছেন। সুতরাং তুমি নিজেকে উমাইয়া বংশীয় ছেলে-ছোকরাদের ক্রীড়নকে পরিণত করো না। আর যদি তুমি দুনিয়া চাও, তবে তুমি কতই না নিকৃষ্ট মানুষ! তুমি নিজেকে তো ধ্বংস করছই, তোমার সাথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরও ধ্বংস করেছ। আর যদি তুমি বল, আমি হকের উপর ঠিকই আছি, তবে আমার সাথীরা যখন সাহস হারিয়ে ফেলেছে তখন আমি দুর্বল হয়ে গেছি, তাহ'লে এটা না কোন স্বাধীনচেতা মানুষের কথা হ'তে পারে, না দ্বীনদার মানুষের কথা হ'তে পারে। দুনিয়াতে তুমি কতকাল আর বাঁচবে! নিহত হওয়াই বরং উত্তম।

ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এগিয়ে এসে মায়ের মাথায় চুমু খেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার অভিমতও তাই। আমি যে পথ ও মতের উপর দাঁড়িয়ে আছি আজ পর্যন্ত আমি তারই দাওয়াত দিয়ে চলেছি। আমি দুনিয়ার স্বার্থের দিকে ঝুঁকিনি, দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেও লালায়িত নই। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ হারামকে আজ হালাল করে দেওয়া হচ্ছে। তাই আল্লাহ্র খাতিরে ক্রোধান্বিত আমি যালেম শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বের হ'তে বাধ্য হয়েছি। তবে আমি আপনার মতামতও জানা ভাল মনে করেছি। এখন আমার মতের সাথে আপনার মত মিলে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত আরও পাকাপোক্ত হ'ল। আম্মাজান, আপনি আজ থেকেই জানবেন যে, আপনার ছেলে নিহত। তাতে আপনার মনোকষ্ট লাঘব হবে, আর বিষয়টা আপনি আল্লাহ্র হাতে অর্পণ করবেন। আপনার ছেলে ইচ্ছা করে কোন অন্যায় করেনি এবং কোন অশ্লীল কাজে অংশ নেয়নি। আল্লাহ্র হুকুম পালনে সে যোর-যবরদস্তি করেনি এবং সন্ধি-

১৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/২০৪।*
১৮. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৫৫।*
১৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৬৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/১৯১; আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের পৃঃ ১২।*

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গাদ্দারী করেনি। ইচ্ছাপূর্বক সে কোন মুসলিম কিংবা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের উপর যুলুম করেনি। আমার কোন কর্মচারী যুলুমের সংবাদ আমার কানে পৌঁছে থাকলে আমি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করিনি বরং নাখোশ হয়েছি এবং তাকে নিষেধ করেছি। আমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় আমার কাছে কোন কিছুই অগ্রগণ্য নয়। ইয়া আল্লাহ! আমি এসব কথা নিজের ছাফাই গাওয়ার উদ্দেশ্যে বলছি না; তুমি আমার বিষয়ে আমার থেকেও বেশী জান। কিন্তু কথাগুলো আমি বলছি, আমার মাকে সমবেদনা জানানোর জন্য; তিনি আমার পক্ষ হ'তে সান্ত্বনা মানবেন।

তার মা তখন তাকে বললেন, যদি তুমি আমার আগে চলে যাও তবে আল্লাহ্র হুযূরে আমি তাতেই সমবেদনা মানব; আর যদি আমি তোমার আগে যাই তাহ'লে আমার মনের কথা মনেই রইল। তুমি বেরিয়ে পড়। আমি তোমার শেষ পরিণতি দেখতে চাই। ছেলে বললেন, মা আমার, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এখন থেকে আমার মৃত্যুর আগে বা পরে কখনই আমার জন্য দো'আ করা বাদ দিবেন না। মা বললেন, আমি কখনই তা বাদ দিব না। কতজন তো বাতিল পথে নিহত হয়, আর সেখানে তুমি হকের পথে নিহত হচ্ছ। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! দিঘল রাতে এই লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার প্রতি তুমি করুণা করো। তুমি করুণা করো মক্কা ও মদীনার উত্তপ্ত বালিরাশিতে সেই বিলাপ ও তৃষ্ণার প্রতি। তুমি তার পিতা ও আমার সৌজন্যে তার প্রতি সদাচরণ করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাকে সমর্পণ করছি, তোমার ফায়ছালায় সন্তোষ প্রকাশ করছি। সুতরাং আব্দুল্লাহ্র বিষয়ে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের ন্যায় প্রতিদান দিও।[২০]

বর্বর ও নিষ্ঠুর হাজ্জাজ বাহিনী যখন আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর লাশ শুলিবিদ্ধ করে রেখেছিল তখন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) তার সাথে দেখা করেন এবং এ কথা সান্ত্বনা স্বরূপ বলেন, এ দেহ তো কোন কিছু নয়, তার রূহ তো এখন আল্লাহ্র হুযূরে উপস্থিত। সুতরাং আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। তিনি তা শুনে বলেছিলেন, যেখানে আল্লাহ্র নবী ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর মাথা কেটে বনু ইসরাঈলের এক গণিকাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল সেখানে আমার ছেলেকে শুলিবিদ্ধ করায় ধৈর্য ধরতে আমার বাধা কোথায়?[২১]

হাকেম মুছ'আব বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর নিহত হওয়ার কয়েক রাত পর মারা যান। তার হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ৭৩ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার।[২২] আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন মুহাজির রমণীদের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ মহিলা।[২৩] *[ক্রমশঃ]*

২০. *তারীখুত তাবারী ৬/১৮৮-১৮৯।*

২১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩৫২।*
২২. *হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ৪/৭২।*
২৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৯৬।*

সেরাপাড়া দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা
'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' রাজশাহীর অধিভুক্ত

শিক্ষক আবশ্যক

সেরাপাড়া দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসায় ২ জন সহকারী শিক্ষক (আরবী) এবং এক ১ জন হাফেয আবশ্যক। প্রার্থীকে আহলেহাদীছ আক্বীদার হ'তে হবে।

❖ **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** দাওরায়ে হাদীছ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/কামিল। হাফেয-এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাজবীদ ও ছিফাত সম্পর্কে পারদর্শী হ'তে হবে।

❖ **সংযুক্তি :** জীবন বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও নাগরিক সনদপত্র।

❖ **আবেদন প্রেরণের শেষ তারিখ :** ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩।

আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা

প্রধান শিক্ষক, সেরাপাড়া দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৪৪-৫৬৩৮৪৩, ০১৮৬৭-৭১৯০৯০।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

সকলের জন্য উন্মুক্ত
(২০২৩ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

নির্বাচিত বই
তরজমাতুল কুরআন
(১-১৫ পারা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

- পরীক্ষার ফী ১০০ টাকা বিকাশ নম্বর : ০১৭৭৫-৬০৬১২৩
- প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান অনলাইন : exam.hfeb.net
- অংশগ্রহণের আবেদন লিংক: cutt.ly/QwQDVCsK
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানহীন অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের করেছেন *(নাহল ১৬/৭৮)*। অতঃপর তাকে অল্প ইল্ম দান করা হয়েছে' *(ইসরা ১৭/৮৫)*। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়াতে অনেক ইলম রয়েছে, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে দ্বীনি ইলম তথা মানুষের স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে সকল মানুষের জানা আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনী ইলম অর্জনকে ফরয করেছেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রথম অহী ছিল 'পড়'। আলোচ্য প্রবন্ধে দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইলমের পরিচয় :

'ইলম' (علم) কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ হ'ল জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি।[১] যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 'বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। পরিভাষায় বলা হয়, هو حصول صورة الشئ فى العقل 'আক্বলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া'।[২]

ইল্মের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ইলমেরর গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) মহান আল্লাহ্র প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'।[৩] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'।[৪]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[৫] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'।[৬]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ– 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)*। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' *(বাক্বারাহ ২/৩৩)*। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' *(বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)*।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির *(কাহাফ ১৮/৬৫)*, ২. লোকমান *(লোকমান ৩১/১২)*, ৩. ত্বালূত *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী 'পড়' : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য 'উম্মী' তথা 'নিরক্ষর'

---

* তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৭০৫।
২. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩০/২৯০।
৩. তিরমিযী হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩।
৪. হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮।
৫. বুখারী হা/১১৩।
৬. বুখারী হা/১১২।

নবীকে *(জুম'আ ৬২/২)* প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ'ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইল্‌ম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।[৭] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[৮] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'।[৯] উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।[১০]

ফরযে আইন : শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।[১১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ'ল- ১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।[১২]

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ– 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্‌র নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[১৩] আর এগুলো জানার জন্য ইল্‌মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইল্‌মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন *(বালাদ ৯০/১০)*, একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর *(ইনসান ৭৬/৩)*। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্‌মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্‌মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ'।... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্‌ম হ'ল সবকিছুর মূল।[১৪]

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ– 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' *(শূরা ৪২/৫২)*।

---

৭. *ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।*
৮. *কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ- ১০।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) ফাযলুল ইল্‌ম ওয়াল 'উলামা (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ২৯।*
১০. *ছালেহ আল-উছায়মীন: শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৪১৬।*
১১. *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদিনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১০২৭ পৃ:।*
১২. *ফাযলুল ইল্‌ম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১।*
১৩. *'আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হওয়া (যুমার ৩৯/২)। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।*
১৪. *মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪।*

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ'ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ'ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، 'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' *(আন'আম ৬/১২২)*।[১৫]

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্‌ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্‌ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্‌মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্‌মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্‌ম ছাড়া যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।[১৬]

(৯) ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক : সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ، 'ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল আল্লাহভীতি'।[১৭]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ'ল সংযমশীলতা'।[১৮]

(১০) ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[১৯]

(১১) ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ'ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'।[২০]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।[২১]

(১২) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন, العلمُ خيرٌ مِن المال، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق، 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[২২] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা

---

১৫. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/২৩১।
১৬. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ পৃঃ ২।
১৭. মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪।
১৮. ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫।
১৯. মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামুল মু'আক্কেইন ২/২৫৬।
২০. আবূ দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২।
২১. ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।
২২. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮।

www.at-tahreek.com

বেশী।[২৩] যেমন- **ক.** ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ। **খ.** নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। **গ.** সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। **ঘ.** নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। **ঙ.** সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। **চ.** সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। **ছ.** সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। **জ.** সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। **ঝ.** নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। **ঞ.** সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহ্র সাক্ষাতের আশা করে।

(১৩) ইল্ম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ'। বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু'টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, 'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)*।[২৪]

(১৪) ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ– 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/২-৩)*। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا 'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী'।[২৫]

(১৫) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।[২৬] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، 'নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে'।[২৭]

ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ'ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ'।[২৮]

---

২৩. *ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৯-২২৪। তিনি প্রায় চল্লিশটি দিক উল্লেখ করেছেন।*
২৪. *হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা'আদ ৩/৫৮।*
২৫. *https://marj3y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/*
২৬. *বুখারী হা/৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/২৪৩৬, ২৪৩৯।*
২৭. *ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।*
২৮. *বুখারী হা/৬১।*

(১৬) ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'।[২৯]

(১৭) ইলম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নে'মত : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ নে'মত হ'ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا– 'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহ্র করুণা অসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। আল্লাহ ইলমের মত নে'মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) *(ইউসুফ ১২/২২)*, মূসা (আঃ) *(ক্বাছাছ ২৮/১৪)*, ঈসা (আঃ) *(মায়েদাহ ৫/১১০)*, দাঊদ (আঃ) *(ছোয়াদ ৩৮/২০)*, সোলায়মান (আঃ) *(আম্বিয়া ২১/৭৯; নামল ২৭/১৫)*।

(১৮) মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৩০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।[৩১]

(১৯) রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু'দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلْهُمْ 'তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি'।[৩২]

[ক্রমশঃ]

---

২৯. *তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯।*
৩০. *মুসলিম হা/৪৩১০।*
৩১. *ইবনে মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।*
৩২. *বুখারী হা/১৩৫৩।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	১৬ রবীঃ আখের	১৬ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	১৮ রবীঃ আখের	১৮ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	২০ রবীঃ আখের	২০ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৯	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	২২ রবীঃ আখের	২২ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৭	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৯ নভেম্বর	২৪ রবীঃ আখের	২৪ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫১	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	২৬ রবীঃ আখের	২৬ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	২৮ রবীঃ আখের	২৮ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫৪	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩২
১৫ নভেম্বর	৩০ রবীঃ আখের	৩০ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫৫	০৬:১২	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	০২ জুমাঃ উলাঃ	০২ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	০৪ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৪:৫৭	০৬:১৫	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২১ নভেম্বর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	০৬ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৪:৫৮	০৬:১৬	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৩ নভেম্বর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	০৮ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৪:৫৯	০৬:১৮	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	১০ জুমাঃ উলাঃ	১০ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০০	০৬:১৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	১২ জুমাঃ উলাঃ	১২ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০২	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৯ নভেম্বর	১৪ জুমাঃ উলাঃ	১৪ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৩	০৬:২২	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০১ ডিসেম্বর	১৬ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৪	০৬:২৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০৩ ডিসেম্বর	১৮ জুমাঃ উলাঃ	১৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	২০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৬	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	২২ জুমাঃ উলাঃ	২২ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৮	০৬:২৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	২৪ জুমাঃ উলাঃ	২৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	২৬ জুমাঃ উলাঃ	২৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	২৮ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১১	০৬:৩১	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ আখের	৩০ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১২	০৬:৩৩	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−২	−২	−১
গাযীপুর	০	০	০	০	০
শরীয়তপুর	−১	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	−১	−২	−২	−২	−২
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	−১	−১	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩	+৪	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+৩	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+১	০	০	০
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−১	−১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	−১	−৩	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৫	+৫
ব্যাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	−১	+১	+২	+৩	+২
পটুয়াখালী	−১	০	+২	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+২	+৩	+৪	+৩
বরিশাল	−১	০	+১	+২	+১
ভোলা	−২	−১	০	+১	০
বরগুনা	−১	+১	+৩	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৫
বগুড়া	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৪	+৪	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৭	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৫	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	+১	+২
নীলফামারী	+৮	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৫	+৫	+৬
রংপুর	+৬	+৪	+২	+২	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−৩	−২	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৬	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৪	−৩	−২	−১	−২
চাঁদপুর	−২	−১	০	০	০
লক্ষ্মীপুর	−৩	−২	−১	০	−১
চট্টগ্রাম	−৭	−৬	−৪	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৯	−৬	−৪	−২	−৪
খাগড়াছড়ি	−৭	−৬	−৬	−৫	−৬
বান্দরবান	−৯	−৭	−৫	−৫	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৬	−৭	−৮	−৬
মৌলভীবাযার	−৫	−৬	−৬	−৬	−৬
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৫	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৬	−৬	−৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য গীবত বা পরিন্দা হারাম করেছেন। কারণ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে গীবত হারাম নয়। ইমাম হায়তামী (রহঃ) বলেন, নিরুপায় হয়ে গেলে বেঁচে থাকার তাকীদে যেমন সাময়িকভাবে মৃত প্রাণী ও শূকরের গোশত খাওয়া জায়েয, ঠিক তেমনি মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয।[১] ইমাম নববী, গাযালী, শাওক্বানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বৈধ গীবতের ছয়টি ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে সেই ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

১. যালেমের যুলুম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে :

ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যালেমের অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করা মাযলূমের জন্য জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، 'হক্বদারের জন্য কথা বলার অধিকার আছে'।[২] মহান আল্লাহ বলেন, لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا، 'আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা পসন্দ করেন না। তবে যে অত্যাচারিত হয় (তার কথা স্বতন্ত্র)। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নিসা ৪/১৪৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, এখানে মন্দ কথা প্রকাশ করার অর্থ হ'ল- যালেমের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা বৈধ। তবে মাযলূম যদি ধৈর্যধারণ করে সেটাই উত্তম।[৩]

ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হ'ল- আল্লাহ বদদো'আ করা অপসন্দ করেন, তবে মাযলূমের বদদো'আকে অপসন্দ করেন না।[৪] আশ-শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, আয়াতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বদাদো'আ করার চেয়ে যালেমকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।[৫]

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ ظُلْمِ الظَّالِمِ وَأَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، 'যালেমের অত্যাচারের খবর প্রকাশ করা এবং তার জন্য বদদো'আ করা মাযলূমের জন্য জায়েয। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপের কোন পথ নেই' *(শূরা ৪২/৪১)*।

ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে যালেমের যুলুম প্রকাশ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, যালেম ব্যক্তির অন্যান্য দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা জায়েয; বরং তার যুলুমটুকু প্রকাশ করা জায়েয। মূলতঃ এখানে অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করার বৈধতা দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। আর সেটা হ'ল- যদি মাযলূমের জন্য নির্যাতনের বিষয় প্রকাশ করা জায়েয না হ'ত, তবে সে যালেমের জন্য বদদো'আ করত। আর যালেমের বিপক্ষে সেই বদদো'আ অবশ্যই কার্যকর হয়ে যেত। সুতরাং মাযলূম যদি ন্যায় বিচারের জন্য স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, তবে যালেম ব্যক্তি দুনিয়াতেই তার শাস্তি পেয়ে যাবে এবং সে হয়ত তার যুলুম থেকে ফিরে আসবে। ফলে পরকালের শাস্তি থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে।[৬]

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ভাইকে কষ্ট দেয়, তার সম্পদ আত্মসাৎ করে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে তার প্রতি যুলুম করে। আর সেই মাযলূম ব্যক্তি যদি মনকে হালকা করার জন্য তার পরিবার, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধবের কাছে সেই যুলুমের কথা প্রকাশ করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা যালেম ও মাযলূমের মাঝে কোন পর্দা নেই।[৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'মাযলূম ব্যক্তির জন্য তার ওপর চলা যুলুম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাদশাহ, বিচারক বা ন্যায়বিচার প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির নিকট যুলুমের বিবরণ প্রকাশ করা জায়েয। অর্থাৎ তার এই ধরনের কথা বলা জায়েয যে, অমুক আমার উপর যুলুম করেছে, আমার অধিকার নষ্ট করেছে বা জোরপূর্বক আমার থেকে এই বস্তু ছিনিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি'।[৮] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দোষ বর্ণনা করলে সেটা গীবত হিসাবে গণ্য হয় না- (১) অত্যাচারী শাসক, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী এবং (৩) বিদ'আতী'।[৯] কেননা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নমুনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও পাওয়া যায়। যেমন জাবির (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনুর রবী' (রাঃ)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত তার দুই মেয়েসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা সা'দ ইবনুর রবী'র দুই মেয়ে। এদের বাবা ওহোদের যুদ্ধে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। আর সম্পদ না থাকলে এদের বিয়ে দেওয়াও তো সম্ভব হবে

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ির ২/১১।
২. বুখারী হা/২৩০৬; মুসলিম হা/১৬০১; মিশকাত হা/২৯০৬।
৩. তাফসীর কুরতুবী ১/৬।
৪. তাফসীরে তাবারী ৯/৩৪৩।
৫. শানক্বীতী, আয্ওয়াউল বায়ান ৬/৩৫৭।
৬. মুহাম্মাদ শাওক্বানী রাফ'উর রীবাহ আম্মা ইয়াজূয ওয়া মা-লা ইয়াজূয মিনাল গীবাহ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শায়বানী (কুয়েত: মারকাযুল মাখতূত্বাত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪হিঃ/১৯৯৩খ্রিঃ) পৃঃ ২৩-২৪।
৭. তাফসীরুল ওছায়মীন (হুজুরাত-হাদীদ), পৃঃ ৫৫।
৮. নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪০; রিয়াযুছ ছালিহীন, পৃঃ ৪২৫।
৯. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃঃ ১৬৭।

না। তিনি বললেন, এ বিষয়টি আল্লাহই সমাধান করে দিবেন। অতঃপর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা নিসাতে মীরাছ বণ্টন বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১০] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যালেমের নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়া জায়েয।

আরেকবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে খুব কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ، 'তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ'। অতএব সে ফিরে এসে তার ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে দিল। এতে তার ঘরের সামনে লোকজন জড়ো হ'ল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট বললে তিনি আমাকে ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে রাখতে বলেন। তখন লোকজন সেই যুলুমকারীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, اللَّهُمَّ العَنْه اللَّهُمَّ اخْزِه، 'হে আল্লাহ! তার উপর অভিসম্পাত কর, হে আল্লাহ! তাকে লাঞ্ছিত কর'। বিষয়টি প্রতিবেশী জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে এসে বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্র শপথ! আমি আর কখনো তোমাকে কষ্ট দিব না'।[১১] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, هذا من الأدلة على جواز الغيبة في بعض الحالات، وهو هنا في الشكوى لدفع الظلم وصد التعدي، وفي استشارة الإمام والعالم في الأمور الاجتماعية، 'কতিপয় ক্ষেত্রে গীবত করা যে বৈধ, এই হাদীছটি তার অন্যতম দলীল। আর সেটা হ'ল যুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করা ও সীমালংঘন বন্ধের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করা। আর সামাজিক বিষয়ে আলেম ও নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য'।[১২]

তবে যালেমের যুলুম প্রকাশ করতে গিয়ে যেন সীমালংঘন না হয়ে যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، 'গালিদাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমালংঘন করে'।[১৩] এই হাদীছের মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়- প্রথমত, মাযলূম যদি যুলুমের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে, তবে শুধু গালিদাতা বা অত্যাচারী ব্যক্তি একাই পাপী হবে না; বরং মাযলূম ব্যক্তিও পাপী হবে।[১৪] দ্বিতীয়ত, যতটুকু গালি দেওয়া হয়েছে, ততটুকুই প্রত্যুত্তর করা জায়েয। অর্থাৎ নির্যাতনের সমপরিমাণ প্রতিবাদ করা জায়েয, এর বেশী নয়।[১৫]

আওফ (রহঃ) বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ব্যাপারে অনেক সমালোচনামূলক কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ ন্যায়বিচারকারী। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে যেভাবে প্রতিশোধ নিবেন, ঠিক তেমনিভাবে তার গীবতকারী থেকেও প্রতিশোধ নিবেন। ক্বিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তোমার এই ছোট্ট গুনাহটি হাজ্জাজের বড় গুনাহের মোকাবিলায় কঠিন শাস্তির কারণ হবে।[১৬]

২. মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও নছীহত করার ক্ষেত্রে :

মুসলিম ব্যক্তিকে অনিষ্টকারিতা থেকে সতর্ক ও সাবধান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা বৈধ। ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গনীমতের মাল বণ্টন করলেন। তখন আনছারদের মধ্যকার এক মুনাফিক লোক বলল, وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ، 'আল্লাহ্র কসম! এ কাজে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাননি। তখন আমি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা জানালাম। এতে তাঁর চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি বললেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ 'আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপর দয়া করুন। তাঁকে এর থেকেও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, তবুও তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেছেন'।[১৭] এই ঘটনার পর থেকে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) সেই আনছারী থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি।[১৮] ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছের আলোকে বলেন, বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনদের সম্পর্কে কেউ যদি কোন অন্যায় সমালোচনা করে তবে সেটা তাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য।[১৯] অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) মুনাফেক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে দিয়েছিলেন।[২০]

মুসলমানকে সতর্ক ও নছীহত করার সাথে কয়েকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট।[২১] তন্মধ্যে কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

ক. জারাহ ওয়াত তা'দীল :

হাদীছের ছহীহ-যঈফ, মুত্তাছিল-মুনক্বাতি', মারফূ'-মাওকূফ, খবরে ওয়াহিদ, শায-গারীব প্রভৃতি সাব্যস্ত করার জন্য হাদীছ

১০. *আবূদাঊদ হা/২৮৯১; তিরমিযী হা/২০৯২, সনদ হাসান।*
১১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান ছহীহ।*
১২. *হুসাইন আওদা আল-আওয়াইশাহ, শারহু ছহীহিল আদাবিল মুফরাদ, ১/১৫২।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৪৮১৮।*
১৪. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭/৩০২৮।*
১৫. *ওছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন ৬/২২২।*
১৬. *গাযালী, ইইয়াউল উলূমিদ্দীন ৩/১৫৩।*
১৭. *বুখারী হা/৬০৫৯।*
১৮. *কুররাতু আইনিল মুহতাজ ২/৩১৪।*
১৯. *নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪২।*
২০. *বুখারী হা/৪৯০৩; মুসলিম হা/২৭৭২।*
২১. *ড. সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী, আ-ফাতুল লিসান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃঃ ২৮।*

বর্ণনাকারীদের জীবনী ও দোষ-গুণ পর্যালোচনা করা হয়। আর রাবীদের জীবনী পর্যালোচনার শাস্ত্রকে উছূলে হাদীছের পরিভাষায় 'জারাহ ওয়াত-তা'দীল' বলা হয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে শরী'আত সম্মত কোন অভিযোগ থাকলে তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে ওয়াজিব'।[২২] অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা না করলে ব্যক্তি পাপী হবেন। কারণ এর ফলে মুসলমানদের মাঝে যঈফ ও জাল হাদীছের সয়লাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন,

أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ. وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ. كما قال مُحَمَّد بْن سِيرِينَ؛ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

'নিশ্চয়ই সনদ (হাদীছের রাবীদের পরম্পরা) দ্বীনের অংশ বিশেষ। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছাড়া কারো থেকে হাদীছ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বর্ণনাকারীদের মাঝে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করা শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব। এটা হারাম গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এটা ইসলামী শরী'আত পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখার অন্যতম উপায়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, 'সনদ যাচাইয়ের জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং তোমরা ভালোভাবে খেয়াল কর- কার কাছ থেকে তোমারা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। যদি ইসনাদ না থাকত, তাহ'লে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই বলত'।[২৩] ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'গীবত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই বিধানের ব্যতিক্রম হ'তে পারে। যেমন- হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য রাবীদের সমালোচনা ও নছীহতের জন্য দোষ বর্ণনা করা বৈধ'।[২৪]

খ. বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর ত্রুটি প্রকাশ করা :

বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ছেলে বা মেয়ের সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হ'লে তাদের দোষ-গুণ খোলাখুলি বলে দেওয়া যরূরী। দুশ্চরিত্র ও বদগুণের অধিকারী পাত্র-পাত্রী থেকে সতর্ক করা কর্তব্য। অন্যথা পরবর্তীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'তে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কেউ এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে পাত্র-পাত্রীর দোষ বলে দিতেন। যেমন ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) ও তার স্বামী আবূ আমর ইবনে হাফস (রাঃ)-এর মাঝে যখন তালাক হয়ে যায়, তখন তিনি ইদ্দত পালনের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন। ইদ্দত পালন শেষে মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، 'আবূ জাহাম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে)। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইবনু যায়েদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও'। ফাতেমা (রাঃ) বলেন, প্রথম পর্যায়ে উসামাকে আমার পসন্দ হ'ল না। কিন্তু তিনি আমাকে পুনরায় উসামাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। তখন আমি উসামার সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লাম। বিয়ের পর দেখলাম, আল্লাহ তার মাঝে আমার জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। আর আমি তার স্ত্রী হওয়ার কারণে সবার কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছি'।[২৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ، 'পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার সময় মানুষের মাঝে বিদ্যমান ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যে বৈধ, এই হাদীছে তার দলীল বিদ্যমান। এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটা আবশ্যিক নছীহতের অন্তর্ভুক্ত'।[২৬]

গ. মন্দ ব্যক্তি থেকে সতর্ক করা :

মন্দ স্বভাবের ও অনিষ্টকারী থেকে মুসলিম ব্যক্তিকে সতর্ক করা ঈমানের দাবী। এক্ষেত্রে ঐ খারাপ লোকের দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া গীবতের মধ্যে শামিল হবে না। যেমন, একজন দ্বীনদার ব্যক্তিকে যদি দেখা যায়- তিনি পথভ্রষ্ট, ফাসেক ও গুনাহগারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন। আর এতে আশঙ্কা রয়েছে, তার মধ্যে গুনাহ ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ পাপী লোকের দোষ বর্ণনা করা কর্তব্য। যাতে তিনি সেই পাপী ব্যক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত না হন। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন দুষ্টমতি, চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপ লোককে ভৃত্য রাখতে চায়, তবে মনিবকে সতর্ক করে সেই ভৃত্যের দোষ উল্লেখ করা বৈধ। তদ্রূপ কেউ যদি কোন অসৎ-খেয়ানতকারী লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায় অথবা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় অথবা তাকে কর্মী হিসাবে নিয়োগ দিতে চায়, সেই ব্যক্তি থেকে সতর্ক করার জন্য গীবত করা জায়েয।[২৭]

---

২২. *আল-আযকার, পৃঃ ৩৪১।*
২৩. *মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, ১/১২, ১৪।*
২৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৭/৩৮০।*
২৫. *মুসলিম হা/১৪৮০; আবূদাঊদ হা/২২৮৪; মিশকাত হা/৩৩২৪।*
২৬. *শারহুন নববী আলা মুসলিম ১০/৯৭।*
২৭. *গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৫২; আল-আযকার পৃঃ ৩৪১।*

ঘ. দুষ্টমতি আলেম ও বিদ'আতী থেকে সতর্ক করা :

বর্তমান সময়ে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তিনটি বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দেয়- (১) অনলাইন বা অফলাইনে আলেম ও আলোচকদের বক্তব্য শোনা, (২) দ্বীনী মজলিসগুলোতে অংশগ্রহণ করা এবং (৩) ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করা। নিঃসন্দেহে এগুলো ইলম অর্জনের উপকারী মাধ্যম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেসব আলেমের বক্তব্য শুনছে, যাদের মাহফিলে যোগদান করছে এবং যাদের লেখা বইপত্র পড়ছে, তারা যদি বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট হয় এবং জনগণ তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে জনগণকে সেই পথভ্রষ্ট-বিদ'আতী আলেম থেকে সতর্ক-সাবধান করা দ্বীনদার আলেমদের ওপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সেই বিদ'আতী পথভ্রষ্ট আলেমের শারঈ ত্রুটি-বিচ্যুতি লোকসম্মুখে তুলে ধরা গীবতের মধ্যে শামিল হবে না। কারণ একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ'ল তার দ্বীন। কিন্তু তিনি যদি সেই দ্বীন ভুলভাবে শিখেন, তবে তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথভ্রষ্ট আলেমকে উম্মতের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করতেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، 'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরকেই ভয় করি'।[২৮] যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) বলেন, একদিন ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, هل تعرفُ ما يَهْدِمُ الإسلامَ؟ 'তুমি কি বলতে পারো, কোন্ জিনিস ইসলাম ধ্বংস করবে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তখন তিনি বললেন, يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العالِمِ، وجدالُ الْمُنافقِ بالكتاب، وحُكمُ الأئمَّةِ المضلِّينَ، 'আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে মুনাফিক্বদের তর্ক-বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে'।[২৯]

ছাহাবীদের যুগের দু'জন চিহ্নিত মুনাফিক্বের ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا، 'আমার মনে হয় না অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে'।[৩০]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, বিদ'আতী ব্যক্তির সমালোচনা করা হারাম গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।[৩১] একবার আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 'যে ব্যক্তি ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে এবং ই'তিকাফ করে, সেই লোক আপনার কাছে বেশী পসন্দনীয়, নাকি যে বিদ'আতীদের সম্পর্কে কথা বলে, সেই লোক আপনার কাছে বেশী প্রিয়'? জবাবে তিনি বলেন, 'সেই ব্যক্তি যখন ছালাত-ছিয়াম ও ই'তিকাফে রত থাকে, তখন সেই আমলটা শুধু তার নিজের জন্যই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যখন সে বিদ'আতীর বিরুদ্ধে কথা বলে, তখন সেখানে গোটা মুসলিম জাতির কল্যাণ নিহিত থাকে। আর এটাই অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ'।[৩২]

সালাফগণ বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিপরায়ণ আলেমদের থেকে জাতিকে সতর্ক করতেন। আবু কিলাবা (রহঃ) বলেন, لا تُجَالِسُوا أهل الأَهْوَاءِ وَلا تُجَادِلُوهُمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِيْ ضَلالَتِهِمْ أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ، 'তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো না এবং তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে অথবা তোমাদের জানা-শোনা বিষয়ে তোমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে'।[৩৩] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) তার ছাত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন, صاحب البدعة لا تأمَنه على دِينك، ولا تشاوِره في أمرك، ولا تجلِس إليه، 'আমি তোমার দ্বীনের জন্য বিদ'আতী ব্যক্তিকে নিরাপদ মনে করি না। আর তোমার কোন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করবে না এবং তার কাছে বসবেও না'।[৩৪]

তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, কোন ব্যক্তি, শাসক ও আলেমের সমালোচনা যেন অবশ্যই সংশোধনমূলক ও ইনছাফপূর্ণ হয়। অর্থাৎ তারা তাদের বক্তৃতা, লেখনি ও কর্মকাণ্ডে দ্বীনের ব্যাপারে যতটুকু ভুল করেছেন, কেবল ততটুকুর সমালোচনা করে সঠিক বিষয় পরিবেশন করা কর্তব্য। সেই সমালোচনা যেন কোনভাবেই হিংসামূলক এবং ব্যক্তিগত চরিত্রে আক্রমণমূলক না হয়ে যায়। এমন হ'লে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে।

৩. ফাসেক ব্যক্তির প্রকাশ্য পাপের বর্ণনা দিতে :

সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে এবং তারা সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় না। আর মানুষও তাদের গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকে। এমন মন্দ লোকের দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এদের দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، 'তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান'। কিন্তু যখন লোকটা ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নবী করীম (ছাঃ) সেই লোকের সাথে নম্রভাবে

২৮. *তিরমিযী হা/২২২৯; আবূদাঊদ হা/৪২৫২, সনদ ছহীহ।*
২৯. *দারেমী হা/২১৪; মিশকাত হা/২৬৯, সনদ ছহীহ।*
৩০. *বুখারী হা/৬০৬৮।*
৩১. *হেবাতুল্লাহ লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ১/১৫৮।*
৩২. *ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২৮/২৩১।*
৩৩. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৭/১৩৭।*
৩৪. *লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/১৩৬।*

www.at-tahreek.com

কথাবার্তা বলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি এই লোকের ব্যাপারে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন! জবাবে তিনি বললেন, أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ، 'হে আয়েশা! আল্লাহ্র কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অশালীন ব্যবহার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার সংসর্গ পরিত্যাগ করে'।[৩৫] এই হাদীছের মাধ্যমে ইমাম বুখারী ফাসাদ ও সংশয় সৃষ্টিকারীর গীবত জায়েয হওয়ার দলীল নিয়েছেন। তিনি এই হাদীছটি নিম্নের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، 'ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয'।[৩৬]

আব্দুল হক্ব দেহলভী (রহঃ) বলেন, فيه دليل على جواز الغيبة للفاسق المجاهر ليتقي الناس من شره، 'এই হাদীছে দলীল রয়েছে যে, প্রকাশ্যে গুনাহকারী ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে সর্তক করার জন্য গীবত জায়েয'।[৩৭] ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, 'এই ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা তখনই জায়েয হবে, যখন এর দ্বারা মানুষকে সর্তক করার উদ্দেশ্য থাকবে'।[৩৮]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا غِيبَةَ لَهُمْ: الْإِمَامُ الْخَائِنُ، وَصَاحِبُ الْهَوَى الَّذِي يَدْعُو إِلَى هَوَاهُ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ فِسْقَهُ، 'তিন শ্রেণীর লোকের নিন্দা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়- (১) খেয়ানতকারী শাসক, (২) প্রবৃত্তির অনুসারী, যে তার স্বীয় প্রবৃত্তির দিকে অপরকে আহ্বান জানায়, (৩) পাপিষ্ট ব্যক্তি, যে তার পাপাচার প্রকাশ করে বেড়ায়'।[৩৯]

৪. ফৎওয়া চাওয়া বা প্রদান করার ক্ষেত্রে :

ফৎওয়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবূ সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। সে আমার ও আমার সন্তানাদির প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দেয় না। ফলে আমি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে?' জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ، 'তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ন্যায়সঙ্গতভাবে ততটুকু গ্রহণ কর'।[৪০] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হিন্দা তার স্বামীর দোষ বললেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে গীবত মনে করেননি এবং তাকে বাধাও দেননি। কারণ এখানে হিন্দা তার স্বামীর ত্রুটি প্রকাশ করেছেন ফৎওয়া জানার জন্য।[৪১] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ফৎওয়া জানার জন্য গীবত করা বৈধ।

৫. মন্দ প্রতিহত করা ও পাপীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা :

কারো মধ্যে যদি শরী'আত বহির্ভূত কোন মন্দ কাজ বা স্বভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই মন্দ বিষয়টি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির দোষের কথা উল্লেখ করা জায়েয। তবে শর্ত হ'ল- এমন ব্যক্তির কাছে সেই দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া জায়েয, যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন করতে পারবেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কাউকে তার বদ অভ্যাস বা দূষণীয় বিষয় থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অন্য কারো সাহায্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েয। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তকে মন্দাচার ও পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম, তার কাছে এ কথা বলা যাবে যে, 'অমুকের কার্যকলাপ এরকম, তাকে একটু সতর্ক করে দিন'। তবে এসব শুধু তাকে তার নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। অন্যথা সেটা হারাম গীবত হবে।[৪২]

অনুরূপভাবে সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অধঃস্তন কোন লোকের গর্হিত কাজের বর্ণনা দেওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এক সফরে ছিলেন। সাথে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিয়ে অনেক কটূ মন্তব্য করে। আর সেটা যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) শুনে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাপারটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইবনে উবাইকে ডাকেন। কিন্তু সে সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করে বসে। পরে আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে সূরা মুনাফিকূন নাযিল করেন।[৪৩] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দ প্রতিহত করার জন্য ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে কারো দোষ বর্ণনাতে কোন পাপ নেই।[৪৪]

মন্দ প্রতিহত করার আরেকটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে 'আমল বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার ওমর (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে সালাম দেন। কিন্তু ওছমান (রাঃ) অন্যমনস্ক থাকার কারণে তার সালামের জবাব দিতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি খেয়ালই করেননি যে, কেউ তাকে সালাম দিয়েছে। এদিকে ওমর (রাঃ) সরাসরি আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে এসে ওছমান

৩৫. *বুখারী হা/৬০৫৪,৬১৩১; মুসলিম হা/২৫৯১।*
৩৬. *আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল-ফাওযান, মিনহাতুল আল্লাম ফী শারহি বুলূগিল মারাম, ১০/২৪১।*
৩৭. *লুম'আতুত তানক্বী' ৮/১৫০।*
৩৮. *শাওক্বানী, রাফউর রীবাহ, পৃঃ ৩৯।*
৩৯. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃঃ ২৩৪ ।*
৪০. *বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪।*
৪১. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৯; ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৫২।*
৪২. *আল-আযকার, পৃঃ ৩৪০।*
৪৩. *বুখারী হা/ ৪৯০৩; মুসলিম হা/২৭৭২।*
৪৪. *শাহ্ন নববী, ২৭৭২ নং হাদীছের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ওছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন, ২/১৪১।*

(রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এরপর আবুবকর (রাঃ) তাদের মাঝে ব্যাপরটি মীমাংসা করে দেন।[৪৫] ইমাম শাওক্বানী বলেন, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এ দু'টি ভিত্তির উপরেই দ্বীন ইসলাম টিকে আছে। সমাজে যদি এই দু'টি বিষয় ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সেখানে দুনিয়াবী কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণ সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু সমাজের লোকদের মাঝে যদি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের গুণ না থাকে, তবে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই দু'টি ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয'।[৪৬]

৬. কারো পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে :

সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যারা মন্দ নামে বা উপাধিতে পরিচিত। আর সেই মন্দ নাম বা উপাধিটি এমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, সম্বোধিত ব্যক্তি এটাকে অপসন্দ করে না এবং এর দ্বারা সম্বোধন করলে সে মনও খারাপ করেন না। এমন পরিস্থিতিতে সেই সকল উপনামে সম্বোধন করা জায়েয। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى 'মানুষ যদি কোন অপসন্দনীয় নামে পরিচিতি লাভ করে, তবে তার পরিচয় দানের জন্য এসব নামে ডাকা জায়েয। যেমন ল্যাংড়া, বধির, অন্ধ ইত্যাদি। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এসব নামে ডাকা অকাট্যভাবে হারাম। যদি এ সকল বিশেষণ ব্যতীত তাদের চেনার অন্য কোন উপায় থাকে, তবে তা অবলম্বন করা শ্রেয়'।[৪৭] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একজন অন্ধ ছাহাবীর কথা বলেছেন, عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى 'ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে' *(আবাসা ৮০/১-২)*। অত্র আয়াতে 'অন্ধ লোক' বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।[৪৮] ছাহাবীদের মাঝে লম্বা হাত বিশিষ্ট একজন ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে 'যুল ইয়াদাইন (ذُو الْيَدَيْنِ)' বা 'লম্বা হাতওয়ালা' বলে ডাকতেন।[৪৯] এর মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রসিদ্ধ লক্বব বা উপনামে ডাকা দোষের নয়।

ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة 'গীবতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং পরিচয় দানের জন্য কোন ব্যক্তির এরূপ বলা- অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতির বা দীর্ঘদেহী'।[৫০] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّ اللَّقَبَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُعْجِبُ الْمُلَقَّبَ وَلَا إِطْرَاءَ فِيهِ مِمَّا يَدْخُلُ فِي نَهْيِ الشَّرْعِ فَهُوَ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْجِبُهُ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى التَّعْرِيفِ بِهِ حَيْثُ يَشْتَهِرُ بِهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِذِكْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةُ مِنْ ذِكْرِ الْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَنَحْوِهِمَا وَعَارِمٍ وَغُنْدَرٍ وَغَيْرِهِمْ، 'উপনাম যদি এমন হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তি সেই ডাকে খুশি হন এবং সেটা যদি শারঈ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে না পড়ে, তবে সেই উপনামে ডাকা জায়েয। আর সেই উপনাম যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ'লে সেই নামে ডাকা হারাম হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তার পরিচিতির জন্য অন্য কোন নাম নির্দিষ্ট করেন, যে নামে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন এবং যে নাম উল্লেখ করলে অন্যদের থেকে তাকে আলাদাভাবে চেনা যায়, তাহ'লে এমন নামে সম্বোধন করাও জায়েয। এই মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক রাবীর নাম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আ'মাশ (কানা, ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন), আ'রাজ (ল্যাংড়া), 'আরিম (কঠোর), গুনদার (মোটাসোটা) প্রভৃতি'।[৫১]

উক্ত লক্বগুলোর মাধ্যমে যথাক্রমে সুলাইমান ইবনে মেহরান আল-আ'মাশ (৬১-১৪৮হি.), হুমাইদ ইবনে ক্বায়েস আল-আ'রাজ (মৃ. ১৫০হি.), মুহাম্মাদ ইবনে ফযল আরিম (মৃ. ২২৩হি.), মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর গুনদার (মৃ. ১৯৩) প্রমুখ রাবীদের বুঝানো হয়েছে। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, নিন্দার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পরিচয় দেওয়ার জন্য এসব নাম ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই।[৫২]

বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে সতর্কতা :

বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা যরূরী। নতুবা হারাম গীবতের মধ্যে ঢুকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, তা হ'ল।-

১) নিয়তের খুলূছিয়াত বজায় রাখা। মন পরিচ্ছন্ন রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা।

২) আন্তরিকতার সাথে স্রেফ কল্যাণের জন্য দোষ বর্ণনা করা, কাউকে নীচু করার জন্য নয়। অর্থাৎ বৈধ গীবতের দোহাই দিয়ে কাউকে ছোট করা বা অপমানিত করার চেষ্টা না করা।

৩) ব্যক্তিগত আক্রোশ ও মনের ঝাল মেটানোর জন্য বৈধ গীবতের আশ্রয় না নেওয়া।

---

৪৫. আহমাদ ১/২০১; হা/২০। শু'আইব আরনাউত্ব, সনদ ছহীহ।
৪৬. রাফউর রীবাহ, পৃঃ ২৫-২৬।
৪৭. নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪২।
৪৮. তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২১১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৩২০; ফাৎহুল কাদীর ৫/৪৬২ এবং অন্যান্য তাফসীর।
৪৯. বুখারী হা/৪৮২; মুসলিম হা/৫৭৩; মিশকাত হা/১০১৭।
৫০. আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ২৬৪।
৫১. আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১০/৪৬৮।
৫২. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২১/২৭২।

৪) প্রবৃত্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে যতটুকু দোষ বর্ণনা করা প্রয়োজন কেবল ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা।

৫) নাম উল্লেখ না করেও যদি উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়, তবে নাম প্রকাশ না করা। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে উল্লেখ করে দেওয়া।

৬) অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের ভুল-ত্রুটির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা। নিজের মাধ্যমেও যে কোন সময় অনভিপ্রেত ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে, সেটা ভেবে সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা।[৫৩]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হারাম গীবত থেকে দূরে রাখুন। বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের তাওফীক্ব দান করুন। অপরের দোষ-ত্রুটি দেখে নিজেকে সংশোধন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫৩. *হুসাইন আল-আওয়াইশাহ, হাছাইদুল আলসুন, পৃঃ ৮৯-৯০।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন : ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।

শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।

শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হাসান বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

রোগশয্যায় হাসান (রাঃ) :

আবুবকর ইবনু আবিদ দুনিয়া আব্দুর রহমান ইবনু সালিম আতিকী...উমায়র ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, دخلتُ أنا ورجل آخر مِن قريش على الحسن بن علي، فقام فدخل إلى الخلاء، ثم خرج، فقال: لقد لفظتُ طائفةً (قطعة) مِن كَبِدي أقلبها بهذا العود، ولقد سُقِيتُ السَّمَّ مرارًا، وما سُقيتُ مرةً هي أشد مِن هذه، قال: وجعل يقول لذلك الرجل: سَلْنِي قبل ألا تَسْأَلَني، فقال: ما أسألك شيئًا، يعافيك الله؛ 'আমি ও একজন কুরায়শ বংশীয় লোক একদিন হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি উঠে শৌচাগারে গিয়ে (প্রয়োজন সেরে) সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর বললেন, 'আমি আমার কলিজার কিছু অংশ এখন ফেলে এলাম। এই কাঠি দিয়ে আমি সেটি নেড়ে নেড়ে দেখে এলাম। আমাকে বহুবার বিষ পান করানো হয়েছে। কিন্তু এবারের বিষ পান করানো ছিল সবচেয়ে কঠিন। তখন হাসান (রাঃ) ঐ কুরায়শী লোকটিকে বলতে লাগলেন, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ হারিয়ে ফেলার আগে যা জিজ্ঞেস করার জিজ্ঞেস করে নাও'। লোকটি বলল, 'এখন আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন'।[১] বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলাম। পরদিন আমরা তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি ছিলেন মুমূর্ষু অবস্থায়, তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাঁর ভাই হুসায়ন (রাঃ) এসে তাঁর মাথার নিকটে বসে বললেন, 'ভাইজান! কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে? হাসান (রাঃ) বললেন, 'তুমি কি তাঁকে হত্যা করতে চাও? হুসায়ন (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। হাসান (রাঃ) বললেন, لَئِنْ كَانَ صَاحِبِي الَّذِي أَظُنُّ لَلَّه أَشَدُّ نِقْمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: فالله أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ مَا أُحِبُّ أَنْ تَقْتُلَ بِي بَرِيئًا. 'আমি যাকে সন্দেহ করি সে-ই যদি প্রকৃত শত্রু হয়ে থাকে (বিষ পান করিয়ে থাকে) তাহ'লে আল্লাহ্ই তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অপর বর্ণনায় আছে, তবে আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। আর যদি আমি যাকে সন্দেহ করি সে প্রকৃত দোষী না হয়, তাহ'লে আমার কারণে তুমি একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করবে তা আমি চাই না'।[২]

মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল-ওয়াকিদী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর উম্মু বকর বিনতু মিসওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাসান (রাঃ)-কে কয়েকবার বিষ পান করানো হয়েছে। প্রতিবারই তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু শেষবারে তিনি আর রক্ষা পেলেন না, মারা গেলেন। তখন বিষক্রিয়ায় তাঁর কলিজা ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওয়াক্বিদী আরো বলেন, কথিত আছে যে, তাঁকে বিষ পান করানো হয়েছিল তাতে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবার বিষ পান করোনো হয়েছিল, তিনি আবার রক্ষা পেয়েছিলেন। এরপর তৃতীয়বার তাঁকে বিষ পান করানো হয়েছিল এবং সেবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

তাঁর মৃত্যু যখন খুব নিকটে তখন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বলেছিলেন, বিষে তাঁর নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। এ চিকিসৎক তখন বারবার হাসান (রাঃ)-কে দেখতে আসতেন। এক পর্যায়ে হুসায়ন (রাঃ) বললেন, 'ভাই আবূ মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে বলে দিন, কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে? হাসান (রাঃ) বললেন, কেন ভাই! তুমি কি করবে? হুসায়ন (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে দাফন করার আগে তাকে হত্যা করব। এখনি তাকে ধরতে না পারলে সে এমন কোন স্থানে চলে যেতে পারে যেখানে তাকে আর ধরা যাবে না। হাসান (রাঃ) বললেন, ভাই! দুনিয়াতো কয়েক দিনের সংসার! এটি ধ্বংসশীল। ওকে ছেড়ে দাও। আমি ও সে উভয়েতো আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হব। হাসান (রাঃ) ঐ দোষী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি।

মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু হাম্মাল...উম্মু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন, জা'দা বিনতু আশ'আছ ইবনে ক্বায়েস হাসান (রাঃ)-কে বিষ পান করিয়েছিলেন। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না রাক্বাবাহ ইবনে মুছক্বালাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাসান (রাঃ) যখন মৃত্যু পথযাত্রী তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে উঠানে নিয়ে যাও, আমি আল্লাহ্র এই বিশাল জগত দেখে নিই। তারা বিছানাসহ তাঁকে উঠানে নিয়ে আসল। তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে আপনার নিকট ছওয়াব কামনা করছি। কারণ আমার এই প্রাণ আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত মহান আল্লাহ তাঁর যে পরিণতি ঘটালেন তার বিনিময়ে তিনি আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব কামনা করলেন।[৪]

আবূ নু'আয়ম বলেছেন, হাসান (রাঃ)-এর বেদনা যখন বেড়ে গেল তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন একজন লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আবূ মুহাম্মাদ! এত অস্থিরতা কেন? এখন শুধু এতটুকু হবে যে, আপনার দেহ থেকে প্রাণ পৃথক হবে আর তারপর আপনি পৌঁছে যাবেন আপনার পিতা-মাতা আলী ও ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকটে, আপনার মামা আল-কাসেম, ত্বাইয়েব ও ইবরাহীম

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪২ পৃঃ।*
২. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/৩৮পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪২ পৃঃ।*
৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪২-৪৩ পৃঃ।*
৪. *ঐ, ১১/২০৯ পৃঃ।*

(রাঃ)-এর নিকটে, আপনার নানা-নানী নবী করীম (ছাঃ) ও খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে। আপনার চাচা হামযাহ ও জা'ফর (রাঃ)-এর নিকটে, আপনার খালা রুকাইয়া, উম্মু কুলছূম ও যায়নাব (রাঃ)-এর নিকটে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হাসান (রাঃ) সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং সুস্থির হয়ে উঠলেন।[৫]

বিষ প্রয়োগে হত্যার সন্দেহ ও তার খণ্ডন :

হাসান (রাঃ) কিভাবে মারা গেছেন, তার সঠিক তথ্য কোন ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বিষপানে মারা গেছেন। উমায়ের ইবনু ইসহাক বলেন, আমি এক সাথীকে নিয়ে হাসান (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে একাধিকবার বিষ পান করানো হয়েছে। কিন্তু এত বিষাক্ত বস্তু ইতিপূর্বে কখনও পান করিনি। এরই মধ্যে তার ভাই হুসাইন সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে? তিনি সেটা বলতে অস্বীকার করলেন।[৬] ক্বাতাদা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৭]

বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রাঃ) বা তাঁর ছেলে ইয়াযীদের নির্দেশনায় হাসান (রাঃ)-এর স্ত্রী তাঁকে বিষ পান করিয়েছিলেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এগুলি অশুদ্ধ ও ভিত্তিহীন।[৮] শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ)-কে বিষ পান করিয়ে হত্যা করেছেন মর্মে কিছু লোক যা বলে থাকে, তা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কিছু বলা না জেনে বলার ন্যায় হবে।[৯] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, فيما تزعمه الشيعة من أن معاوية سم الحسن: لم يثبت ذلك ببينة شرعية، ولا إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم، 'এ ব্যাপারে শী'আরা ধারণা করে যে, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। এটা কোন শারঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃত নয় এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংকলিত নয়। আর এটা এমন বিষয় যে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু বলা অজ্ঞতা প্রসুত কথার ন্যায়'।[১০]

হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ) বলেন, আমি বলব, আমার গবেষণায় এটা (বিষ প্রয়োগের ঘটনা) বিশুদ্ধ নয়।[১১] ইবনু খালদূন (রহঃ) বলেন, এটা শী'আদের প্রচারণা।[১২]

আবুবকর আল-আরাবী (রহঃ) বলেন, فإن قيل : قد دس يعني معاوية على الحسن من سمه؟ قلنا هذا محال من وجهين، أحدهما : أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسًا، وقد سلم الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف .الأمر تحملونه– بغير بينة– على أحد من خلقه، في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذوي أهواء، وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم.

'যদি বলা হয়, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। আমরা বলব যে, এটা দু'টি দিক দিয়ে অসম্ভব। ১. তিনি হাসান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন ক্ষতির আশংকা করতেন না। আর বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। ২. এটা ছিল গায়েবের বিষয়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টির কারো উপরে কিভাবে আরোপ করা যেতে পারে, এমন দূরবর্তী সময়ের ঘটনার ব্যাপারে, যা নির্ভরযোগ্য কোন সংকলক সংকলন করেননি? যখন গোলযোগপূর্ণ ও দলপ্রীতির অবস্থা বিরাজ করছিল। সে সময় একজন অপরজনের প্রতি অবাঞ্ছিত বিষয় আরোপ করত। সুতরাং নিরেট নির্ভেজাল ব্যক্তি ব্যতীত কারো নিকট থেকে ঐসব গ্রহণ করা যাবে না। আর এ ব্যাপারে ন্যায়নীতির উপরে দৃঢ় ব্যক্তি ব্যতিরেকে কারো নিকট থেকে কিছু শ্রবণ করাও যাবে না।[১৩]

শায়খ ওছমান আল-খুমাইস বলেন, المشهور أن الحسن مات مسموما، لكن لا يعلم إلى اليوم من الذي وضع له السم، الله أعلم، ولعل الراجح أنه مات كما يموت الناس موتا عاديا لم يسمّه أحد، 'প্রসিদ্ধ আছে যে, হাসান (রাঃ) বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত জানা যায়নি যে, কে তাকে বিষ প্রয়োগ করেছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। অগ্রাধিকারযোগ্য কথা হ'ল তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেভাবে মানুষ মারা যায়। কেউ তাকে বিষ প্রয়োগ করেনি'।[১৪] তাছাড়া হাসান (রাঃ) মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় মু'আবিয়া (রাঃ) সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। অতএব মু'আবিয়া (রাঃ) হাসানের স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগের জন্য পাঠিয়েছিলেন, এটা ধারণাকারীর ধারণা মাত্র।[১৫] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমার মতে, এই বর্ণনা (ইয়াযীদের ইঙ্গিতে জা'দা বিনতু আশ'আছ কর্তৃক বিষ পান করানোর ঘটনা) সঠিক নয়। আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইশারায় বিষ পান করানোর বর্ণনা বিশুদ্ধ না হওয়াটা তো অধিকতর

---

৫. ঐ, ৮/৪৫ পৃঃ।
৬. আল-ইছাবাহ ২/৭৩, বর্ণনাটি ছহীহ; তাহযীবুত তাহযীব ৪/১২৭।
৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৭৪।
৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/২০৮।
৯. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৪৬৯ পৃঃ।
১০. আবু বকর আল-আরাবী (মৃঃ ৫৪৩হিঃ), আল-'আওয়াছেম মিনাল ক্বাওয়াছেম, (বৈরূত : দারুল জীল, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খ্রিঃ), পৃঃ ২২১, টীকা ৪১৩ দ্রঃ।
১১. তারীখুল ইসলাম, পৃঃ ৪০।
১২. তারীখে ইবনু খালদুন ২/৬৪৯ পৃঃ।
১৩. আল-'আওয়াছেম মিনাল ক্বাওয়াছেম, পৃঃ ২২০-২১।
১৪. ইসলাম সুয়াল ওয়া জওয়াব, প্রশ্ন নং ২১২৩৮৯।
১৫. ইসলাম ওয়েব. নেট, ফৎওয়া নং ২৪৪২৭৯।

সুস্পষ্ট।[১৬] সুতরাং বিষপানে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি যেমন প্রমাণিত নয়, তেমনি কে তাঁকে বিষ পান করিয়েছে, তা অজ্ঞাত। তাই এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

মৃত্যু তারিখ :

হাসান (রাঃ) ৪০ দিন অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর তিনি ৪৫ বৎসর ৬ মাস কিছু দিন বয়সে ৫ রবীউল আউয়াল ৪৯ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। বাক্বীউল গারক্বাদ কবরস্থানে ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর কবরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৭]

তাকীউদ্দীন মাক্বরীযী (মৃত্যু ৮৪৫হিঃ) বলেন, ومات الحسن بالمدينة في ربيع الأول سنة خمس، وقيل: في سنة تسع وأربعين، بالبقيع، ... وكان سنة يوم وقيل سنة إحدى وخمسين، ودفن مات ستا وأربعين سنة، وقيل: سبعا وأربعين سنة. 'হাসান (রাঃ) রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় ৪৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বলা হয়, ৪৯ মতান্তরে ৫১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে বাক্বীউল গারক্বাদে দাফন করা হয়। ... মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ মতান্তরে ৪৭ বছর'।[১৮]

আল্লামা ইবনু হাজার হায়তামী মাক্কী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হাসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছিলেন ৭ বছর এবং পিতা আলী (রাঃ)-এর সাথে ৩০ বৎসর। ৬ মাস খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলেন, তারপর সাড়ে ৯ বছর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন।[১৯]

ইয়া'কূব ইবনু সুফিয়ান বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) নিহত হন, যখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। হাসান (রাঃ)ও একই বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হুসায়ন (রাঃ)ও শহীদ হন ঐ বয়সে।[২০]

শু'বা আবুবকর ইবনু হাফছ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ১০ বছর অতিক্রম হবার পর কয়েক দিনের মধ্যে সা'দ (রাঃ) ও হাসান (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। উলাইয়া জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে ৪৭ বছর বয়সে। আরো একাধিক ব্যক্তি এরূপ বলেছেন। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হ'ল ৪৯ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মৃত্যু ৫০ হিজরীতে মতান্তরে ৫১ বা ৫৮ হিজরীতে হয়েছে।[২১]

জানাযাহ ও দাফন :

সাঈদ ইবনুল 'আছ (রাঃ) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।[২২] হাকেম নাইসাপুরী সালেম ইবনু আবী হাফছাহ হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু হাযেমকে বলতে শুনেছি, إني لشاهدٌ يومَ مات الحسن بن علي، فرأيتُ الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص (وهو أمير على المدينة يومئذٍ)، ويطعنُ في عنقه، ويقول: تقدَّم فلولا أنها سُنَّة ما قدَّمتُك، وكان بينهم شيء أي: خلاف، 'হাসান (রাঃ) যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি দেখলাম, হুসাইন বিন আলী (রাঃ) সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) (মদীনার তৎকালীন গভর্ণর)-এর কাঁধে গুতা মেরে তাকে বললেন, সামনে অগ্রসর হও, এটা সুন্নাত না হ'লে আমি তোমাকে সামনে দিতাম না। তাদের মাঝে কোন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল'।[২৩]

ওয়াকিদী বলেন, ইব্রাহীম ইবনু ফাযল আবূ আতীক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যেদিন হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়, সেদিন আমি সেখানে ছিলাম। তখন হুসায়ন (রাঃ) এবং মারওয়ান ইবনু হাকামের মধ্যে চরম গণ্ডগোল সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছিল। হাসান (রাঃ) তার ভাই হুসায়ন (রাঃ)-কে এ মর্মে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে দাফন করা হয়। তবে তাতে যদি কোন গণ্ডগোল কিংবা ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা হয় তাহ'লে যেন বাক্বীউল গারক্বাদে দাফন করা হয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেন, فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يَدَعَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ مَعْزُولٌ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ معاوية، ولم يَزَلْ مَرْوَانُ عَدُوًّا لِبَنِي هَاشِمٍ حَتَّى مَاتَ، 'হাসান (রাঃ)-এর লাশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে দাফন করতে মারওয়ান বাধা দিয়েছিল। ঐ সময় মারওয়ান ছিল চাকুরীচ্যুত। এটা দ্বারা সে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মানোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। মারওয়ান কিন্তু আমৃত্যু হাশিমী সম্প্রদায়ের দুশমন ছিল'।[২৪] জাবের (রাঃ) বলেন, فَكَلَّمْتُ يَوْمَئِذٍ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ, اتَّقِ اللهَ ولا تثر فتنة فَإِنَّ أَخَاكَ كَانَ لَا يُحِبُّ مَا تَرَى، فَادْفِنْهُ بِالْبَقِيعِ مَعَ أُمِّهِ فَفَعَلَ. 'অতঃপর আমি হুসায়ন বিন আলী (রাঃ)-এর সাথে কথা বললাম। আমি বললাম, হে আবূ আব্দিল্লাহ্! আল্লাহকে ভয় করুন, অশান্তির জন্ম দিবেন না (রক্তপাতের সূচনা করবেন না)। কেননা আপনার ভাই এসব পসন্দ করতেন না, যা দেখছেন। আপনার প্রিয় ভাইকে

১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪৩ পৃঃ।*
১৭. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩৪।*
১৮. *তাকীউদ্দীন মাক্বরীযী, ইমতা'উল আসমা' বিমা লিননবী মিনাল আহওয়াল ওয়াল আমওয়াল ওয়াল হাফাদাহ ওয়াল মাতা' (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রিঃ), ৫/৩৬১ পৃঃ।*
১৯. *আস-সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃঃ ৩৪৬।*
২০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪৮, ১১/২১২ পৃঃ।*
২১. *ঐ, ৮/৪৮, ১১/২১২ পৃঃ।*
২২. *তারীখুল খোলাফা, সাওয়ানেহে কারবালা, পৃঃ ৬১-৬২; ইবনু আসাকির (মৃত্যু ৫৭১হিঃ), তারীখু দিমাশক, ১৩/৩০৩ পৃঃ।*
২৩. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ১২৮, সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪৮ পৃঃ।*
২৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৪৪ পৃঃ।*

আপনার মায়ের পাশে দাফন করুন। তারপর হুসায়ন (রাঃ) তাই করলেন’।[২৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে‘ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ওমর বলেন, حَضَرْتُ مَوْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فقلت للحسين بن على اتَّقِ اللهَ وَلَا تُثِرْ فِتْنَةً وَلَا تَسْفِكِ الدماء: وادفن أخاك إلى جانب أُمِّهِ، فَإِنَّ أَخَاكَ قَدْ عَهِدَ بِذَلِكَ إِلَيْكَ، قَالَ فَفَعَلَ الْحُسَيْنُ. ‘আমি হাসান বিন আলী (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ’লাম। আমি হুসায়ন বিন আলী (আঃ)-কে বললাম, আল্লাহকে ভয় করুন, অশান্তির জন্ম দিবেন না, রক্তপাতের সূচনা করবেন না। আপনার প্রিয় ভাইকে আপনার মায়ের পাশে দাফন করুন। কেননা আপনার ভাই তাও বলে গিয়েছেন। তারপর হুসায়ন (রাঃ) তাই করলেন’।[২৬]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হাসান (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় আয়েশা (রাঃ)-এর অনুমতি চেয়েছিলেন, যাতে তাঁকে মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর পাশে দাফন করা হয়। আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দিয়েছিলেন। হাসান (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে দাফন করার উদ্যোগ নেয়া হ’ল। উমাইয়া বংশের লোকজন বাধা দিল। হুসায়ন (রাঃ) ওদের বাধা অতিক্রম করার জন্যে অস্ত্রে সজ্জিত হ’লেন। উমাইয়াগণও অস্ত্রে সজ্জিত হ’ল। তারা বলল, ‘আমরা হাসান (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর পাশে দাফন করতে দিব না। ওছমান (রাঃ)-কে দাফন করা হয়েছে বাক্বীউল গারক্বাদে আর হাসান (রাঃ)-কে দাফন করা হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে? তা হবে না। এ নিয়ে ভীষণ সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ), জাবের (রাঃ) ও ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখ সংঘর্ষে না জড়াতে হুসায়ন (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁদের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হাসান (রাঃ)-কে তাঁর মায়ের কবরের নিকট বাক্বীউল গারক্বাদে দাফন করলেন।[২৭]

ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেছেন, মুসাবির বলেছেন, رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قائما على مسجد رسول الله يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَاتَ الْيَوْمَ حب رسول الله فَابْكُوا. وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ لِجَنَازَتِهِ حَتَّى مَا كَانَ الْبَقِيعُ يَسَعُ أَحَدًا مِنَ الزِّحَامِ. ‘যেদিন ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যু হ’ল সেদিন আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে দেখেছি তিনি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছেন, ‘হে লোক সকল! আজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয় মানুষের মৃত্যু হ’ল। তোমরা সকলে তাঁর জন্যে কাঁদ’। তাঁর জানাযায় সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়। এমনকি বাক্বীউল গারক্বাদে মানুষের ভিড়ে কারো দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না’।[২৮]

পরিশেষে বলব, ইসলামের ৫ম খলীফা জান্নাতী যুবকদের সর্দার হাসান বিন আলী (রাঃ) ছিলেন অতি বিনয়ী, উদারমনা ও নির্ঞ্ঝাট মানুষ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মহব্বত। খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া এবং উষ্ট্র ও ছিফ্ফীনের যুদ্ধে তাঁর অনন্য ভূমিকাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গড়ার তাওফীক দিন-আমীন!

---

২৫. ঐ, ৮/৪৪, ৪৮; ১১/২১০ পৃঃ।
২৬. ঐ, ৮/৪৪, ৪৮; ১১/২১০ পৃঃ।
২৭. ঐ, ৮/৪৪ পৃঃ।
২৮. ঐ, ৮/৪২, ১১/২১১ পৃঃ।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯।

পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিয়ে আল-কুরআনের পথে বিজ্ঞান

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তনবাদ এর মধ্যে বেশী পরিচিত। এটি "Darwin's theory of evolution" নামে পরিচিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Theory কাকে বলে? অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে থিউরির সংজ্ঞা হ'ল : এটি অনুমান বা ধারণা করার একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা কোন কিছু ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ ডারউইনের বিবর্তনবাদ এখনো প্রমাণিত নয়। এটি একটি অনুমান, তাই এর নাম থিউরি। অপরদিকে বিজ্ঞানের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে সুত্র বা law যার সংজ্ঞা হ'ল : এটি একটি বৈজ্ঞানিক বিবৃতি, যা বারংবার পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ম পেশ করা হয়। যেহেতু বিজ্ঞান বিবর্তনবাদকে সূত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি তাই এর কোনরূপ ভিত্তি বা গ্রহণযোগ্যতা নেই।[১]

পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে আসলো? এ প্রশ্নে দুই ধরনের মত হ'তে পারে **এক. বিবর্তনবাদঃ** অর্থাৎ অন্য প্রাণী হ'তে বিবর্তিত হয়ে মানুষের উৎপত্তি। **দুই. এলিয়নবাদঃ** অর্থাৎ মানুষ এই পৃথিবীর প্রাণী নয়। তাকে অন্য কোন স্থান হ'তে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে মধ্যে বিবর্তনবাদ ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে আমরা আলোচনা করব এলিয়নবাদ সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে দেখব কোনটিকে আল কুরআন স্বীকৃতি দিচ্ছে।

২০১৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর আমেরিকান পরিবেশবিদ ডঃ এল্লিস সিলভার (Ellis Silver) 'হিউম্যান আর নট ফ্রম আর্থ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ এই পৃথিবীর এলিয়ন অর্থাৎ অন্য কোন স্থান হ'তে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। নিম্নে ডঃ এল্লিস সিলভারের প্রদত্ত তথ্য আমরা ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ পেশ করছি।-

এল্লিস সিলভারের দাবী হচ্ছে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী অর্থাৎ পশু-পাখি হ'ল এই পৃথিবীর প্রাণী। কারণ এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য যা যা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা কেবল পশু-পাখির মধ্যেই রয়েছে, মানুষের মধ্যে নয়। নিম্নে উদাহরণ সহ কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হ'ল :

১। সূর্যের আলো এবং তাপ : আমরা যে সোলার সিস্টেমে বসবাস করি তা পশু-পাখির জন্য বসবাস উপযোগী। তিনি বলেছেন, সূর্যের আলো মানুষকে দিনের কিছু অংশে ভিটামিন-ডি দেয় বেটে কিন্তু অতিরিক্ত সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মি মানুষের শরীরে স্কিন ক্যান্সার তৈরি করে। কিন্তু সূর্যের আলোতে পশু পাখির মধ্যে স্কিন ক্যান্সার তৈরি হয় না। কারণ হ'ল পশু-পাখির গায়ে পশম বিদ্যমান, যা তাদেরকে স্কিন ক্যান্সার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং যে সকল পশুর গায়ে পশম নেই তাদের স্কিনটা কালো হয়। যেমন হাতি, ডলফিন, গন্ডার ইত্যাদি। আমরা জানি, যার শরীরে মেলাটিনের পরিমাণ বেশী থাকে তার স্কিন কালো হয় এবং তা শরীরকে ক্ষতিকারক সূর্যের আলোকরশ্মি হ'তে রক্ষা করে।

আমরা সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমাদের চোখে একেবারে সাদা দেখি এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই দেখি না বললেই চলে। কিন্তু পশু-পাখিদের এ সমস্যা হয় না। ফলাফল এই দাড়াচ্ছে যে, মানুষ এই গ্রহের প্রাণী নয়। যদি তাই হ'ত তাহ'লে সূর্যের আলো তাদের জন্য ক্ষতিকর হ'ত না। অপরদিকে পশু-পাখি এই গ্রহের প্রাণী বলে সূর্যের আলো তাদের জন্য ক্ষতিকর নয় (পৃ-১০)।

২। ঋতুভেদে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি : যখন ঋতু পরিবর্তন হয় তখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে পশু-পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের এ ধরনের সমস্যাগুলো হয় না। কিছু কিছু পাখিকে দেখা যায় যে, যখনই ঋতু পরিবর্তন হয় তখন এরা এক স্থান হ'তে হাযার হাযার মাইল ভ্রমণ করে এদের উপযোগী কোন স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। আবার ঋতু পরিবর্তন হ'লে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে। যা আমরা আমাদের বাংলাদেশেও দেখতে পাই যে, শীতকালে অতিথি পাখির আগমন। পশু-পাখি ঋতুকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করে। দিনের দৈর্ঘ্য বা তাপমাত্রার পরিবর্তন পশু-পাখিদের হরমোন উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং তাদের ঋতু অনুযায়ী আচরণ করে। সেকারণ, প্রাণীরা সহজাতভাবে জানে যে কখন তাদের সঙ্গম করার, বাসা বাঁধার, দক্ষিণে উড়ে যাওয়ার বা শীতের জন্য খাবার মজুদ করার সময়। অর্থাৎ পৃথিবীর এই ঋতুর পরিবর্তনে পশু-পাখি নিজেদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাদের সে জ্ঞান রয়েছে। ফলে এই ঋতু পরিবর্তন তাদের জন্য ক্ষতিকর নয় (পৃ-১২)।

৩। কোমর ব্যথা ও মেরুদন্ডের ব্যাথা : দেখা যায় যে, পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষের মেরুদণ্ড এবং কোমরে ব্যথা বিদ্যমান। এর কারণ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ শক্তির কারণেই মূলতঃ পৃথিবীর মানুষের মেরুদণ্ড এবং কোমরের ব্যথা বেশী হয়। কিন্তু পশু-পাখির মধ্যে এ ধরনের ব্যথা দেখা যায় না। এর কারণ হচ্ছে মানুষ পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী, যারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সোজা হয়ে চলাফেরা করে। অপরদিকে বেশীরভাগ পশু-পাখির মেরুদণ্ড ভূমির সমান্তরাল এবং অন্যরা কুজো হয়ে চলাফেরা করে। যেহেতু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর জন্য তৈরী করা হয়েছে তাই পশু-পাখির জন্য এমন শক্তি কোন ধরনের ক্ষতির কারণ হয়নি। অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীর প্রাণী না হওয়ার কারণে এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের মধ্যে কোমর এবং মেরুদণ্ডে ব্যথা তৈরী করে (পৃ-১৩)।

১. *বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'বিবর্তনবাদ' বইটি অধ্যয়ন করুন! - লেখক।*

৪। কোন ফসিল পাওয়া যায়নি : ডারউইন দাবী করেছে যে, মানুষের সৃষ্টি বানর হ'তে কিন্তু বানর হ'তে মানুষের সৃষ্টির একটা ফসিল লিংক প্রয়োজন-এর কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি (পৃ-১৭)।

৫। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র : Magnetoreception হ'ল এমন একটি অনুভূতি, যা একটি জীবকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সনাক্ত করতে দেয়। পৃথিবীর বেশীরভাগ পশু-পাখি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে পথ চলতে পারে। অর্থাৎ পশু-পাখিদের মধ্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সেন্স করার ক্ষমতা বিদ্যমান। যেমন সামুদ্রিক কচ্ছপ, স্যামন মাছ ইত্যাদি। অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সেন্স করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে মানুষ যে স্থান থেকে এসেছে ঐ স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক তীব্র। আর মানুষের চৌম্বক ক্ষেত্র সেন্স করার ক্ষমতা পশু-পাখির তুলনায় অনেক কম হওয়াতে তারা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা পথ চলতে পারে না। তাই পৃথিবীতে মানুষ কম্পাস ব্যবহার করে (পৃ-৪২)।

৬। খাদ্যাভ্যাস : পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো মানের খাদ্য হচ্ছেঃ কাঁচা ফল, শাকসবজি, বাদাম, গোশত, মাছ। আবার এ পৃথিবীতে আমরা বেশীরভাগ মানুষ যে সকল খাদ্য কম খেতে পারি তা হচ্ছে কাঁচা ফল, শাকসবজি, বাদাম, গোশত, মাছ। অপরদিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষতিকারক খাদ্যগুলোর মধ্যে হচ্ছে চকলেট, লবণ, চিনি, মদ, চর্বি। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী খেতে ভালো লাগে এই খাদ্যগুলো। অর্থাৎ যদি আমরা পৃথিবীর প্রাণী হতাম তাহ'লে আমাদের শরীর ঐ খাদ্যগুলো গ্রহণ করত যে খাদ্যগুলো আমাদের শরীরের জন্য উপকারী (পৃ-২৪)।

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস : প্রাণীরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত হ'তে পারে। যেমন সাপ, বেজি, ইঁদুর ইত্যাদি ভূমিকম্প হওয়ার কয়েকদিন পূর্বেই অনুভব করতে পারে। হাতি তার পায়ের সাহায্যে অনেক দূরের শব্দ শুনতে পায় এবং সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানতে পারে। কোন জলাশয়ের ধারে যদি রাতেরবেলা ব্যাঙ জোরে আওয়াজ করে তবে বুঝতে হবে ঝড় হবে। একইভাবে পাখি, গরু, ভেড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ভাবাস জানতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস বলা সম্ভব হয় না। কারণ এটাই যে, মানুষ যেখান থেকে এসেছে সেখানে এ ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না।

৮। আত্মরক্ষার অভাব : আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর বেশীরভাগ পশু-পাখি নিজে আত্মরক্ষা করতে পারে। পশু-পাখির নখ, দাঁত, শিং ইত্যাদি দিয়ে তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে। যেমন তাদের পাগুলো এমনভাবে তৈরী যে, তারা মাটিতে খালিপায়ে হাটতে পারে কিন্তু মানুষের পক্ষে খালি পায়ে হাটা সম্ভব না। দেখা যায় যে, যে সকল মানুষ জঙ্গলে বসবাস বা চলাচল করে তারাও তাদের আত্মরক্ষার জন্য পায়ে বিশেষ ধরনের জুতা পরিধান করে। মানুষের পায়ের তলা নরম এবং পৃথিবীর মাটি খালি পায়ে হাঁটার জন্য উপযোগী নয়। তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে জুতা পরিধান করতে হয়। মানুষ নিজের আত্মরক্ষার জন্য শরীরের কোন অংশ ব্যবহার করতে পারে না। এ কারণে মানুষ তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে তা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পশু-পাখির এই ধরনের কোন কিছুর দরকার হয় না। সুতরাং বলা যায়, মানুষ পৃথিবীর প্রাণী নয় (পৃ-২৭)।

৯। পৃথিবীর পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক : আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে পশু-পাখির বিচরণ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে পৃথিবীর পরিবেশ তত উন্নত হচ্ছে। অপরদিকে মানুষের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের বসবাস করার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর পরিবেশ তত খারাপ হচ্ছে। সম্প্রতি করোনাকালে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, লকডাউনে থাকার কারণে পৃথিবীর পরিবেশ অনেক উন্নত ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। গ্রীন হাউস ইফেক্ট কমে গেছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমে গেছে। ফলে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে ডলফিন, লাল কাকরা দেখা দিয়েছে। এমনকি গত কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছে ঢাকার বাতাস গত ১৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে নির্মল হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ নিজেদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখার কারণে পৃথিবীর পরিবেশ উন্নত হয়েছে। অপরদিকে পৃথিবীতে পশু-পাখির বিচরণ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবেশ তত উন্নত হচ্ছে। অর্থাৎ পশু-পাখি এই গ্রহের প্রাণী হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা পৃথিবী আরো উন্নত হচ্ছে আরও বাসযোগ্য হচ্ছে (পৃ-২৮)।

১০। রোগ বালাই : পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু পশু-পাখিকে তেমন রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায় না এবং হ'লেও তা খুবই কম। কারণ হচ্ছে এই গ্রহের পরিবেশটা তাদের জন্য মানানসই (পৃ-৩০)।

১১। ডিএনএ : একদল বিজ্ঞানী দাবী করেন যে, উল্কাপিণ্ড এবং ধূমকেতুর মতো মহাজাগতিক বস্তুর দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণ আনা হয়েছিল। গবেষকরা তিনটি উল্কাপিন্ড হ'তে উপাদান পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটি ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি শহরে পড়েছিল। ২য়টি ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যে পড়েছিল এবং ৩য়টি ২০০০ সালে কানাডার ব্রিটিশ কম্বডিয়া শহরে পড়েছিল। কিছু কিছু গবেষক এই উল্কাপিন্ডের মধ্যে ডিএনএ-এর বিল্ডিং ব্লক নিউক্লিওবেস পাওয়ার দাবী করেছেন। মানুষের DNA এর সাথে খাদ্য শস্যের এবং পশু-পাখির DNA এর সাথে আংশিক মিল রয়েছে। যেমন কলার সাথে ৫৫%, মাছির সাথে ৬০% , শিপাঞ্জির সাথে প্রায় ৯৮% মিল রয়েছে। যে DNA গুলোর মধ্যে মিল পাওয়া যাচ্ছে তা জীব দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের অঙ্গ স্থানান্তর বিফল হয়েছে কারণ গুরুত্বপুর্ণ কিছু DNA ম্যাচ করেনি। বিজ্ঞানীরা মানুষের ২২৩টি এমন জীন খুঁজে পেয়েছেন, যা পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীর কোন প্রাণী হ'তে মানুষের বিবর্তন

হয়নি (পৃ-১৫)।

উপরে আমরা এল্লিস সিলভারের প্রদত্ত তথ্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করলাম। এসকল তথ্যের আলোকে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ এই পৃথিবীর প্রাণী নয় বরং মানুষকে অন্য কোন গ্রহ হ'তে আনা হয়েছে।

এখন আমরা দেখব আল-কুরআন এ সম্পর্কে কি বলে। আল্লাহ বলেন, وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ 'আর আমরা বললাম, হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা খুশী খাও। কিন্তু তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*।

আল্লাহ বলেন, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 'অতঃপর শয়তান তাদেরকে ঐ বৃক্ষের কারণে পদস্খলিত করল। অতঃপর তারা যে সুখ-শান্তির মধ্যে ছিল সেখান থেকে সে তাদেরকে বের করে আনলো। তখন আমরা বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পরে শত্রু। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে আবাসস্থল ও ভোগ-উপকরণ সমূহ নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত' *(বাক্বারাহ ২/৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাদের ভুলের কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে জান্নাত হ'তে মানুষের আগমন ঘটেছে। এল্লিস সিলভার দাবী করেছে অন্যকোন স্থান হ'তে মানুষের আগমন ঘটেছে এবং আল-কুরআন জানিয়েছে মানুষকে জান্নাত হ'তে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক্ষণে আমরা দেখব এল্লিস সিলভারের বর্ণনা মতে, মানুষ যে স্থান হ'তে এসেছে তার সাথে জান্নাতের তুলনা কেমন হবে। আল্লাহ বলেন, مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا 'তারা সেদিন সুসজ্জিত আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতি গরম বা অতি শীত কোনটাই অনুভব করবে না' *(ইনসান ৭৬/১৩)*। অর্থাৎ জান্নাতের কোন ঋতু পরিবর্তন হয় না। জান্নাতে সর্বদা একই রকম আবহাওয়া বিরাজ করে। তাই ঋতু পরিবর্তনের কারণে মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই হয় তা জান্নাতে হয় না।

আল্লাহ বলেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا 'বাগিচার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে' *(ইনসান ৭৬/১৪)*। অর্থাৎ পৃথিবীতে সূর্যের আলো এবং তাপের কারণ মানুষের যে ক্ষতি হয় তা জান্নাতে হবে না। সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাব জান্নাতে থাকবে না।

বিজ্ঞানী এল্লিস সিলভার তার গবেষণার আলোকে দাবী করেছেন এই পৃথিবীতে মানুষ অসুখী এবং বিষণ্ন কিন্তু পৃথিবীর পশু-পাখির এই ধরনের অবস্থা নেই। কিন্তু মানুষ যে স্থান হ'তে এসেছে সেখানে এরূপ অবস্থা নেই (পৃ-৩১)।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দিয়ে জান্নাত তৈরী করা হয়েছে? তিনি (ছাঃ) বললেন, সোনা-রুপার ইট দিয়ে। একটি রূপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাথা হয়েছে। এর গাথুনির উপকরণ (চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হলো জাফরান। জান্নাতে প্রবেশকারী লোক অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না।[২]

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে, ডারউইন বিবর্তনবাদের যে দাবী করেছিল তার কোনরূপ প্রমাণ ডারউইন এবং তার মতবাদের অনুসারীরা পেশ করতে পারেনি। এরপরও তারা এই মতবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে স্রেফ ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। অপরদিকে ডঃ এল্লিস সিলভারের গবেষণায় এটা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি বিবর্তনবাদের মাধ্যমে হয়নি বরং মানুষকে অন্য স্থান হ'তে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। আর আমরা আল-কুরআনের আয়াত হ'তে জানতে পেরেছি যে, মানুষকে জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! গভীরভাবে চিন্তা করুন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা যত সূক্ষ্ম হচ্ছে তত আল-কুরআনের আয়াত এবং হাদীছসমুহ মানুষের নিকট প্রামাণিক হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের আগমন যে স্থান হ'তে ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করছেন সে স্থানের বিবরণের সাথে আল-কুরআনের আয়াত এবং হাদীছে বর্ণিত জান্নাতের বিবরণের মিল পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের যেমন ক্ষমতা নেই জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে আসার তেমনি ক্ষমতা নেই পৃথিবী হ'তে জান্নাতে যাওয়ার। কেবল আল্লাহ তা'আলার সেই ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এর ঘোষণাও কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

অতএব, এই মনোরম জান্নাতে যেতে হ'লে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ আমাদের কুরআন অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

(Book: Human are not from earth by Dr. Ellis Silver)

২. *সুনান তিরমিযী হা/২৫২৬।*

অবরুদ্ধ পৃথিবীর আর্তনাদ!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ফিলিস্তীন! এক অবরুদ্ধ জনপদের নাম। এক বক্ষবিদারী শকুনের কুটিল নখরে আটকে থাকা রক্তমুখর মাংসপিণ্ডের দলা। নিকষ আঁধারে ভয়ংকর বজ্রনিনাদের বিচ্ছুরণ। অব্যাহত বেজে চলা মৃত্যুর সাইরেন। হাযারো স্বজনহারার বিমূঢ় বেদনাগাঁথা। মাত্র ৪৫ বর্গ কি.মি. আয়তনের শহর। ২৩ লাখ জনগণের ঘনবসতি। তিনদিকে ইসরাঈলের সীমান্ত কাঁটাতার আর একদিকে দিগন্তহীন সাগর ঘেরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কারাগার। মিসরের সাথে ১২ কিলোমিটারের একটা সীমান্ত আছে বটে; তবে সেটা কেবল মানুষ পারাপারের জন্য। পণ্যদ্রব্য ঢোকার সুযোগ আছে কেবল ইসরাঈলের মধ্য দিয়েই। প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে পুরো গাযা শহরের গত ৭ই অক্টোবর ২০২৩ ভোরে ইসরাঈলের অভ্যন্তরে ফিলিস্তীনী মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার পর ইসরাঈল বন্ধ করে দিয়েছে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস, খাদ্যদ্রব্য পারাপারের সমস্ত ব্যবস্থাপনা। অবরুদ্ধ গাযা এখন পুরোপুরি অবরুদ্ধ। প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শহর। রাতের আঁধারে বোমার অগ্নি-ফুলকিই একমাত্র আলোর উৎস। ২৫ লাখ মানুষ সেখানে ক্ষুৎপিপাসায় গুণছে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম ফিলিস্তীনের মুসলমানদের জীবন থেকে স্থায়ীভাবে কেড়ে নিয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। কেড়ে নিয়েছে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা, ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান মাসজিদুল আক্বছার প্রবেশাধিকার। ইহুদী দখলদারিত্বের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই দীর্ঘ পরাধীনতার কালে প্রতিটি মুহূর্ত ফিলিস্তীনী মুসলমানদের জন্য ছিল আতংকের। নিজ ভূমে উদ্বাস্তু হয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিবার। শরণার্থী শিবিরই হয়েছে তাদের স্থায়ী আবাস। জাতিসংঘের দেয়া রেশনই তাদের জীবন ধারণের উপকরণ। এই দফায় ইসরাঈল প্রস্তুতি নিচ্ছে গাযায় স্থল হামলার। ফিলিস্তীনকে এথনিক ক্লিনজিং-এর মাধ্যমে জনশূন্য উপত্যকায় পরিণত করার ভয়ংকর পরিকল্পনা নিয়ে তারা এখন এগিয়ে আসছে নৃশংস শ্বাপদের মত। সম্ভবতঃ ফিলিস্তীনের ইতিহাস লিখতে যাচ্ছে গাযায় সবচেয়ে বড় গণহত্যার পাণ্ডুলিপি।

আমার ঘনিষ্ট ফিলিস্তীনী বন্ধু ড. হাসান বাযাযো গাযার পরিস্থিতি নিয়ে হালনাগাদ সংবাদ জানাচ্ছিল ইসরাঈলী হামলা শুরুর পর থেকে। বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে তার বাড়িও। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সে বলছিল, 'আমরা যে অবস্থায় আছি, মানুষ তা চিন্তাও করতে পারবে না। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই, ইন্টারনেট নেই। গাযার প্রত্যেক অধিবাসী এখন বিপর্যস্ত। মৃত্যু তাদেরকে যে কোন সময় গ্রাস করবে। অথচ গোটা বিশ্ব নিশ্চুপ। কেউ তাদের সাহায্য করার নেই। কেউ এই গণহত্যা বন্ধে এগিয়ে আসেনি। পশ্চিমারা ইসরাঈলের পাশে সবকিছু নিয়ে দাঁড়ালেও মুসলিম দেশগুলো ফিলিস্তীনের পাশে নেই। এই অসহায় মৃত্যু উপত্যকায় বসে তার মন্তব্য- هذا لم يحدث في أي مكان في العالم، و لم يشهده أي صراع بشري من قبل..!! 'গোটা বিশ্বের কোথায় এমন ঘটনা আর ঘটেনি; সম্ভবতঃ মানবেতিহাসেও এমন ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে না'। এখন কোথায় যাবে? তার সংক্ষিপ্ত উত্তর- الى الله আল্লাহর কাছে।

ইসরাঈলের অব্যাহত নিষ্পেষণ চলমান থাকা সত্ত্বেও মিডিয়া যথারীতি ইসরাঈলের পক্ষেই। ফিলিস্তীনী স্বাধীনতাকামীদের এখনও বলা হচ্ছে জঙ্গী! অথচ পাপীষ্ট নরাধম ইসরাঈলী দানবরা পার পেয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। মিথ্যার সুকৌশল বুননে আর গোয়েবলসীয় তত্ত্বের স্বার্থক প্রয়োগে নিজেদের অপকর্মের বৈধতা দেয়ার জন্য তারা তৈরী করেছে হাযারো বিভ্রান্তিকর ভাষ্য। আবার যে পশ্চিমা বিশ্ব হলোকাস্ট ঘটিয়ে লক্ষ ইহুদী হত্যা করেছিল, তারাই এখন মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য নিষ্ঠুর স্বার্থবাদী রাজনীতিকে সামনে রেখে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু সেজে বসেছে।

ফলে পিঠ ঠেকে যাওয়া ফিলিস্তীনীদের এখন আর কোন পথ নেই। এতবছরেও ফিলিস্তীনী সমস্যার কোন রাজনৈতিক সমাধান না হওয়ায় তাদের সামনে একটাই পথ- হয় প্রতিরোধ, নয় শাহাদাত। সম্প্রতি নেতানিয়াহু জাতিসংঘে গিয়ে নতুন ইসরাঈল রাষ্ট্রের যে মানচিত্র উপস্থাপন করেছে, তাতে গাযার কোন উল্লেখই ছিল না। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিজের মত ইসরাঈলী ভুখণ্ড সাজানোর পরিকল্পনাও তাদের চলমান। তাদের মৌন সমর্থন পর্যন্ত তারা আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম শাসকরা বিস্মৃত হ'লেও ফিলিস্তীনীদের আত্মবিস্মৃতির সুযোগ ছিল না। নিজেদের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে, আল-আক্বছার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে তাই তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। পাল্টা আক্রমণকালে তারা জানত এতে ইসরাঈলীদের ক্ষয়ক্ষতি যা হবে, তার চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর প্রতিশোধের শিকার হ'তে হবে তাদের। তবুও পরিণতির ভয়ে ছিল না পিছু ফেরার সুযোগ। যে জনপদের প্রতিটি বাড়ি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, সে জনপদের মানুষের বুকে জ্বলা তুষের আগুণের মর্ম আর কেউ না বুঝলে তারা তো বোঝে। সেই মর্মজ্বালাই তাদেরকে এই মরিয়া আক্রমণে বাধ্য করেছে। কবি মাহমূদ দারবীশের কথায়- 'দুনিয়া ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকে/ধরীত্রী ঠেসে ধরছে একেবারে শেষ কোনাটায়../শেষ প্রান্তে ঠেকে গেলে যাবটা কোথায়?/শেষ আসমানে ঠেকে গেলে পাখিগুলো উড়বে কোথায়?'

এই অসম যুদ্ধের ফলাফল আমাদের অজানা নয়। বিশ্বরাজনীতির কঠিন মারপ্যাচে এবং মুসলিম বিশ্বের যথারীতি নিশ্চুপ ভূমিকায় এই হামলার চূড়ান্ত পরিণতি যে খুবই ভয়ংকর হবে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ এই আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে গাযার অধিবাসীদেরকে বিতাড়িত করা এবং রাফার শরণার্থী শিবিরে বন্দী রাখা এবং সেই সাথে সম্পূর্ণ ফিলিস্তীনকে নিজেদের অধিকারে নেয়ার সহজ সুযোগ গ্রহণ করবে ইসরাঈল। আল-আক্বছা, আল-কুদসকে চিরতরে মুসলমানদের হাতছাড়া করতে তাদের বদ্ধ-পরিকর সংকল্প এখন বাস্তব রূপ নিবে। অবরুদ্ধ ফিলিস্তীনের ভবিষ্যৎ এখন ভীষণ অন্ধকার।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করি আল্লাহ যেন ফিলিস্তীনের মুসলিম ভাইদেরকে এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করেন। কেউ না থাকলেও তাদের জন্য আল্লাহ রয়েছেন, এটাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ইসরাঈলের বিশাল সামরিক শক্তির বিপরীতে ফিলিস্তীনীরা শক্তিতে যত ক্ষুদ্রই হোক আল্লাহ্র রহমতের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর কিছু নয়। সুতরাং আমরা তাঁরই রহমত কামনা করি। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের দায়িত্বশীলবর্গের জন্য দো'আ করি, তারা যেন নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার চেয়ে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। ন্যায় ও ইনছাফের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। কেননা আল-আক্বছা কেবল ফিলিস্তীনের নয়, সমগ্র মুসলমানদের। ফিলিস্তীনের পরাজয় অর্থ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পরাজয়। কোন মুসলিমের সর্বশেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তারা তাদের এই রক্তের অধিকার ছাড়তে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফিলিস্তীনকে রক্ষা করুন। ফিলিস্তীনের মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করুন। সারাবিশ্বের মুসলমানকে ফিলিস্তীনের মুক্তি আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

[দৈনিক ইনকিলাব ২০শে অক্টোবর শুক্রবার ৭ম পৃষ্ঠায় 'গাজায় ইসরাইলের চূড়ান্ত বর্বরতা' শিরোনামে প্রকাশিত]

ডেঙ্গু জ্বর : আতঙ্ক নয়, সতর্কতা যরূরী

-ডা. মহিদুল হাসান মারূফ*

ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত রোগ। এর নির্দিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিক বা মেডিসিন আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এ রোগে আক্রান্ত হ'লে লক্ষণ, জটিলতা অনুসারে সাপোর্টিভ কিছু চিকিৎসা নিতে হয়। তাতেই আল্লাহ চাইলে সুস্থ হওয়া সম্ভব। নিম্নে ডেঙ্গুর লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় ও প্রতিকারে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

ডেঙ্গুর সাধারণ কিছু লক্ষণ :

১. উচ্চ মাত্রার জ্বর একটানা ২-৭ দিন থাকা। একবার কমে গিয়ে আবার আসতে পারে। ২. সারা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া। ৩. বমিভাব বা বমি হওয়া। ৪. পাতলা পায়খানা হওয়া। ৫. এছাড়াও গলাব্যথা, সর্দি, কাশি হওয়া। ৬. অরুচি এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়া। ৭. ত্বকে লাল লাল রাশ হওয়া।

ডেঙ্গু জ্বরের কিছু বিপদজনক উপসর্গ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে :

১. প্রচণ্ড পেটব্যথা হওয়া। ২. অনবরত বমি হ'তে থাকা। ৩. রক্তবমি বা কালো পায়খানা হওয়া। ৪. শরীরে যে কোন জায়গা থেকে অনবরত রক্ত ক্ষরণ হ'তে থাকা। ৫. পেট ফুলে বড় হয়ে যাওয়া/শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া। ৬. শরীর মারাত্মক অবসন্ন/খুব ঠাণ্ডা, অজ্ঞান, অস্থির হয়ে যাওয়া। ৭. রক্তের হেমাটোক্রিট (Hct) দ্রুত বেড়ে যাওয়া বা অনুচক্রিকা দ্রুত কমে যাওয়া। (অনুচক্রিকা/প্লাটিলেটের পরিমাণ ৩০ হাযারের নীচে নেমে গিয়ে কোথাও একটু রক্তক্ষরণ হওয়া)।

যেসব সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যরূরী :

১. উপরের ৭টির কোন ১টি লক্ষণ দেখা দিলে। ২. ব্লাডপ্রেশার ৯০/৬০-এর নীচে নেমে গেলে অথবা উপর ও নীচের প্রেসারের পার্থক্য ২০ বা এর কম হয়ে গেলে। (যেমন- ব্লাডপ্রেশার ৯৫/৮০ হওয়া)। ৩. ৫-৬ ঘণ্টা পেশাব না হ'লে। ৪. উঠতে বসতে মাথা ঘুরলে বা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে। ৫. হাত-পা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, যখন রোগী আর মাথা সোজা রেখে বসে থাকতে পারবে না। ৬. রোগীর মেজায অকারণে খিটখিটে হয়ে গেলে, ভুল কথা বলা বা অজ্ঞান হয়ে গেলে। ৭. বিঃদ্রঃ গর্ভবতী মা, নবজাতক শিশু, অধিক বয়স্ক রোগী, ডায়াবেটিক, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের রোগী, হার্ট, কিডনি, লিভার রোগ থাকলে বা আগেও একবার ডেঙ্গু হয়ে থাকলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। অন্যথা অভিজ্ঞ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে বাসায় চিকিৎসা করানো ভালো।

ডেঙ্গু জ্বর হ'লে করণীয় :

১. ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ দেখা দিলে ১-৩ দিনের মধ্যেই দ্রুত ডেঙ্গু টেস্ট করাতে হবে। এর চেয়ে বেশী দেরী করলে পরে রিপোর্টে শনাক্ত করা যাবে না। (টেস্টের নাম- NS1 for Dengeu)

২. ডেঙ্গু শনাক্ত হ'লে জ্বর ও ব্যথার জন্য কেবল প্যারাসিটামল এর ৬টি ট্যাবলেট দিনে ৩-৪ বারে খেতে পারেন।

৩. কোন ধরনের ব্যথার ওষুধ ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে ১ মাস পর্যন্ত খাওয়া যাবে না।

৪. দিনে রাতে ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৩ লিটার/১২ গ্লাস পানি বা তরল খাবার যেমন- স্যালাইন (ORSaline), শরবত, স্যুপ, দুধ, বিভিন্ন ফলের রস ইত্যাদি খেতে হবে।

৫. ডাবের পানি, পেপের পাতার রস বা টকজাতীয় ফলের রস এসব কিছু খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই। বরং এতে কিছু ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা হ'তে পারে।

৬. মুখ তিতা/বিস্বাদ হয়ে থাকলে রাতে ঘুমানোর আগে, আর খাওয়ার পরে দাঁত, দাঁতের মাড়ি, জিহ্বাসহ মুখের ভেতর মিষ্টি জাতীয় পেস্ট দিয়ে ভালোমত ব্রাশ করতে হবে।

৭. খাওয়ার অরুচি, অনিচ্ছা থাকলেও অবশ্যই পুষ্টিকর তরল খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে।

৮. বমিভাব বা বমি হ'লে খাওয়ার ২৫-৩০ মিনিট আগে বমির ওষুধ খেয়ে নিয়ে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৯. ডেঙ্গু আক্রান্ত হ'লেই ভীত বা অস্থির হওয়া যাবে না।

১০. জ্বরে আক্রান্ত হ'লে রোগীকে আলাদাভাবে সবসময় মশারীর ভেতরে রাখতে হবে।

১১. অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই কোন এন্টিবায়োটিক এবং বিনা প্রয়োজনে অনেক ওষুধ খাওয়া যাবে না। আবার বিপদচিহ্ন ছাড়াই হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়ে থাকার দরকার নেই।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় :

১. এডিস মশার বংশবিস্তারের উৎস ধ্বংস করা- বাগানের ফল, সবজি, ফুলের টব, বিভিন্ন পাত্র, ডাবের খোসা, ফাস্ট ফুডের কন্টেইনার, এসির পানি জমার পাত্রসহ কোথাও কোনভাবেই ৩ দিনের বেশী পানি জমতে দেওয়া যাবে না। অন্ততঃ দু'দিন পরপর চেক করে সব পানি ফেলে দিতে হবে।

২. দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই ভালো করে মশারী টানাতে হবে।

৩. মশা শরীরে বসা প্রতিরোধে 'ভ্যাসলিন মসকিউটো ডিফেন্স লোশন/Odomos cream' ২ ঘণ্টার জন্য শরীরের খোলা অংশে লাগানো যেতে পারে। তাতে মশা কামড়াবে না।

৪. বিকেলের পর থেকে সকাল পর্যন্ত পারতপক্ষে রুমের সব জানালা বন্ধ রাখা।

৫. জানালায় নেট লাগিয়ে মশা রুমে আসা প্রতিরোধ করা যায়।

৬. বাড়ীর ভেতর, আশ-পাশ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা।

৭. ডেঙ্গু আক্রান্ত হ'লে জ্বর থাকাবস্থায় রোগীকে অবশ্যই মশারীর ভেতরে রাখতে হবে। যাতে তার থেকে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়াতে না পারে।

* মেডিকেল অফিসার (অনারারী), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

সার্বজনীন পেনশন স্কিম এবং আমাদের প্রস্তাবনা

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক*

ভূমিকা :

পুঁজিবাদকে যদিও আমরা অর্থব্যবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি কিন্তু ফাংশনালী এটি একটি দ্বীন। ব্যক্তি থেকে সমাজ কিংবা ওয়াশরুম থেকে রাষ্ট্র সবকিছুকে এটি প্রোগ্রামিংয়ের মতো নিয়ন্ত্রণ করে, স্বতন্ত্র নীতিমালা গড়ে দেয়। ক্রমাগত পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে উদ্ভূত এই পুঁজিবাদের চোখে ব্যক্তি কেবলই একজন ভোক্তা। ভোক্তার জীবনদর্শন হচ্ছে Yolo (you only live once)। অতিমাত্রার এই ভোগবাদী চিন্তা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তার নাড়ি থেকে। অণু পরমাণুর মতো ক্রমাগত ভেঙ্গে-চুরে ক্ষুদ্র হচ্ছে পরিবার কাঠামো। স্বাধীনতার আগে এদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৪৭ বছর, এখন তা হয়েছে ৭৩ বছর। এই হার ২০৫০ সালের মধ্যে ৮০ বছর হবে বলে অনুমান করা যায়। একদিকে জোয়ারের ন্যায় আছড়ে পড়া পুঁজীবাদী এই ধংসাত্মক ঢেউয়ে অনাগত একটি প্রজন্মের চূড়ান্ত পরিণতি বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার ঝুঁকি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই (Social Safety net) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যকরণের গুরুত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই নিরিখে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে প্রস্তাবিত সার্বজনীন পেনশন স্কিম একটি অনন্য মাইলফলক। কিন্তু সার্বজনীন এ পেনশন স্কিম সর্বসাধারণের জন্য হওয়ার পথে রয়েছে অন্তরায়। কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।-

একনযরে সার্বজনীন পেনশন স্কিম :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালে ৬০ বছরের অধিক বয়সী মানুষের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ এবং ২০৪১ সালে তাঁদের সংখ্যা হবে ৩ কোটি ১০ লাখ। দেশের চার শ্রেণীর প্রায় ১০ কোটি মানুষের কথা বিবেচনায় এনে বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনতে গত ১৩ই আগস্ট ২০২৩ তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ থেকে 'সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' নামে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রায় একমাস পেরিয়ে গেলেও এখনো তার যৌক্তিকতা এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। বাহ্যত এ ধরনের জনবান্ধব প্রকল্পে সরকার আবশ্যিকভাবে সাধুবাদ পাওয়ার কথা। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এত বড় একটি অর্থনৈতিক প্রকল্পের নীতিমালা প্রণয়নে শারঈ বিধি-বিধানের বিষয়টিতে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়েছে। ১৮ বছরের বেশী বয়সী যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক সার্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আসতে পারবেন। চারটি আলাদা স্কিম নিয়ে এ পেনশন ব্যবস্থার যাত্রা শুরু। তবে আপাতত সরকারী চাকুরিজীবীরা পেনশন স্কিমের বাইরে থাকবেন। স্কিমগুলো হচ্ছে প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা। প্রবাস স্কিমটি শুধু প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরীজীবিদের জন্য 'প্রগতি' স্কিম। নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য 'সমতা' স্কিম আর কৃষক, শ্রমিক, রিক্সাচালক, কামার, কুমার ইত্যাদি স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকদের জন্য 'সুরক্ষা' প্যাকেজ গঠন করা হয়েছে।[১]

প্রবাস স্কিমে ৭ হাযার, সাড়ে ৭ হাযার ও ১০ হাযার টাকা; প্রগতি স্কিমে ২ হাযার, ৩ হাযার ও ৫ হাযার টাকা এবং সুরক্ষা স্কিমে ১ হাযার, ২ হাযার, ৩ হাযার ও ৫ হাযার টাকা করে চাঁদা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। শুধু সমতা স্কিমে চাঁদার হার একটি, আর তা হচ্ছে এক হাযার টাকা। এর মধ্যে চাঁদা দাতা ৫০০ ও সরকার ৫০০ টাকা করে দেবে।

একজন পেনশনধারী ব্যক্তি ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর পেনশন পাওয়া শুরু করবেন এবং ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে তাঁর নমিনী মূল পেনশনধারীর বয়স ৭৫ হওয়ার বাকি সময় মাসিক ভিত্তিতে পেনশন পাবেন।

কোন স্কিমের চাঁদা দাতা মাসিক পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে মারা গেলে তার নমিনী পুরো জমাকৃত অর্থ মুনাফা সহ পাবে।[২]

স্কিম পর্যালোচনা :

কনভেনশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স থেকে কপি পেস্ট করা এই পেনশন স্কিমে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে নাগরিকদের সরকারী-বেসরকারী বিভাজন করে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের পেনশন বাবদ যেখানে কোন চাঁদা দিতে হয় না সেখানে বেসরকারী চাকুরীজীবী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একটানা অন্তত ১০ বছর চাঁদা বহন করতে হবে। এ যেন একই মানচিত্রে, একই আলো-বাতাসে বেড়ে উঠা নাগরিকদের মাঝে নির্মিত বার্লিন প্রাচীর সদৃশ অদৃশ্য কোন দেয়াল! বিষয়টা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কোন কারণে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হ'লে জরিমানা সহ দিতে হবে। তাছাড়া সরকারী চাকুরীজীবিরা দেশের জনগণ প্রদত্ত ট্যাক্স, ভ্যাট থেকেই বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে। আবার সেই চাকুরীজীবিরা বিনা চাঁদায় পেশন পায়। আর জনগণকে চাঁদা দিয়ে পেনশনের আওতাভুক্ত হতে হবে। এটা কোন্ দ্বিমুখী নীতি? নিম্নে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীন পেনশন স্কিমের কতিপয় অসংগতি তুলে ধরা হ'ল।

সূদের উপস্থিতি :

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী, বর্তমানে মানুষের আয়ুষ্কাল ৭২.৪ বছর। এ হিসাবে ধরে নেই একজন লোক সাধারণত ৭২ বছর আয়ু পায়।

ধরা যাক, 'প্রগতি' স্কিম অনুযায়ী কেউ ৫০ বছর বয়সে স্কিম চালু করলো। তাহ'লে প্রতি মাসে ২ হাযার টাকা করে ১০

* বিএসএস (সম্মান), এমএসএস, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. https://www.bbc.com/bengali/articles/crglnqvjqplo
২. সার্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা ধারা ০৫-০৬।

বছরে তাকে চাঁদা দিতে হবে ২ লক্ষ ৪০ হাযার টাকা। ৬০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে সে পেনশন পাবে ৩০৬০ টাকা করে। তাহ'লে ১৫ বছরে সে এবং তার নমিনীর সম্ভাব্য প্রাপ্তি হবে ৫ লক্ষ ৫০ হাযার ৮ শত টাকা।

একইভাবে 'সুরক্ষা' স্কিমে মাসে ১ হাযার করে ১০ বছরে চাঁদা দিবে ১ লক্ষ ২০ হাযার টাকা। বিপরীতে ১৫ বছরে সম্ভাব্য ন্যূনতম প্রাপ্তি দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৭৫ হাযার ৪ শত টাকা।

অনুরূপ 'প্রবাসী' স্কিমে ১০ বছরে ৬ লক্ষ টাকা চাঁদা দিলে ৬০ বছর পর সে এবং তার নমিনীর ন্যূনতম প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাযার ১৮০ টাকা। এখানে প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং পেনশন শুরু হওয়ার (৬০ বছরের আগে) কেউ মারা গেলে জমাকৃত টাকা মুনাফা সহ পাবে। মুনাফার হার উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদা দাতা যে পরিমাণ সঞ্চয় করবে সব অবস্থাতেই মুনাফা সহ অর্থ ফেরত পাবে। এখানে অর্থের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে সেটাই সূদ। একই বস্তুতে যা অতিরিক্ত আনয়ণ করে তাই সূদ।

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুকে, সমান সমান এবং হাতে হাতে হ'তে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে, তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হ'ল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়'।[৩]

অবৈধ বিনিয়োগ :

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে একটি দেশের অর্থনীতিতে নিম্ন মাথাপিছু আয়, নিম্ন সঞ্চয়, নিম্ন বিনিয়োগ এবং নিম্ন মূলধন বিরাজ করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে অর্থনীতিতে একটি Big Push (বড় ধাক্কার) প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করতে এক্ষেত্রে 'বিনিয়োগ' সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া মুসলিমরা মূলত ব্যবসায়ী জাতি। মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজেও ব্যবসা করেছেন। এই ব্যবসা-বিনিয়োগে গুরুত্ব দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হ'ল, যা মানুষ নিজ হাতে করে এবং সৎ (প্রতারণা ও খেয়ানত মুক্ত) ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়'।[৪]

এই বিনিয়োগ অবৈধ হবে যদি সেটি অবৈধ পন্থায় অথবা অবৈধ পণ্য-দ্রব্যে বিনিয়োগ হয়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফার মতে, 'প্রাথমিকভাবে, এই তহবিল সরকারী বন্ড বা ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগের কথা রয়েছে। যেসব বিনিয়োগে ঝুঁকি কম সেদিকেই যাবো। যদি ফান্ড আরও বড় হয় তাহ'লে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এটা সময়ের পরিক্রমায় হবে। এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা তৈরি হচ্ছে, সেই মোতাবেক সব হবে।[৫]

অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে সার্বজনীন পেনশন স্কিমের একটি অংশ দীর্ঘমেয়াদী বন্ডে বিনিয়োগ করা হবে। সরকার তার ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবস্থাপনা করে থাকে ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচি থেকে। আর এ তহবিল যদি ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করা হয় তাহ'লে তা স্পষ্টতই সূদী বিনিয়োগ।

গারার বা অনিশ্চয়তা :

গারার বা অনিশ্চয়তা হচ্ছে এমন লেনদেন যাতে হওয়া বা না হওয়া উভয় দিক বিদ্যমান। লেনদেন অবৈধ হওয়ার অন্যতম কারণ এটি। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'বাইয়ুল গারার ঐ কারবারকে বলা হয় যাতে পণ্য বা সেবা পাওয়া যাবে কি-না তা অনিশ্চিত অথবা চুক্তিভুক্ত ব্যক্তি নিজে তা যোগান দিতে অক্ষম অথবা যার পরিণাম অজানা'।[৬] অর্থাৎ যে কোন কারবারের চুক্তির মধ্যে অনিশ্চয়তা। যেমন পুকুরে বা নদীতে মাছ কেনা-বেচা, আকাশে উড়ন্ত পাখি বেচা-কেনা ইত্যাদি। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা এবং বাইয়ুল গারার (অনিশ্চিত ক্রয়-বিক্রয়) থেকে বারণ করেছেন।[৭]

রাসুল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ 'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহ ও সাদৃশ্য বিষয় যা অধিকাংশ মানুষই জানে না। কাজেই যে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকে সে নিজের দ্বীন ও ইয্যত রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হ'ল সে হারামে নিপতিত হ'ল'।[৮]

সার্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রাপ্তি নিশ্চিত হ'লেও ব্যক্তি জানে না তার প্রাপ্তি কত হবে। ৬০ বছর আগে মারা গেলে এক ধরনের প্রাপ্তি, আবার ৬০ বছর বয়সের পর মারা গেলে আরেক ধরনের প্রাপ্তি। তাছাড়া স্কিমের মূলধন কিভাবে খাটানো হবে, কোন খাতে কত ব্যয় হবে, সরকার নিজেই সে বিষয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে। তাছাড়া তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করা হবে নাকি উন্নয়ন প্রকল্পে লাগানো হবে সেটা নিয়েও রয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা আর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। সুতরাং শারঈ পরিভাষায় এটি স্পষ্ট গারার। তাই আমাদের উচিত রাসূল

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮।*
৪. *আহমাদ হা/১৭৩০৪; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহাহ হা/৬০৭।*
৫. *https://www.bbc.com/bengali/articles/c51g5242ed2o*
৬. *যাদুল মা'আদ, ৫/৭২৫।*
৭. *মুসলিম হা/৩৮৮১।*
৮. *বুখারী হা/৫২।*

(ছাঃ)-এর ঐ নির্দেশনা অনুসরণ করা যেখানে তিনি বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالا يَرِيْبُكَ 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে সন্দেহমুক্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী হা/২৫১৮)*।

আমাদের প্রস্তাবনা :

উন্নত দেশগুলোর ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশেও সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হচ্ছে, এটি নিঃসন্দেহে আশার কথা। তবে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে রয়েছে বিস্তর গলদ। কেননা ট্রাডিশনাল বীমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সূদ এবং গারার নির্ভর একটি 'পেনশন স্কিম' কারোই কাম্য নয়। এদেশের নব্বই ভাগ নাগরিক মুসলিম। আর বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুশাসন পালনের প্রবণতা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে ইতিবাচক। এদেশের মানুষ অনেকাংশেই এখন হালাল জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই দেশের সিংহভাগ জনগণ জীবনের শেষ সময়ে সূদের সাথে যুক্ত থেকে দিনাতিপাত করবে এটা কখনোই কাম্য নয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সাধারণ পেনশন স্কিমের পাশাপাশি সূদমুক্ত হালাল ইসলামী স্কিম চালু করা যরূরী। তাই সার্বজনীন পেনশন স্কিমকে সংস্কার করে একটি মাল্টিটায়ার বা বহুস্তর ভিত্তিক পেনশন স্কিম প্রতিষ্ঠায় সরকার চাইলে নিম্নোক্ত বিষয়াদী বিবেচনা করতে পারেন।

টায়ার- ১ : একটি চাঁদাবিহীন পেনশন স্কিম চালু করা। যা জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন করা হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর রাষ্ট্রের সকল নাগরিক এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যদি সব নাগরিককে চাঁদাবিহীন পেনশন স্কিমের আওতায় নেওয়া সম্ভব না হয় তাহ'লে শুধু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণী চাঁদাবিহীন পেনশনের আওতাভুক্ত হবেন এবং অন্যদেরকে টায়ার- ২ এ নিয়ে যাওয়া হবে।

টায়ার- ২ : জনগণের পেশাগত দিক বিবেচনা করে পূর্বঘোষিত প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা ইত্যাদি স্কিমে যুক্ত করা হবে। একটি নির্দিষ্ট হারে তাদের প্রদানকৃত পূর্বনির্ধারিত চাঁদা পেনশন তহবিলে জমা হবে। অতঃপর সরকার ইসলামী ব্যবসা রীতি অনুসারে তা কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবে। ৬০ বছর পর ব্যক্তি যখন পেনশন প্রাপ্তির উপযুক্ত হবে তখন মূলধন হারে বিনিয়োগকৃত এ অর্থ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বুঝে পাবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্তি এককালীন অথবা কিস্তি উভয়ই হ'তে পারে। এ প্রজেক্ট পর্যবেক্ষণে একটি বিশেষজ্ঞ ওলামা প্যানেল থাকবে। যারা হালাল-হারাম বিধিনিষেধ দেখভাল করবেন।

সারসংক্ষেপ :

মার্কেন্টালিস্টদের মতে, money is brighter than sunshine and sweeter than honey, পুঁজিবাদী ভাষ্যে মানুষ মূলতঃ অর্থনৈতিক জীব। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাথে তাদের পার্থক্য ঠিক এখানেই যে ইসলাম কোন অবস্থাতে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয় না বরং সবকিছুতে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। তাই সার্বজনীন পেনশন স্কিম যত প্রলুব্ধকর হোক না কেন সেটি গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ বলেন, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'আর সূদের বাকী অংশ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*

তাই সরকারের প্রতি অনুরোধ থাকবে প্রস্তাবিত পেনশন স্কিমকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে সূদমুক্তভাবে চালু করা হোক। কেননা একথা সর্বজনসিদ্ধ যে, জনগণের ভাত-কাপড় নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অতএব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করছি।

আহলেহাদীছ ভাইদের নিয়ে ওমরাহ কাফেলা
সুন্নাতী পদ্ধতিতে ওমরাহ পালন ও মানসম্পন্ন সেবাদানে আমরা বদ্ধপরিকর

প্যাকেজে যা থাকছে
- যাওয়া-আসার বিমান টিকেট
- হারাম থেকে অনতিদূরে (৫-১০ মিনিট হাঁটার দূরত্বে) মানসম্পন্ন হোটেল।
- সকল ট্রান্সপোর্ট (জেদ্দা বিমানবন্দর-মক্কা, মক্কা-মদীনা, মদীনা-বিমানবন্দর)।
- অভিজ্ঞ আহলেহাদীছ আলেম দ্বারা ওমরাহ প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
- ওমরাহ ভিসা ও হেলথ ইনস্যুরেন্স।
- মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন।

সম্ভাব্য হোটেল (মক্কা) : আরীজ আল-ওয়াফা *(কবুতর চত্বর, মিসফালাহ)* রিহাব আল-বুস্তান-১,২,৪ *(আবু তানযা, মিসফালাহ)*
সম্ভাব্য হোটেল (মদীনা) : কারাম আল-হিজায, সিলভার, গোল্ডেন, কারাম তাইয়েবা *(মারকাযিয়া)*

একদিনে ওমরাহ ভিসা করা হয় (১৬৫০০/=)

আমাদের অন্যান্য সেবা সমূহ
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট
- নিয়মিত ওমরাহ প্যাকেজ (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- ভ্রমণ প্যাকেজ (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
- ভিসা প্রসেসিং
- হোটেল বুকিং
- মেডিকেল ট্যুরিজম
- ট্যুরিস্ট গাইড
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

Nusrah Tours and Travels
নুছরাহ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।
booking@nusrahtravels.com 01330-303023, 01330-303024 www.nusrahtravels.com

কবিতা

শাশ্বত বাণী

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

শপথ আকাশের ও রাতে যার আগমন
জান কি রাতে কে করে গগনে জাগরণ?
মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি তা উজ্জ্বল নক্ষত্র
প্রত্যেক জীবের আছে তত্ত্বাবধায়ক পবিত্র।
মানুষ ভেবে দেখুক কি থেকে জন্ম তার
সবেগে নির্গত উষ্ণ পানি থেকে সৃষ্টি তার।
পিঠ ও পাঁজরের হাঁড় থেকে হয় যার উদ্ভব
আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষের কতই না সুন্দর অবয়ব।
প্রভু তাকে পুনঃসৃষ্টিতে শক্তিমান নিশ্চয়
যেদিন পরীক্ষা করা হবে গোপন বিষয়।
সেদিন থাকবে না তার ক্ষমতা-শক্তিবল
থাকবে না সাহায্যকারী আত্মীয় বাহুবল।
শপথ আকাশের, যে করে ঘন বৃষ্টি বর্ষণ
শপথ যমীনের, করে যে শস্য উৎপাদন।
সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন
নয় অনর্থক কথা এ যে বাণী চিরন্তন।
কাফের-মুনাফিক করে ষড়যন্ত্র ভীষণ
কুরআন মানে না তারা করে বিরুদ্ধাচরণ।
তারা অবকাশ পায় কিছুকাল কিছুক্ষণ
মহান আল্লাহ করেন কৌশল অবলম্বন।
এ সময় তারা নাজ-নে'মত করে ভক্ষণ
পরিণাম তাদের ভয়াবহ রবে জাহান্নামে আমরণ।

রাতের শেষে রাত

-ইউসুফ আল-আযাদ
আরবী প্রভাষক
টেঙ্গুরিয়াপাড়া ডিগ্রী মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল।

রাতের শেষে আবার এসেছে রাত
নিয়ে এসেছে নিঃসীম অন্ধকার,
সাত সাগরের ফেনায় ফেনিয়া ওঠে
ঐ অতল পারাবার।
তুমি কখন জাগবে ওহে মুওয়াযযিন!
আযান দিবে ঐ মিনারে,
তবেই জাগবে মুসলিম মুজাহিদ
স্থান নিবে জামা'আতের কিনারে।
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতারে শামিল হয়ে
গড়ে তোল বিশাল কাতার ফের,
তুমি যদি না জাগ আজ হে মুওয়াযযিন!
কাটবে নাক আঁধার হবে নাক ভোর।
মোদের আমামা নিয়ে কে বাঁধিছে মাথা
তুমি সন্ধান নাও তার,
প্রবঞ্চকের খোলসে চলিছে যালিম অত্যাচারী
অবসর তাকে দিয়ো নাক পালাবার।
তুমি কি শুন না মযলূমের আর্তধ্বনি
মার খেয়ে আসছে নিঃসাড় হয়ে,
আর ঘুমাইও না বন্ধ করে দ্বার
সময় যাচ্ছে বয়ে।
তুমি কি শুন না শত আর্তের আহাজারি
এই প্রান্তরে আবার উঠেছে ফুটি,
জাগো জাগো জেগে ওঠ আজই
তোমাকে জাগতেই হবে সকল বাধা টুটি।

ভোরের আলো

-আহবাব হাসনাত লাবীব
নবীন চন্দ্র সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
মৌলভীবাজার।

ঘুচে যায় অন্ধকারের কালো রেখা,
নতুন দিনের বার্তা নিয়ে ফজরের দেখা।
মসজিদ থেকে ভেসে আসে আযানের সুর,
মুমিনের কলবে জাগে শিহরণ এ সুর কি সুমধুর!
আদায় করি রবের হুকুম মিষ্টি হাসি হেঁসে,
অলস যারা বন্ধ হৃদয় জীবন যাবে ভেসে।
ভোরের আলোয় কেটে যাক আধার কালো,
সবার জীবনে শান্তি বয়ে আনুক ভোরের আলো।
না জেগে ফজরে আত্মার হচ্ছে দংশন,
জেগে ওঠ আজ তুলো আল্লাহু আকবার গর্জন।
ছালাত পড়ে বসতে হয় তাসবীহ তেলাওয়াতে,
তবে পাবে প্রতিদান তুমি দুনিয়া-আখিরাতে।

দ্বন্দ্ব

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

আহলেহাদীছ-হানাফী দ্বন্দ্ব কেন
কুরআন-হাদীছ মওজূদ থাকতে?
এতেই আছে সকল সমাধান
পরকালে যদি চাই বাঁচতে।
বিদায় হজ্জে বলেছেন নবী
এ দু'টি রাখলাম তোমাদের তরে,
পড়বে না কোন বিভ্রান্তিতে
আঁকড়ে ধর যদি মযবূত করে।
কুরআন ও হাদীছ মেনে চলি
এতেই আছে পরকালীন মুক্তি,
সফল দ্বন্দ্বের হবে সমাধান
প্রয়োজন নেই কারো কোন যুক্তি।
সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের
সব সমাধান এতেই আছে,
তাই পড়তে হবে জানতে হবে
যেতে হবে না কারো কাছে।
পীর-মাযহাব টিকিয়ে রাখতে
যতই খাটাই যুক্তি,
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা বিনে
মিলবে না কোন মুক্তি।
মুসলিম মোরা ভাই ভাই
ফিৎনা-ফাসাদ সব ভুলে যাই,
পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে
কুরআন-হাদীছ ধারণ করি বক্ষে।

স্বদেশ

ব্রয়লার মুরগীতে অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প খুঁজে পাওয়ার দাবী বাকৃবির গবেষকদের

বর্তমানে দেশে প্রাণীজ আমিষের চাহিদার একটা বড় অংশই পূরণ করে ব্রয়লার মুরগী। কিন্তু মুরগী সুস্থ রাখা ও ওযন বাড়ানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এই অ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে পৌঁছে যাচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমাদের শরীরে তৈরী হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (প্রতিরোধী)। এভাবে চলতে থাকলে একসময় অনেক অ্যান্টিবায়োটিকই শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হবে। স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ধীরে ধীরে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কাজ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক শফীকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী গবেষক আবু রায়হান। অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসাবে নিমপাতার নির্যাস প্রয়োগ করে নিরাপদ ও দ্রুত বর্ধনশীল ব্রয়লার উৎপাদনে সফল হয়েছেন তাঁরা।

গবেষক অধ্যাপক শফীকুল ইসলাম বলেন, বাজারে যেসব ব্রয়লার মুরগী পাওয়া যায়, সেগুলোর কোন কোনটির গোশতে বিশেষত কলিজায় অ্যান্টিবায়োটিকের হার আশঙ্কাজনক। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের দুই সপ্তাহ পর মুরগি বিক্রি করলে সাধারণত মুরগির দেহে ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক থাকে না। কিন্তু অনেক খামারি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের দিনেও মুরগি বিক্রির জন্য বাজারে তোলেন। এ কারণে এসব অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের দেহেও পৌঁছে যায়।

সহযোগী গবেষক আবু রায়হান বলেন, নিম পাতার নির্যাসটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হ'লে বাজারে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে যা খরচ হয়, তার চেয়ে কম খরচে মুরগী উৎপাদন করা যাবে।

সংসদ অধিবেশন নিয়ে টিআইবির রিপোর্ট : প্রশংসার খরচ শতকোটি টাকা

একাদশ জাতীয় সংসদে সরকার ও সরকারপ্রধানের প্রশংসায় ৬১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ব্যয় হয়েছে। এর আর্থিক মূল্য প্রায় ১০০ কোটি ৩৯ লাখ ৩৩ হাযার ৭০৪ টাকা। আর সংসদ সদস্যরা নির্ধারিত সময়ে না আসায় সংসদের ২২টি অধিবেশনে কোরাম সংকটের কারণে সংসদ কার্যক্রম শুরু হ'তে বিলম্ব হওয়ায় সংসদের ব্যয় হয়েছে ৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। এর অর্থমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি ২৮ লাখ আট হাযার ৭৭৯ টাকা। টিআইবির এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

টিআইবির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আরো দেখা গেছে, চলতি সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সরকারদলীয় সদস্যরা তাঁদের বক্তব্যে প্রধান-মন্ত্রীর প্রশংসায় ১৯.৮ শতাংশ এবং সরকারের প্রশংসায় ১৯.৪ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন। তবে সরকারী দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের সদস্যরাও সরকার ও সরকারপ্রধানের প্রশংসায় সময় ব্যয় করেছেন। ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় মোট ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী দলের সদস্যরা ১৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৬.২%) এবং প্রধান বিরোধী দল ২০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১.২%) আলোচনা করেছেন।

চলতি সংসদে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্জনের অপসংস্কৃতি থেকে এই সংসদ সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে। বিরোধী দল মাত্র পাঁচবার সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে। কারণ এখন অনেকটা বিরোধী দলবিহীন সংসদ চলছে। কোরাম সংকটের সময় কমেছে। সংসদ নেতার উপস্থিতি বেড়েছে। আইন প্রণয়নের সময় তুলনামূলক বেশী ব্যয় হয়েছে।

এজেন্সী ছাড়াই ওমরাহ করতে পারবেন বাংলাদেশীরা

এজেন্সীর সহযোগিতা ছাড়াই 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের জন্য ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সঊদী রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলান। গত ৩রা অক্টোবর ঢাকাস্থ সঊদী দূতাবাসে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশীরা এখন থেকে 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে পসন্দ মতো প্যাকেজ নির্বাচন করে বিমান, অন্যান্য পরিবহন ও আবাসনসহ সবকিছু সহজেই সম্পন্ন করতে পারবেন। এছাড়া আবেদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ই-ভিসা পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ওমরাহ ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজনে ৯৬ ঘণ্টার স্টপওভার ভিসা নিয়েও ওমরাহ পালন করতে পারবেন। বাংলাদেশীরা ওমরাহ পালনের পাশাপাশি দেশটির অনন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু টিকার সফল গবেষণা

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু রোগের টিকার গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই টিকা ডেঙ্গু ভাইরাসের ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ও ডেন-৪ সহ সব ধরনের বিরুদ্ধেই কার্যকর বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউভিএম) লার্নার কলেজ অব মেডিসিনের গবেষকরা।

২০১৫ সালে আইসিডিডিআরবি ও যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ গবেষণাটি শুরু করে। এর লক্ষ্য ছিল ডেঙ্গু টিকার উন্নয়নে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করা। শুরুতে আইসিডিডিআরবিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, ল্যাবরেটরী পরীক্ষণ অবকাঠামো এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অধ্যয়ন সংশিষ্ট গবেষণায় প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরী করা হয়।

গবেষকরা জানিয়েছেন, ডেঙ্গু রোগের এই টিকার নাম দেওয়া হয়েছে টিভি-০০৫। এই টিকা ডেঙ্গু ভাইরাসের ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ও ডেন-৪ সহ সব ধরনের বিরুদ্ধেই কার্যকর। এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রয়োগ নিরাপদ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করতে সক্ষম।

গবেষকরা ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ১৯২ জন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারীকে টিকাটি প্রদান করেছেন। এরপর তারা পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমণের কোন লক্ষণ শনাক্ত করা যায়নি। আইসিডিডিআরবির গবেষকদের মধ্যে প্রধান গবেষক হিসেবে রয়েছেন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী রাশিদুল হক।

তবে আইসিডিডিআরবি-র সঙ্গে এই সহযোগিতামূলক কাজের আগ থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউভিএম'-এর গবেষকরা ডেঙ্গু বিষয়ে সমগ্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কয়েক ডজন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

বিদেশ

মৃত্যুই শেষ নয়, পরবর্তীতেও রয়েছে অনন্ত জীবন

-মার্কিন চিকিৎসক

মৃত্যুর অনুভূতি, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, তা জীবনের একটি রহস্যময় অংশ এবং মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না, তার উত্তর খুঁজে পেতে চলেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

জেফরি লং যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি রাজ্যের একজন খ্যাতনামা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি দেখতে বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন তিনি। 'নেয়ার-ডেথ এক্সপেরিয়েন্স রিসার্চ ফাউণ্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে এযাবৎ পাঁচ হাযারের বেশী মৃতপ্রায় রোগী নিয়ে গবেষণা করার পর লং বলেন, নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পরেও একটি অনন্ত জীবন রয়েছে। প্রকৃত মৃত্যু নিয়ে বৈজ্ঞানিক এই ব্যাখ্যায় অনেক গবেষকই তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।

গবেষণায় ৪৫ শতাংশ মৃতপ্রায় ব্যক্তি অন্য এক জগতে যাওয়ার কথা উলেখ করেছেন। গবেষণায় অনেকেই অদ্ভুত এক টানেল বা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পার হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, যার শেষ প্রান্তে উজ্জ্বল আলো দেখা গেছে। এরপর সেই জগতে তারা আগেই মারা গেছে এমন প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

জেফরি বলেছেন, অনেকে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সব ঘটনা দেখতে পাওয়ার দাবী করেছেন। অধিকাংশ মানুষই অপরিমেয় ভালবাসা ও চূড়ান্ত শান্তি অনুভবের কথাও জানিয়েছেন। এই সময় তাদের এমন অনুভূতি হয়েছে যে, এই জগতই তাদের আসল বাড়ি।

মুসলিম জাহান

খাবার অপচয়ে শীর্ষ দেশ সঊদী আরব : ৩৩ শতাংশ খাবারই নষ্ট হয়

পৃথিবীতে নানা প্রান্তে যেমন দু'বেলা খাবার খেতে পারেন না অনেক মানুষ, তেমনি আবার পৃথিবীর নানা প্রান্তে খাবারের অপচয়ও কম হয় না। এমনই অবাক করা বিষয় হ'ল সঊদী আরবে শতকরা ৩৩ শতাংশ খাবারই নষ্ট বা অপচয় হয়। বছরের হিসাবে যেটার পরিমাণ ৪০ লাখ টন। আর এর আনুমানিক মূল্য ৪ হাযার কোটি সঊদী রিয়াল বা ১ লাখ ১৭ হাযার কোটি টাকার বেশী।

ইন্টারন্যাশনাল ডে অব অ্যাওয়ারনেস অব ফুড লস অ্যাণ্ড ওয়েস্টের (আইডিএএফএলডবিউ) কথা বিবেচনায় রেখে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৯শে সেপ্টেম্বর দিনটি পালন করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে সঊদী আরবের জেনারেল ফুড সিকিউরিটি অথরিটি (জিএফএসএ) ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেছে। খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরতে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ায় উৎসাহিত করতে এবং খাদ্যের অপচয় কমানোর লক্ষ্যে কার্যকর সমাধান বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করাই এর উদ্দেশ্য।

জিএফএসএর গভর্নর আহমেদ আল-ফারিস প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়ানো এবং ২০৩০ সাল নাগাদ খাবারের অপচয় ও নষ্টের হার বর্তমান হারের ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার বিষয়ে সঊদী আরবের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিউইয়র্কের মসজিদে জুম'আর খুৎবা ও ইমামতি করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিউইয়র্কের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে জুম'আর খুৎবা ও জামা'আতে ইমামতি করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম। জুম'আর পূর্বে সেখানে কুরআন তেলাওয়াত ও আযান প্রদান করেন বাংলাদেশের ক্বারী শায়েখ আহমাদ বিন ইউসুফ।

আট শতাধিক মুছল্লীর সামনে প্রদত্ত খুৎবায় আনোয়ার ইব্রাহীম তার দেশের একটি বহুজাতিক এবং বহু-ধর্মীয় সমাজ পরিচালনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের পরস্পরের জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সর্বদা বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং অন্যদের সংস্কৃতি ও ধর্ম বোঝার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করার চেষ্টা করি।

তিনি বলেন, যখন বিভিন্ন দেশে কুরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটছিল, তখন মালয়েশিয়া পবিত্র কুরআনের ১০ লাখ কপি ছাপিয়েছে। এরপর আমরা ১৫ হাযার কপি সুইডেনে পাঠিয়েছি, যেন তারা কুরআন দেখে, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং অজ্ঞতার কারণে সংঘাত না করে।

ছালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এন্ড্রু ভিনালস নামে স্প্যানিশ এক নাগরিক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাজবন্দীদের সমর্থনে টুইটারে পোস্ট দেওয়ায় সঊদী স্কুলছাত্রীর ১৮ বছরের কারাদণ্ড

সঊদী আরবের আল-মাজদ বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সী হাইস্কুল ছাত্রী মানাল গাফীরী সেদেশের রাজবন্দীদের সমর্থনে টুইট করায় একটি ফৌজদারী আদালত তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। সেই সঙ্গে তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অতিসম্প্রতি মুহাম্মাদ আল-গামেদী নামে দেশটির এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককেও টুইটার এবং ইউটিউবে ভিন্ন মত তুলে ধরায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মানবাধিকার সংস্থাগুলি বলেছে, ২০১৭ সালে সঊদী নিরাপত্তা বিভাগে সংস্কার আনা হয়েছিল। ঐ সংস্কারের ফলে সেদেশের ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম গর্ভাশয়ের যাত্রা শুরু, রোধ করা যাবে অপরিণত শিশুর মৃত্যু

মাতৃগর্ভে ৩৭-৪০ সপ্তাহ কাটানোর পর জন্ম হয় পরিপূর্ণ মানব শিশুর। তবে মায়ের গুরুতর শারীরিক অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে ২৮ সপ্তাহের আগেই জন্ম হ'তে পারে অতিমাত্রায় প্রিম্যাচিউরড বেবি বা অপরিণত শিশুর। এমন সব শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। আর সেই অসম্ভবকে জয় করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এক দল গবেষক। তারা মাতৃগর্ভের মতো কৃত্রিম গর্ভাশয় তৈরী করেছেন। এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে রাখা হবে মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকা অপরিণত শিশুদের। কৃত্রিম এসব গর্ভাশয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে নবজাতক।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভিনিয়ার চিলড্রেন্স হসপিটাল অফ ফিলাডেলফিয়ায় এমন একটি কৃত্রিম গর্ভাশয়ে এমনভাবে বেড়ে উঠছে একটি ভেড়ার শাবক। এটি হচ্ছে কৃত্রিম গর্ভাশয় থেকে জন্ম নেয়া অষ্টম ভেড়া শাবক।

এই গবেষকরা এখন অপরিণত মানবশিশুকে পরীক্ষামূলকভাবে এমন কৃত্রিম গর্ভাশয়ে রাখবেন। এর নাম রাখা হয়েছে এক্সট্রা উটেরাইন এনভায়রনমেন্ট ফর নিউবোর্ণ ডেভেলপমেন্ট। তারা জানিয়েছেন গর্ভধারণের শুরু থেকে এমন গর্ভাশয়ে রাখা যাবে না। শুধুমাত্র ২৮ সপ্তাহ বা এর কিছু কম-বেশী বয়সী নবজাতকের জন্য এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব শিশু মাতৃগর্ভে প্রায় ৭০ শতাংশ সময় পার করেছে তাদের জন্যেই হচ্ছে এমন কৃত্রিম গর্ভাশয়।

অনেকটা গোলাকার প্লাস্টিকের বলের মতো দেখতে এর ভেতরে থাকবে অপরিণত শিশুটি। তার সাথে জুড়ে দেয়া পাইপ দিয়ে তার জন্য আসবে অতিপ্রয়োজনীয় রক্ত ও অন্যান্য তরল। ঠিক মায়ের গর্ভের মতোই পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে সেখানে। বিশ্বব্যাপী এখনো নবজাতকের মৃত্যুর অন্যতম বড় কারণ অপরিণত শিশুর জন্ম। মানবশিশুর জন্যে শীঘ্রই শুরু হ'তে যাচ্ছে এই গর্ভাশয়ের যাত্রা।

রাঁধুনি যখন রোবট

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের 'রবার্ট চিকেন' রেস্তোরাঁয় পুরোদস্তুর রাঁধুনির মতো কাজ করছে রাঁধুনি রোবট। ফ্রাইড চিকেন তৈরী করতে পারে রোবটটি। ক্রেতাদের কাছ থেকে ফরমাশ পেলে কারও সাহায্য ছাড়া গরম ডুবোতেলে মুরগির গোশত ভেজে ফ্রাইড চিকেন তৈরী করতে পারে এই রাঁধুনি রোবট। শুধু তা-ই নয়, মান ঠিক রাখতে নির্দিষ্ট সময়ে গোশত তেল থেকে উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ঢেলেও দেয়। রান্নার কৌশল প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্ত থাকায় এ রোবটের তৈরী ফ্রাইড চিকেনের মান ও স্বাদ বেশ ভালো। শুধু তা-ই নয়, দ্রুত ফ্রাইড চিকেন ভাজতে পারায় দ্রুত ক্রেতাদের খাবার সরবরাহও করা যায়।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদ্রাসা, সিও বাজার, রংপুর

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম	সংখ্যা	চাকুরীর ধরন	যোগ্যতা	সর্বনিম্ন বেতন
(১) সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (আরবী)	৩ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	দাওরায়ে হাদীছ	১২,০০০
(২) সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজী-১, বাংলা-১, গণিত-১)	৩ জন	অনাবাসিক/পার্ট টাইম	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স	৮,০০০
(৩) হাফেযা	৩ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও ভালো ইয়াদ থাকতে হবে	৮,০০০
(৪) শিক্ষিকা (ক্বারী)	৫ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পাঠদানে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	৮,০০০
(৫) অফিস সহকারী	২ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	ফাযিল/দাওরায়ে হাদীছ/স্নাতক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে পারদর্শী হ'তে হবে।	১০,০০০

আবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বাসস্থান এবং খাবারের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। কৃতকার্য প্রার্থীর দক্ষতা অনুযায়ী বেতন বেশী হ'তে পারে। আগ্রহী প্রার্থীগণকে হারাগাছ ও রংপুর শাখায় চাকুরী করার মানসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী ২০শে ডিসেম্বর'২৩ইং তারিখের মধ্যে পরিচালক/প্রিন্সিপাল বরাবর লিখিত আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ই-মেইল যোগে ২০০ টাকা বিকাশ নং ০১৭১২৫৯৩৬৮৩-এ সেন্ডমানি করে ট্রানজেকশন/রেফারেন্স আইডি নম্বরসহ পাঠাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ও ভাইভা ২২/১২/২৩ইং রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। শুধুমাত্র কৃতকার্য প্রার্থীকে টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ : পরিচালক, দারুস সুন্নাহ্ বালিকা মাদ্রাসা, উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭১২ ৫৯৩ ৬৮৩ (পরিচালক), ০১৭১০২৮৯০৯৭ (প্রিন্সিপাল)। Email : moshiur308057@gmail.com

বিঃদ্রঃ বিভিন্ন বয়সের আগ্রহী মেয়েদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে ১ বছর মেয়াদী 'আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স'-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : নওগাঁ ২০২৩

সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওজোয়ান মাঠ, নওগাঁ ১৪ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নওজোয়ান মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ বিদ্যমান। এক ধরনের মানুষ নিজেদের জীবন ইচ্ছামত পরিচালনা করেন। তাদের নিকট মানুষই পূজ্য। আরেক ধরনের মানুষ নিজেদের সার্বিক জীবন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করেন। তারাই প্রকৃত মুসলিম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার আগে বাপ-দাদাদের নিকট আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিলেন, তখনই তারা শত্রুতা শুরু করে দিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও সার্বিক জীবনে তাঁর বিধান মানতে রাযী ছিল না। একারণে তারা মুসলিম হ'তে পারেনি। তিনি বলেন, জীবনের কিছু অংশে আল্লাহ্র বিধান ও কিছু অংশে নিজেদের মনগড়া বিধান মানলে প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না। বরং সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান মানলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায়। তাই ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি পেতে হলে জীবনের সকল দিক ও বিভাগ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল স্ব স্ব উম্মতকে এই দাওয়াতই দিয়েছেন। আমরাও আপনাদের সেই একই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি ফিলিস্তীনী মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক যেলা সভাপতি ও সাপাহার সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল ক্বাইয়ূম এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় ও যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন'-এর নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান।

সম্মেলনে নওগাঁ ছাড়াও বগুড়া, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন (গত সংখ্যার পর)

১৬. নড়াইল ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন পাইকমারী-উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সুলতান আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. ঢাকা-দক্ষিণ ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের উপস্থিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের' কমিটি গঠন এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. বরগুনা ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ডি. কে. পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে বরগুনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ফকীর নূরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরি খারহর মুন্সীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভাশেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য

মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল। সভাশেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সেই সাথে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম পরিষদ', ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম', গঠন ও ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. ময়মনসিংহ-উত্তর ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভাশেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম অত্র মসজিদে এবং অধ্যাপক আব্দুল হামীদ পার্শ্ববর্তী ডোমঘাটা তালুকদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

২৩. শেরপুর ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন দমদমা জামে মসজিদে শেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভাশেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়

২৪. রাজশাহী-সদর ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পবা থানাধীন নওহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. পটুয়াখালী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন নতুন বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. বরিশাল-পশ্চিম ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের আমতলা বাজার হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীলের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. জামালপুর-দক্ষিণ ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দিগপাইত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. জামালপুর-উত্তর ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. শাসনগাছা, কুমিল্লা ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ

সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. জামালপুর-দক্ষিণ ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দিগপাইত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. জামালপুর-উত্তর ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. নারায়ণগঞ্জ ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাজারস্থ কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলামের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. রংপুর-পশ্চিম ২১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের উপস্থিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কর্মপরিষদ গঠন এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. জয়পুরহাট ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. নীলফামারী-পূর্ব ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. ভোলা ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ বাপ্তা জামে মসজিদে ভোলা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. মাগুরা ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগড়া-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগুরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল

ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. রংপুর-পূর্ব ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পীরগাছা থানাধীন নেক মাহমূদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. টাঙ্গাইল ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. নীলফামারী-পশ্চিম ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. পিরোজপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. ফরিদপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের রঘুনন্দনপুর হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে ফরিদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. বরিশাল-পূর্ব ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. মেহেরপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংণী থানাধীন গাড়াবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সেই সাথে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি'র যেলা পরিচালনা পরিষদ, ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি, ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয় এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম' গঠন করা হয়।

৪৬. কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. সুনামগঞ্জ ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার তাহিরপুর থানাধীন তাহিরপুর বাজারস্থ এক আবাসিক হোটেলে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. ঠাকুরগাঁও ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে ঠাকুরগাঁও

যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. দিনাজপুর-পূর্ব ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন বিরামপুর-চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'সোনামণি'র পরিচালনা পরিষদ এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইনের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. দিনাজপুর-পশ্চিম ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার হলরুমে দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'সোনামণি'র পরিচালনা পরিষদ এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইনের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. সিলেট ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সিলেট মহানগরীর আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদে সিলেট উত্তর ও দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট-উত্তর ও দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান শাকিরের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে '২১তম বার্ষিক সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। তারা আগামী দিনে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির পরিচালক হবে। মনে রাখতে হবে ছোটকালের শিক্ষা পাথরে খোদাই করে রাখার মত স্থায়ী হয়। তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব আদর্শ অভিভাবক হওয়া। তবেই সোনামণিরা আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। যেলা পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী পশ্চিম-সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান ও সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ১৭টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (মেহেরপুর) এবং জাগরণী পরিবেশন করে খায়রুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও আরীফুল ইসলাম আরাফাত (বগুড়া)। সম্মেলনে নওদাপাড়া 'মারকায এলাকা'র 'সোনামণি' সদস্যরা 'সুন্নাতী জানাযা

বনাম প্রচলিত জানাযা' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৬৯ জন বালক ও ১০৯ জন বালিকা, মোট ২৭৮ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৩৬ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। বালকদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালক শাখায় এবং বালিকাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালিকা শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল।-

গ্রুপ-ক : ১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন (সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, তাকাছুর, মা'ঊন, আছর ও আলাক্ব-এর প্রথম ৮ আয়াত)। বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ যারীফ (রাজশাহী), ২য় : আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া), ৩য় : মিশকাত (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : মারিয়াম আখতার (গাযীপুর), ২য় : মাছরূফা (নাটোর), ৩য় : উম্মে হানী (গাইবান্ধা)। **২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ) : বালক : ১ম : আবির হোসাইন (কুমিল্লা), ২য় : মুহাম্মাদ সামি (কুমিল্লা), ৩য় : মুহাম্মাদ আলী আহসান মুজাহিদ (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : উম্মে আতিয়া (বগুড়া), ২য় : সিদরাতুল মুনতাহা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩য় : মনিকা আখতার (কুমিল্লা)। **৩. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : মুবাশশির আল-মুবীন (নওগাঁ), ২য় : রাফসান আলী (গাইবান্ধা), ৩য় : ছালাহুদ্দীন (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : ফাতেমা খাতুন (নওগাঁ), ২য় : ইসরাত জাহান (বগুড়া), ৩য় : মাহদিয়া তাসনীম (বগুড়া)।

গ্রুপ-খ : ৪. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ছফ এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)। বালক : ১ম : মুহাম্মাদ জুবায়ের (কুমিল্লা), ২য় : মাসঊদ মিয়া (কুমিল্লা), ৩য় : রিয়াদ (রাজশাহী)। বালিকা : ১ম : নওরীন তাবাস্সুম (রংপুর), ২য় : মুনীফা তাসনীম (রাজশাহী), ৩য় : সাদিয়া আখতার (বগুড়া)। **৫. জাগরণী :** বালক : ১ম : মুহাম্মাদ ছিয়াম (বগুড়া), ২য় : খায়রুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : আতিয়ারা (রাজশাহী), ২য় : আদীবা আফরোয (নাটোর), ৩য় : মারিয়া আখতার (কুমিল্লা)। **৬. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : তানভীর মাহতাব (ময়মনসিংহ), ২য় : ছিফাত (বগুড়া), ৩য় : সাইফুল ইসলাম (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : সাদিয়া সুলতানা (বগুড়া), ২য় : রিয়া মনি (কুমিল্লা), ৩য় : সুমাইয়া আখতার (কুমিল্লা)।

'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন : আগের দিন ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব দারুল ইমারতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমেলা সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে ২০২৩-২০২৫ সেশনের জন্য 'সোনামণি'র নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদ মনোনয়ন দেন।

২০২৩-২৫ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	প্রধান উপদেষ্টা	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান	খুলনা
২	উপদেষ্টা	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	রাজশাহী
৩	উপদেষ্টা	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	রাজশাহী
৪	উপদেষ্টা	আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
৫	উপদেষ্টা	ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ	বগুড়া

২০২৩-২৫ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	পরিচালক	রবীউল ইসলাম	নওগাঁ
২	সহ-পরিচালক-১	নাজমুন নাঈম	সাতক্ষীরা
৩	সহ-পরিচালক-২	হাফেয মুঈনুল ইসলাম	রাজশাহী
৪	সহ-পরিচালক-৩	আবু রায়হান	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৫	সহ-পরিচালক-৪	মুফীযুল ইসলাম	খুলনা
৬	সহ-পরিচালক-৫	আবু তাহের মেছবাহ	নওগাঁ
৭	সহ-পরিচালক-৬	মাহফূয আলী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ

আল-'আওন

টেংরা, জামতলা বাজার, শার্শা, যশোর ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার শার্শা থানাধীন টেংরা জামতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও রাজশাহী যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয তরীকুর ইসলাম। সভা শেষে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে ছানাবিয়াহ ও কুল্লিয়া শ্রেণীর জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত ও সম্পাদিত মোট ৮টি বই তথা জীবন দর্শন, সমাজ বিপ্লবের ধারা, আক্বীদা ইসলামিয়াহ, তিনটি মতবাদ, উদাত্ত আহ্বান, শারঈ ইমারত, শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?-এর উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে ছাব্বির আহমাদ (ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ), ২য় স্থান অধিকার করে খুররম মুরাদ (ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ) ও ৩য় স্থান অধিকার করে আব্দুল মতীন (কুল্লিয়া ১ম বর্ষ)।

আল-আমীন ফার্মেসী
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০
হাকীম মুছতফা সরকার
এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।
রোগী দেখার সময়
বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)
অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : কারো জন্য মাগফিরাত প্রার্থনার সময় তার রূহের মাগফিরাত কামনা করতে হবে নাকি সরাসরি ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করতে হবে?

-নূরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যেহেতু রূহই মানুষের মৌলিক বিষয়, সেজন্য আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনার প্রচলন রয়েছে। তবে হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম রূহ নয়; বরং ব্যক্তির নাম ধরেই দো'আ করতেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও *(মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯)*। তাছাড়া রূহ মূল হ'লেও শরীর সমেতই ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হয়। কবরের শাস্তিও কেবল রূহের উপর নয়, শরীরের উপরও হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এছাড়া পাপীর জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায় *(আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১, সনদ ছহীহ)*। প্রতিটি মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে সমবেত হবে বলে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৪৯৩৫; মিশকাত হা/৫৫২১; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/২৮৪; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৬)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : হিজামার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বার ও তারিখের কোন কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে কি? বর্ণিত হ'লে সেগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ বিন এরফান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : চন্দ্র মাসের ১৭, ১৯ বা ২১ তারিখে হিজামা করানো মুস্তাহাব। কারণ এই দিনগুলোতে রাসূল (ছাঃ) হিজামা করাতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঁধের দু'পার্শ্বে এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে শিঙ্গা লাগাতেন এবং তিনি ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে শিঙ্গা লাগাতেন *(তিরমিযী হা/২০৫১; ছহীহাহ হা/৯০৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৬৪)*। আনাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সতেরো, ঊনিশ ও একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে সে সকল রোগ হ'তে নিরাময় থাকবে *(আবুদাঊদ হা/৩৮৬১; ছহীহাহ হা/৬২২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৬৮)*। এছাড়া দিনের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার হিজামা লাগাতে উৎসাহিত করা হয়েছে *(ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৬৬)*। এই দিনগুলোতে হিজামা ব্যবহার করা বিজ্ঞানসম্মত। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই হাদীছগুলো বিজ্ঞানসম্মত বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, মাসের দ্বিতীয় অর্ধের শেষের দিকে হিজামা লাগানোতে অধিক উপকার রয়েছে *(যাদুল মা'আদ ৪/৫৪)*। অতএব এই তারিখগুলোর সাথে দিনগুলো মিলে গেলে রোগী সর্বাধিক উপকার লাভ করতে পারে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : অনেক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যেহেতু হিজামা করিয়ে দীনার বা দিরহাম না দিয়ে ২ ছা' খাদ্য দিয়েছেন, সুতরাং হিজামা করিয়ে খাদ্যই দেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে তারা হিজামার খাদ্যের পারিশ্রমিককে ছাদাক্বাতুল ফিৎরের সাথে ক্বিয়াস করেছেন। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্য কি?

-আব্দুল মালেক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কাজের পারিশ্রমিক মালিক এবং শ্রমিকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আদান প্রদান করতে হবে। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত *(নিসা ৪/২৯)*। তাছাড়া অন্যান্য হাদীছগুলোতে ছা'-এর উল্লেখ নেই। বরং মজুরীর কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে ফিৎরা এমন একটি ইবাদত, যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আদায় করতেন মর্মে হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। সুতরাং ফিৎরার সাথে তুলনা করে হিজামার মজুরী হিসাবে খাদ্য নির্ধারণ করা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : কোন নারীকে হুরে 'আইনদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, মণীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : এতে বাধা নেই। কারণ এর অর্থ হচ্ছে তার জন্য জান্নাতের দো'আ করা। আবু নুহায়লা (রহঃ)-কে বলা হ'ল, আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! রোগ কমিয়ে দিন, কিন্তু ছওয়াব কমাবেন না। তাকে বলা হ'ল, আরো দো'আ করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাকে আয়তলোচনা হূরদের অন্তর্ভুক্ত করুন *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৯৪৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫০৪, সনদ ছহীহ)*। তবে কারো জন্য কেবল জান্নাত প্রাপ্তির দো'আ করাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক বক্তা বলেন, মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে যেমন ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি বাড়িতে সুন্নাত ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মীযান, জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য শব্দে শব্দে সঠিক নয়, তবে মর্মের দিক দিয়ে সঠিক। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, বাড়িতে একাকী নিভৃতে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করলে অনুরূপ ছওয়াব পাওয়া যায়, যেরূপ ফরয ছালাত একাকী আদায়ের চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করলে পাওয়া যায় *(ছহীহাহ হা/৩১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৩)*। তাছাড়া সাধারণভাবে নফল ছালাত বাড়িতে আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির ফরয ছালাত ছাড়া অন্যান্য

ছালাত আমার এ মসজিদে আদায়ের চাইতে তার নিজ ঘরে আদায় করা অধিক উত্তম *(মুসলিম হা/৭৮১)*। তবে বাড়ীতে সুন্নাত পড়ার সুযোগ না থাকলে মসজিদেই সুন্নাত পড়বে।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : জনৈক স্বামীর দু'জন স্ত্রী। একজন নিঃসন্তান। আরেকজনের সন্তান আছে। স্বামী সমান ভাগে উভয় স্ত্রীর নামে জমি ক্রয় করেছে। কিন্তু নিঃসন্তান স্ত্রী মারা যান। এক্ষণে জমি কিভাবে বন্টিত হবে?

-আবুদাঊদ চৌধুরী, কক্সবাজার।

উত্তর : স্বামী জীবিত থাকায় এবং সন্তান না থাকায় স্বামী পাবেন মৃত স্ত্রীর মোট সম্পত্তির অর্ধেক। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তোমরা সিকি পাবে, তাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১২)*। আর স্ত্রীর পিতা-মাতা জীবিত থাকলে মা পাবেন এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা আছাবা হিসাবে বাকী সম্পত্তি পাবেন। পিতা জীবিত না থাকলে এবং মা ও ভাইয়েরা জীবিত থাকলে মা পাবেন এক-ষষ্টাংশ এবং বাকী সম্পত্তি ভাইয়েরা আছাবা হিসাবে পেয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : ঋণদাতা কি ঋণগ্রহীতার বাসায় দাওয়াত খেতে পারবে? এটা কি সূদ হবে?

-খুকি আখতার, ঢাকা।

উত্তর : ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতা তুচ্ছ কোন হাদিয়া দিলেও সেটি গ্রহণ করা সূদ' *(বুখারী হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৮৩৩)*। অতএব ঋণদাতার সন্তুষ্টির জন্য বিশেষভাবে দাওয়াত দেয়া যাবে না। তবে যদি তাদের মধ্যে আগে থেকে সাধারণ যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া থাকে তবে দাওয়াত খাওয়ায় বাধা নেই *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৩২; সনদ যঈফ; মিশকাত হা/২৮৩১)*। এটা সূদ নয়। স্মর্তব্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, সবশেষে নাযিল হয়েছে সূদের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ আমাদের জন্য সূদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেননি। অতএব তোমরা সূদ এবং সন্দেহ থেকে দূরে থাক' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৭৬; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮৩০)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আমরা দুই ভাই শেয়ারে একটি ভাটায় কাজ নিয়েছিলাম। এখন সে আমার হিসাবে ৩ লক্ষেরও অধিক টাকার কোন হিসাব দেয়নি। আমি চাইলেও তাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আবু তাসনিয়া ফারিন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রথমতঃ ভাইকে সঠিক হিসাব প্রদানের জন্য নিজে বা কাউকে দিয়ে অনুরোধ জানাবে এবং সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করবে। কারণ ইসলাম পারস্পরিক কল্যাণকামিতার ধর্ম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হ'ল কল্যাণ কামনার নাম। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৭৯৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুমিন তাঁর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সে তার কোন ধরনের ভুল দেখলে সংশোধন করে দেয়' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/৯২৬)*। দ্বিতীয়তঃ হক আদায় করা সম্ভব না হ'লে ভাইকে সম্ভবপর ক্ষমা করে দিবে। কেননা ক্ষমা আল্লাহ্র অন্যতম গুণ, যে গুণে গুণান্বিত হ'তে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আর ক্ষমা করতে না পারলে পরকালে পাওয়ার আশায় ছেড়ে দিবে। পরকালে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় পাবেন ইনশা'আল্লাহ। আর যারা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা বান্দার হক বিনষ্টের অপরাধে অপরাধী হবে। এজন্য ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজ ছওয়াব থেকে এর বিনিময় আদায় করতে হবে। যদি ছওয়াব শেষ হয়ে যায়, তবে পাওনাদারের গুনাহগুলো তার আমলনামায় যোগ হবে। অতঃপর সে নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : কোন কোন মাদ্রাসায় কেউ ছাগল বা অন্য কিছু ছাদাক্বা করলে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবাই তা খায়। এভাবে সবার জন্য ছাদাক্বা খাওয়া জায়েয হবে কি?

-মুরাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : ছাদাক্বা দুই প্রকারের। (১) ঐ যাকাত, যা হকদার ব্যতীত অন্যদের জন্য হারাম। চাই সে শিক্ষক হৌক বা ছাত্র হৌক। তবে যাকাতের হকদার তার যাকাতের সম্পদ থেকে কোন ধনীকে দাওয়াত করে খাওয়ালে তাতে দোষ নেই। যেমন বারীরা (রাঃ)-এর যাকাতের অংশ থেকে রাসূল (ছাঃ) গোশত খেয়েছিলেন। তিনি বারীরাকে বললেন, তোমার জন্য এটি ছাদাক্বা। কিন্তু আমার জন্য হাদিয়া' *(বুখারী হা/১৪৯৩; মিশকাত হা/১৮২৫)*। (২) সাধারণ ছাদাক্বা, যা বণ্টনের নির্দিষ্ট কোন খাত নেই। এই ছাদাক্বা গ্রহণ সবার জন্য জায়েয। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নফল ছাদাক্বা ধনীদের জন্য জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই (*নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৩৬*)। ইবনু কুদামাহ বলেন, ধনীদের জন্য ফরয ছাদাক্বা গ্রহণ করা হারাম। তবে নফল বা সাধারণ ছাদাক্বা জায়েয *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৭৬)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বনু হাশেমের জন্য ফরয যাকাত হারাম। তবে নফল ছাদাক্বা হারাম নয়। যেমন তারা ছাদাক্বার কুয়া থেকে পানি পান করতেন এবং বলতেন, আমাদের জন্য ফরয ছাদাক্বা হারাম, নফল ছাদাক্বা নয় *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/২৬১)*। ইমাম বাজী বলেন, নফল ছাদাক্বা ধনী-গরীব সবাইকে খাওয়ানো যাবে *(আল-মুনতাক্বা ৭/৩২০)*। আল্লামা যুরক্বানী ও আযীমাবাদী

বলেন, নফল ছাদাক্বা হাদিয়ার স্থলাভিষিক্ত। অতএব এই দান ধনী-গরীব সবাই খেতে পারে *(শারহুয যুরক্বানী ২/১৮৪; আওনুল মা'বূদ ৫/৩১)*। এক্ষণে মাদ্রাসায় সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে কিছু প্রদান করা হ'লে তা শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীরা খেতে পারে। আর যাকাত বা মানত থেকে দান করা হ'লে কেবল হকদাররাই খেতে পারবে। আবার যাকাতের হকদাররা যদি শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাওয়াত দেন, তবে তারাও সেই খাবারে অংশগ্রহণ করতে পারবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৪/৩০৬; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯-১০/০২)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : অতিরিক্ত বর্ষার সময় কবর সংরক্ষণের জন্য কবরের উপর পলিথিন বা এই জাতীয় কোন কার্পেট দিয়ে ঢাকা যাবে কি?

-মাহবূব আলম, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : বৃষ্টির পানি দ্বারা কবর ভাঙ্গনের সম্ভাবনা থাকলে সাময়িকভাবে কবরের উপর পলিথিন দ্বারা আবৃত রাখা যায়। তবে স্থায়ীভাবে কবরকে সংরক্ষণ করার জন্য কবর পাকা করা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/৪৩৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৩১০)*। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর বানাতে এবং বসতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৭০৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : প্রসবকালীন অথবা গর্ভকালীন মৃত্যুবরণকারী মা শহীদের মর্যাদা পাবেন কি?

-তাহমীনা তামান্না, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে কোন মুসলিম নারী মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুসের প্রদাহ বা যক্ষ্মা রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায় *(আবুদাঊদ হা/৩১১১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৫৬১)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : অনেক মহিলাকে দেখা যায় অনলাইনে বোরকা, হিজাব ইত্যাদি বিক্রি করেন। সেখানে তারা নিজেরা বা অন্য কোন নারীকে মডেল বানিয়ে বোরকা ও হিজাব পরিয়ে ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরী করেন। এভাবে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-ওমর ফারূক, ঢাকা।

উত্তর : কোন নারীকে মডেল বানিয়ে কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া জায়েয নয়। কারণ নারী প্রদর্শনীর বস্তু নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নারীরা পর্দার মানুষ। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯; ছহীহাহ হা/২৬৮৮)*। তবে অন্য কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করে ব্যবসা করতে পারে।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : ভাই কি তার বোনকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাসন করতে পারবে?

-ফাহীম, বগুড়া।

উত্তর : ভাই তার বোনকে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে শাসন বা নছীহত করতে পারবে। বিশেষত পিতা-মাতার অবর্তমানে বা তাদের অনুমতিক্রমে ভাই তার বোনকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাসন করতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/২১-২২)*। উল্লেখ্য যে, শাসনের নামে শারীরিক নির্যাতন করা ইসলামের আদর্শ নয়। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী বলেন, 'আমার পিতা-মাতা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্যে উৎসর্গীত হৌন! তাঁর চেয়ে এত চমৎকার কোন শিক্ষক আমি তাঁর পূর্বে বা পরে দেখিনি। তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালি বা বকাবকিও করেননি *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*। শিশুদের মৌলিক আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা গুরুজনরা মৃদু প্রহার বা দৈহিক শাস্তি দিতে পারেন। তবে সেটা যেন যুলুমের পর্যায়ে না যায় কিংবা শিশু যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক *(বুখারী হা/৬৮৪৯)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : আমি মূলত ঢাকায় বসবাস করি। মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে ২-৩ দিনের জন্য বেড়াতে যাই। সেখানে আমি ছালাত জমা' ও ক্বছর করতে পারব কি?

-ইদ্রীস আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : মুসাফির হিসাবে গ্রামের বাড়িতে ছালাত জমা' ও ক্বছর করা যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৩৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃ.)*। যদিও তার সফর নিজ গ্রামের বাড়ি বা জন্মস্থানে হোক না কেন। এক্ষেত্রে তার বর্তমান অবস্থানই মুক্বীম হওয়ার স্থান হিসাবে গণ্য হবে, জন্মস্থান বা গ্রামের বাড়ি নয় *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৬; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৪৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : দশ বছরের বাচ্চাদের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে কি মা ছেলেকে নিয়ে ঘুমাতে পারবে? নাকি এটা একেবারেই নিষিদ্ধ?

-হাবীব, ঢাকা।

উত্তর : শিশুর বয়স দশ বছর হয়ে গেলে বিছানা আলাদা করতে হবে। যেমন ছেলে শিশু থেকে মায়ের বিছানা, মেয়ে শিশু থেকে পিতার বিছানা কিংবা ভাই-বোন পরস্পরের বিছানা আলাদা হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে জায়গার সংকটের কারণে কখনও মা তার ছেলে সন্তানকে নিয়ে একই বিছানায় ঘুমাতে বাধ্য হ'লে সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং মাঝে বালিশ বা প্রতিবন্ধকতা রাখবেন *(মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ৫/৫২১; ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ৬/৩৮২)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার সত্যিই কি দু'টো ডানা ছিল?

-আবেদা, নীলফামারী।

উত্তর : এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। বরং তাফসীর ইবনু জারীরে সূরা ছোয়াদ ৩১ আয়াতে বর্ণিত الصَّافِنَاتُ (দ্রুতগামী অশ্বরাজি) শব্দের তাফসীরে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইবনু যায়েদ বলেন, وَكَانَتْ لَهَا أَجْنِحَةٌ 'ঘোড়াগুলির ডানা ছিল'। ইব্রাহীম

তায়মী বলেন, كَانَتْ عِشْرِينَ فَرَسًا ذَاتَ أَجْنِحَةٍ 'বিশটি ডানাওয়ালা ঘোড়া ছিল'।

এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক বা হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তাঁর কক্ষের সামনে দুলতে থাকা পর্দার ওপাশে আয়েশা (রাঃ)-এর খেলনাগুলো দৃষ্টিগোচর হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এগুলো কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, এরা আমার মেয়ে (খেলনা)। এসময় তিনি খেলনাগুলোর মাঝে কাপড়ের দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়া দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, ঘোড়া। তিনি বললেন, ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা হয় নাকি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কি শুনেননি সোলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার অনেকগুলো ডানা ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এটা শুনে রাসূল (ছাঃ) এমনভাবে হেসে উঠেন যে, আমি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলাম' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৩২; মিশকাত হা/৩২৬৫)*।

বিদ্বানগণ মনে করেন যে, আয়েশা (রাঃ) ঘোড়ার ডানা থাকার বিষয়টি আহলে কিতাবদের থেকে শুনে থাকতে পারেন। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কথা শুনে অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিলেন। আর আহলে কিতাবদের বর্ণনা সত্য বা মিথ্যা দু'টিই হ'তে পারে *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪৪; ছহীহাহ হা/২৮০০)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : কোন কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ'তে পারবে? স্বামীর কোন নির্দেশনা যদি স্ত্রী অকল্যাণকর মনে করে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কি?

-ইয়াসীন মোল্লা, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আত বিরোধী নয় স্বামীর এমন যেকোন আদেশ-নিষেধ পালন করা স্ত্রীর কর্তব্য। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারীর জন্য পিতা-মাতার উপর স্বামীই অগ্রগণ্য *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*।

এক্ষণে স্বামীর কোন কথা বা কাজ অকল্যাণকর মনে হ'লে স্ত্রী স্বামীকে উত্তম পন্থায় বোঝানোর চেষ্টা করবে কিংবা অপর কারো মাধ্যমে বুঝাবে। এভাবে পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। এটি স্বামীর অবাধ্যতা হিসাবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : ছালাত আদায়কালে লজ্জাস্থানে হালকা পানি অনুভব হ'লে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে কি?

-কুতুবুদ্দীন, দুবাই।

উত্তর : লজ্জাস্থান থেকে হালকা পানি বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ। সুতরাং ওযূ করার পর কারো লজ্জাস্থান থেকে কোন তরল পদার্থ বের হ'লে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে ছালাত ছেড়ে দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে পুনরায় ওযূ করবে এবং কাপড়ের উপরে পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/১৪৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৬৬-৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৩১)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : কোন নারী যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর জানতে পারে যে সে গর্ভবতী, তাহ'লে তার ইদ্দত পালনের হুকুম কি এবং সেই সন্তানের হুকুম কি হবে?

-আরীফুল ইসলাম, নরসিংদী।

উত্তর : ইদ্দত পালন শেষে স্ত্রী যদি জানতে পারে যে, তার পেটে সন্তান রয়েছে তাহ'লে তার ইদ্দতকাল হবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হবে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত *(তালাক ৬৫/৪)*। উক্ত সন্তানের মালিক হবে পূর্বের স্বামী। পূর্বের স্বামী উক্ত সন্তান গ্রহণ না করলে সন্তান মায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে *(নববী, শরহ মুসলিম ১/২০২, ৯/৩৩৩; ফাৎহুল বারী ১/২৪৬-৪৮)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : কোন দুষ্ট জিন যদি কোন নারীর সাথে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহ'লে উক্ত নারীর করণীয় কি? এতে কি তার গর্ভধারণের সম্ভাবনা আছে?

-হামীম পাটোয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : সরাসরি কোন জিন কোন মানুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারে না। সে স্বপ্নে কিছু করতে পারে বা ওয়াসওয়াসা দিতে পারে। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেন, জিনেরা আমলহীন পুরুষ বা নারীর সাথে মিলন করতে সক্ষম। সেটা তিনটি পদ্ধতিতে হ'তে পারে। ১. স্বপ্নের মাধ্যমে। এব্যাপারে সবার ঐক্যমত রয়েছে। ২. মানুষের আকৃতি ধারণ করে নারী বা যুবকের সামনে উপস্থিত হওয়া এবং মিলিত হওয়া। এর সম্ভাবনার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এর মাধ্যমে গর্ভধারণ হওয়ার কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। ৩. জাগ্রত অবস্থায় অদৃশ্য কাউকে অনুভব করা এবং আনন্দ উপভোগ করা এবং বীর্যপাত ঘটা। এই তিনটির কোন একটির অবস্থায় বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরয হয়ে যায় *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ১/২৩৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৯/৩৯-৪৬, দলীলসহ; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, এমন ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাছ পাঠ করা, বাড়িতে অধিকহারে সূরা বাক্বারাহ ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা কর্তব্য। তাছাড়া ঘুমানোর পূর্বে সূরা কাফেরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে তিনবার সারা শরীরে হাত বুলাবে এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমাবে। তাহলে একজন ফেরেশতা ঘুম ভাঙ্গা পর্যন্ত তাকে পাহারা দিবে এবং শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে পারবে না' *(বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : কাতারের ডানে দাঁড়ানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মীযানুর রহমান, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতে কাতারের ডানে দাঁড়ানোর ফযীলতে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ *(তামামুল মিন্নাহ ১/২৮৮; যঈফ আবুদাউদ হা/১০৪; সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, টেপ নং ১৬৯)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, একাধিক মুছল্লী থাকা অবস্থায় ইমামের ডানে দাঁড়ালে বিশেষ ফযীলতের কোন দলীল নেই *(ফাৎহুল বারী ২/২১৩; বিস্তারিত: মারবিয়াতু ফী ফাযলে মায়মানাতিছ ছাফ গ্রন্থ)*। তবে একজন মুক্তাদী হলে তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১০৬)*। সে হিসাবে পিছনের কাতার ইমাম বরাবর ডানে-বামে সোজা রেখে ডান দিকে কিছুটা বেশী রাখা যায়।

প্রশ্ন (২২/৬২) : শেষ যামানায় তিনটি কারণে বেশী বেশী

ভূমিকম্প হবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম দেশ সমূহে এত ভূমিকম্প হওয়ার কারণ কি?

-আশিক নাহাব, লালমণিরহাট।

উত্তর : বিভিন্ন কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। যেমন- (১) কখনও আল্লাহ মুসলমানদের সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য ভূমিকম্প দেন *(ইসরা ১৭/৫৯)*। (২) কখনো আল্লাহ নিজের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভূমিকম্প পাঠান *(বুখারী হা/১০৫৯; মিশকাত হা/১৪৮৪)*। (৩) কখনও সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝানোর জন্য ভূমিকম্প হয়ে থাকে *(ফুছছিলাত ৪১/৫৩)*। এছাড়া অন্যায়-অত্যাচার ও কোন বিশেষ পাপের কারণেও ভূমিকম্প বৃদ্ধি পায় *(রোম ৩০/৪১)*। এজন্য দেখা যায় যে, ওমর (রাঃ)-এর আমলে মদীনায় ভূমিকম্প হ'লে তিনি বলেন, 'হে লোকেরা তোমাদেরই কোন পাপের কারণে এই ভূমিকম্প এসেছিল। এবার যদি আসে তাহ'লে আমরা তোমাদেরসহ তোমাদের বাড়ি-ঘর রক্ষা করতে পারব না' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৮৩৩৫, সনদ ছহীহ)*। ওমর বিন আব্দুল আযীযের আমলে ভূমিকম্প হ'লে তিনি গভর্ণরদের চিঠি লিখে নির্দেশনা দেন যাতে লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ছাদাক্বা করে *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩০৪)*।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জনপদগুলোতে ভুমিকম্প পাঠানোর মাধ্যমে যেমন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নেন, তেমনি তাঁর কিছু প্রিয় বান্দাকে জান্নাতে নিতে চান। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার এ উম্মতের উপর আল্লাহ্র রহমত আছে। আখেরাতে তারা (স্থায়ী) আযাব ভোগ করবে না। বরং তাদের কাফ্ফারা এভাবে হবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে ফিতনা-ফাসাদ, ভূমিকম্প এবং হত্যা' *(আবুদাউদ হা/৪২৭৮; মিশকাত হা/৫৩৭৪; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : ছালাত অবস্থায় কোন কারণে ইমাম পরিবর্তন হ'লে সহো সিজদা ওয়াজিব হবে কি?

-আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন ওযরে ছালাতের ভিতর প্রথম ইমাম মুছল্লীদের মধ্য হ'তে পিছন থেকে যে কাউকে ইমাম বানাতে পারেন। ওমর (রাঃ) ছালাতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তিনি আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে ইমাম বানিয়ে পিছনে সরে যান এবং আব্দুর রহমান ছালাত শেষ করেন। কিন্তু তিনি সহো সিজদা করেননি *(বুখারী হা/৩৭০০; ফাৎহুল বারী ৭/৬৪)*। অতএব ছালাতে ইমাম পরিবর্তনের জন্য কোন সহো সিজদা দিতে হবে না।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : সকাল বেলার যিকরগুলো ফজরের ছালাতের পূর্বে বা ছালাতের পর হাঁটাহাঁটির সময় করা যাবে কি? অনুরূপভাবে সন্ধ্যার যিকরগুলো বাদ এশা করা যাবে কি?

-রাকীবুল ইসলাম, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : সকাল ও সন্ধ্যার যিকিরগুলো পাঠের সময়সীমা নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, সন্ধ্যার যিকিরসমূহ আছরের পর থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং সকালের যিকিরসমূহ ফজর উদয় থেকে ইশরাকের ছালাতের ওয়াক্ত পর্যন্ত পাঠ করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর' *(গাফের ৪০/৫৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে' *(রূম ৪০/১৭)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে' *(ক্বাফ ৫০/৩৯)*। অন্য আয়াতে রয়েছে, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। সবগুলো আয়াতের সমন্বয় করে বিদ্বানগণ বলেন, সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও দো'আসমূহ পাঠের সময়সীমার ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। তবে উত্তম সময় হ'ল ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর *(নববী, আল-আযকার ১/১৫৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/২০১)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : আমার স্বামী প্রবাসে থাকেন। আমার এক ভুলের কারণে উনি ঠাণ্ডা মাথায় জেনে-বুঝে আমাকে এক তালাক দেন। তখন আমি ঋতু অবস্থায় ছিলাম। উনি সেটা জানতেন না। এমতাবস্থায় উক্ত তালাক পতিত হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিলেট।

উত্তর : ইবনু ওমর (রাঃ) তার স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে সেটি গণ্য করা হয়নি *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। অতএব ঋতু অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। স্বামী উক্ত বিষয়টি জানুন বা না জানুন। বরং জেনে-শুনে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে তিনি গুনাহগার হবেন *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/২৬৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৫৮)*। তবে শায়েখ বিন বায সহ জমহূর বিদ্বানগণ মনে করেন, স্ত্রীর ঋতুর বিষয়টি জেনে স্বামী তালাক দিলে তালাক হবে না। কিন্তু না জানা অবস্থায় তালাক দিলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এটা এক তালাক রাজঈ গণ্য করা হয় *(বুখারী হা/৫২৫৩; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/৫৯; ফাতাওয়াত তালাক ৪৪ পৃ.;বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : কোন পরিবারের কেউ বিদেশে মারা গেলে দেশে তার পরিবারকে তিনদিন বাড়িতে রান্না করা থেকে বিরত থাকতে হবে কি?

-সুমাইয়া, ঢাকা।

উত্তর : কেউ মারা গেলে পরিবারের জন্য রান্না বন্ধ রাখা আবশ্যক নয়। তবে প্রতিবেশীদের উচিৎ শোকাহত পরিবারের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে অন্তত তিন দিন পর্যন্ত খাবার সরবরাহ করা। জা'ফর বিন আবী তালিব মু'তার যুদ্ধে শহীদ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তার পরিবারের জন্য খাবার পাঠানোর নির্দেশ দেন *(আবুদাউদ হা/৩১৩২; মিশকাত হা/১৭৩৯)*। অতএব দেশে হৌক বা বিদেশে হৌক কেউ মারা গেলে তার পরিবারের জন্য কমপক্ষে এক দিনের খাবার ব্যবস্থা করা প্রতিবেশীদের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করার মত কেউ না থাকলে মাইয়েতের বাড়ীতে রান্না করায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : শায়েখ আলবানী (রহঃ) তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে ফজরের ২য় আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান

নাওম' বলাকে বিদ'আত বা সুন্নাত বিরোধী বলেছেন। এটা কি সঠিক?

-মাহমূদ, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শায়েখ আলবানী (রহঃ) বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম'-কে ফজরের প্রথম আযানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যা তাহাজ্জুদের আযান নামে খ্যাত এবং দ্বিতীয় আযানের সাথে সম্পৃক্ত করাকে বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৪৮)*। তবে অন্যান্য বিদ্বানগণের নিকটে এটি আলবানী (রহঃ)-এর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, যা সঠিক নয়। কারণ প্রথম আযান দ্বারা যে ওয়াক্ত প্রবেশের পর আযানকে এবং দ্বিতীয় আযান দ্বারা ইক্বামতকে বুঝানো হয়েছে তা একাধিক ছহীহ হাদীছ ও সালাফগণের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৮৩-৮৪; আশ-শারহুল মুমতে' ২/৬১-৬৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৬৩)*। অতএব উক্ত বাক্য কেবল ফজরের আযানের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : আমার পিতা আমাদের বাড়ির সামনের অংশ জনৈক হিন্দু পরিবারের কাছে বিক্রি করতে চান। আমার আশংকা যে তারা ধর্মীয় আচার পালন করলে আমাদের ও প্রতিবেশীদের কষ্টের কারণ হবে। এক্ষণে বিধর্মীর কাছে বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-তাযকিয়া, রংপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে অমুসলিমদের কাছে জমি বিক্রয়ে বাধা নেই *(বুখারী হা/২০৯৬; মুসলিম হা/১৬০৩)*। তবে যদি জানা যায় যে, এই জমি ক্রয় করে অমুসলিমরা শিরক করবে বা মূর্তিপূজা করবে, অথবা ভবিষ্যতে নিজের জন্য দ্বীন পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে, তাহ'লে তাদের নিকট জমি বিক্রয় করা উচিৎ হবে না *(ইবনু কুদামাহ ৫/৪০৮; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৩/৫৫৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/৪৫-৪৬)*। কারণ এতে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : ভবিষ্যতে পড়াশুনার কি হবে, কি চাকুরী করব, বহু গোনাহ করেছি তার পরিণতি কি হবে এসব নিয়ে সবসময় দারুণ ভয় ও চিন্তা হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাজমুল ইসলাম, সোনামসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সর্বাবস্থায় নেক আমল করতে হবে এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করতে হবে। কারণ তাক্বদীরে বিশ্বাস না করলে মানুষ যেকোন ব্যর্থতায় অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু মুমিন কখনও আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য হয় না। আনন্দের মুহূর্ত এলে সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ-কষ্টে সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে সেটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবাহ ৯/৫১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে' *(তিরমিযী হা/২৩০৫; ছহীহাহ হা/৯৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি মানবজাতির সকলে মিলে তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৭)*। অতএব নেক আমলের পাশপাশি তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করলে অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি বিগত গুনাহের জন্য অধিকহারে তওবা-ইসতিগফার করবে।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : আইনের ছাত্র হিসাবে আমার ইচ্ছা বিচারক হিসাবে ক্যারিয়ার গড়া এবং সততার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন অথবা হারাম বলেন। অথচ এভাবে এড়িয়ে গেলে তো একসময় কেবল দেশের অমুসলিম নাগরিকরাই বিচারক হবে। যেটা আমাদের জন্য আরো ক্ষতির কারণ হবে। এক্ষণে পেশাটি কেন হারাম সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই।

-বেলাল হোসাইন, গাইবান্ধা।

উত্তর : যদি বিচারক হিসাবে হককে হক হিসাবে আর বাতিলকে বাতিল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, হককে তার প্রাপকের নিকটে পৌঁছে দেয়ার এবং মযলূমকে সাহায্য করার সুযোগ থাকে এবং তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহ'লে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শরী'আতে বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও অবাধ্যতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২৩১; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/৬০৯-৬১০)*। আর বৃটিশ আইন প্রচলনের দায়ভার বর্তাবে সরকারের উপর। যতদিন ইসলামী আইনের বিপরীতে তা চালু থাকবে, ততদিন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ পাপী হ'তে থাকবে। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় *(ইউসুফ ৪০, মায়েদাহ ৫০ প্রভৃতি)*।

সুতরাং যিনি বিচারক হিসাবে কাজ করবেন তার আবশ্যিক দায়িত্ব হবে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার পাশাপাশি নিজ অবস্থানে

থেকে ইসলামী আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করা। এটা তার ঈমানী দায়িত্ব *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত আইনের সবকিছুই যে শারঈ আইনের বিরোধী, তা নয়। যেমন সিভিল আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন, দণ্ডবিধি ও কিছাছ ব্যতীত ফৌজদারী আইনের অন্যান্য ধারা প্রভৃতি। সুতরাং একজন আল্লাহভীরু বিচারক সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহ্র আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে এ পেশায় জড়িত থাকতে পারেন।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : প্রতি ওয়াক্ত ছালাত বা যেকোন নফল ছালাত শুরুর পূর্বে বিশেষ কোন দো'আ আছে কি?

-আল-আমীন, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : নফল বা ফরয কোন ছালাত শুরুর পূর্বে বিশেষ কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। বরং ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা হিসাবে বিভিন্ন দো'আ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর কোন একটি পাঠ করলে যথেষ্ট হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/১৬৫, ৮/১৬৭, ১০/১২)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, যোহরের সুন্নাত বাড়ীতে আদায় করলে ২ রাক'আত এবং মসজিদে আদায় করলে ৪ রাক'আত পড়তে হবে। উভয়ের নেকী সমান হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রাযযাক, নওগাঁ।

উত্তর : এরূপ বক্তব্য সঠিক নয়। বরং যোহরের সুন্নাত বাড়ীতে বা মসজিদে যেখানেই হোক চার বা দুই রাক'আত আদায় করবে *(বুখারী হা/৯৩৭; মিশকাত হা/১১৬০; আবুদাঊদ হা/১২৬৯; মিশকাত হা/১১৬৭)*। উভয় আমলই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : জনৈক আলেম বলেন ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কতিপয় বিদ্বান ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ৪৩/৩৭৮)*। কারণ আলী (রাঃ) একদিন যোহরের ছালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে কূফা মসজিদের চত্বরে বসে পড়লেন। অবশেষে আছরের ছালাত আদায়ের সময় হয়ে গেল। তখন পানি আনা হ'ল। তিনি পানি পান করলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। এরপর আলী (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় ওযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, লোকজন দাঁড়িয়ে পান করাকে ঘৃণা করে, অথচ আমি যেমন করেছি, নবী করীম (ছাঃ)ও তেমন করেছেন *(বুখারী হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪২৬৯)*। তবে অন্য বর্ণনায় আলী (রাঃ) বলেন, তারা কোথায় যারা ধারণা করেন যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করা উচিত নয়? *(আহমাদ হা/৯৪৩)*। এজন্য জুমহূর বিদ্বানের মতে, উক্ত হাদীছে অযূর পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বলা হয় নি; বরং প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করা যায়, তা বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ হা/৯৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : জনৈক ব্যক্তির আমল ও আক্বীদায় স্পষ্ট শিরক ছিল। তিনি তওবা করেছেন কি-না সেটাও আমার জানা নেই। এক্ষণে তার জানাযায় তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করতে পারব কি?

-কামাল আহমাদ, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : সাধারণভাবে যেকোন গুনাহগার মুসলিমের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা যাবে *(নাসাঈ হা/১৯৬৪; নববী শরহ মুসলিম ৭/৪৮)*। তবে কেউ যদি এমন স্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হয় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় তাহ'লে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়' *(তওবা ৯/১১৩)*। সর্বোপরি যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পাপাচারী হ'লেও কালেমার উপর মৃত্যু হ'লে সাধারণভাবে তার প্রতি সুধারণা রেখে এবং তওবা করার সম্ভাবনা মাথায় রেখে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : জামা'আতে ছালাতের মধ্যে ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে বিশেষত সামনের কাতারে যেসব ব্যক্তি থাকেন তাদের পক্ষে ছালাত ছেড়ে ১০-১৫ কাতার মুছল্লী ডিঙিয়ে বাইরে আসা কঠিন ও লজ্জাকর হয়। এক্ষণে ওযূ ছাড়া ছালাত চালিয়ে গিয়ে পরে পুনরায় ছালাত আদায় করলে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আলাউদ্দীন, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।

উত্তর : 'ওযূ ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১)*। ওযূ ভঙ্গের কারণে কাতার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর ইমামের সুতরাই মুক্তাদীদের সুতরা। অতএব মুক্তাদীদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসা দোষের নয়। এক্ষণে যদি কাতার থেকে বের হওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত কাতারে বসে বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরালে বেরিয়ে এসে ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব টেপ নং ২৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : মালাকুল মউত তিন ব্যক্তির জান কবযের সময় ক্রন্দন করেছিলেন। তারা কারা? কথাটির সত্যতা আছে কি?

-রবীউল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মালাকুল মাউত বা আযরাঈল কারো জান কবয করতে গিয়ে কেঁদেছেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং মালাকুল মাউতের কান্না সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হয় কিচ্ছা-কাহিনী, না হয় ইস্রাঈলী বর্ণনা *(আবুশ শায়েখ আছবাহানী, আল-'আযমাহ হা/৪৪৭; আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/২৭)*। আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মাউতকে প্রাণীর জান কবয করার জন্য সৃষ্টি করেছেন *(সাজদাহ ৩২/১১)*। সুতরাং এই কাজ করতে গিয়ে তার কান্নার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আমাদের ক্লাসের ভদ্র ও পর্দানশীন একজন মেয়ে আমাকে প্রায় প্রতিদিন মেসেজ করেন ক্লাসের পড়া সম্পর্কে জানার জন্য। এর মধ্যে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় অনেক কথা হয়। এভাবে কথা বলা শরী'আতসম্মত কি?

-জাহিদ আহমাদ, সিলেট।

উত্তর : এভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন পুরুষ কোন পরনারীর সাথে নির্জনে কথা বলে, তখন সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*। আর মোবাইলে কোন পরনারীর সাথে নিয়মিতভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা শয়তানকে ডেকে নেওয়ার শামিল। অতএব এভাবে নিয়মিত কথা বলা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : আমার স্ত্রীকে আমি শারঈ নিয়ম অনুযায়ীই বিবাহ করেছি। কিন্তু তার পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। আমাদের সন্তানও আছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-মুনীরুযযামান ফুওয়াদ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পূর্বের স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং তালাক শেষে ইদ্দত পালন সম্পন্ন না হ'লে আরেকজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে না। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট হ'তে খোলা' নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন করে তাহ'লে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির একটিও না হয়ে থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে শরী'আতসম্মত হয়নি *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১০৮; বিন বায, ফাতাওয়াত-তালাক ১/৩৫)*। এক্ষণে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ করতে হ'লে স্ত্রী আদালত বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দারস্থ হবে এবং খোলা' তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হবে। অতঃপর এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন শেষে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আর পূর্বের পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : আমার অফিস প্রধান অন্য একজন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে একটি পণ্য ১০ টাকায় কিনে থাকে। এরপর তিনি আমাকে পণ্যটি কেনার দায়িত্ব দেন। আমার সাথে ঐ ব্যবসায়ীর ভালো সম্পর্ক থাকায় তিনি আমার জন্য ২ টাকা করে কম রাখেন। এতে আমি প্রচুর লাভবান হই। এটা জায়েয হবে কি?

-আল-আমীন, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতীত কৌশলে অতিরিক্ত লাভ করা ঘুষ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে অর্থের বিনিময়ে কোন কাজে নিযুক্ত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ' *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করলে সে এসে বলল যে, এগুলি যাকাতের মাল এবং এগুলি আমাকে দেওয়া হাদিয়া। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কর্মকর্তাদের কি হ'ল যে তারা এরূপ বলছে! সে তার পিতা-মাতার বাড়ীতে বসে থেকে দেখুক কে তাকে হাদিয়া দেয়? যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যা কিছুই সে গ্রহণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে সে হাযির হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৭৭৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, هَدَايَا الْعُمَّـــال غُلُـــولٌ 'কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ স্বরূপ' *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*। তবে প্রতিষ্ঠান বা মালিকের সম্মতি থাকলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : সালাফী বিদ্বানগণ বলেন, আগে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম নয় বরং আগে মানুষের আক্বীদা-আমল শিরক-বিদ'আতমুক্ত করতে হবে। কিন্তু শরী'আতে কোন বিধান আগে বাস্তবায়ন করতে হবে, কোনটি পরে করতে হবে, এরূপ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

উত্তর : নবী-রাসূলগণের জীবনীতে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে *(আহযাব ৩৩/২১)*। আর তাদের চিরন্তন জীবনাদর্শ থেকেই জানা যায় যে, আগে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং পরে রাষ্ট্র বা শাসন ক্ষমতা, যদি আল্লাহ তাকে দেন। আর ইক্বামতের দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। ইক্বামতে হুকূমত নয়। যেমনটি অনেকে ধারণা করে থাকে। নবী রাসূলগণ সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নয়। মূলতঃ ইসলামী আক্বীদা ও আমল নিজের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আল্লাহ যাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন, তার উপর ইসলামের বিধিবিধান পালন করা যেমন ফরয, রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম করাও তেমনি ফরয। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম করাই ইসলাম এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করাই হ'ল ইক্বামতে দ্বীন, এটি হ'ল চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একদল লোক জিহাদ বলতে কেবল ক্বিতাল বা 'সশস্ত্র সংগ্রাম'কেই বুঝিয়ে থাকেন। মূলত জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হ'ল ক্বিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ, যা করার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন (১) একজন প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর থাকা, (২) উপযুক্ত প্রতিপক্ষ থাকা, (৩) জিহাদের প্রকাশ্য ঘোষণা থাকা। এগুলি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্বিতাল ফরয হয় না, যেমন নিছাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে যাকাত ফরয হয় না।

স্মর্তব্য যে, একজন মুসলিম হিসাবে সর্বদা বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের চেতনা থাকা এবং শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা অবশ্যই যরূরী। কিন্তু একক ও বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদের নামে অস্ত্রবাজি করা অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত হবে। বস্তুত তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও তাদের মর্মমূলে প্রোথিত করাই হ'ল প্রকৃত দাওয়াত এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। আর আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন সম্ভব। এটাই হ'ল নবীগণের চিরন্তন তরীকা *(দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' এবং 'ইক্বামতে দ্বীন' বই)*।

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২রা ডিসেম্বর হ'তে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার।

ক্লাস শুরু
৬ই জানুয়ারী
২০২৪, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭৬৭-৫১৪৬৫১

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' রাজশাহীর অধিভুক্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মারকাযুস্ সুন্নাহ আস-সালাফী

(উন্নত চরিত্র গঠনে অনন্য প্রতিষ্ঠান) বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)

হাউজ # ৪৪, রোড # ৪০৫/২২১, সেক্টর # ০৫, দড়িগুতিয়াব, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার, সকাল ১০-টা।
ভর্তি : ১লা জানুয়ারী হ'তে ৬ই জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত।
ক্লাস শুরু: ৭ই জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার।

বিভাগ সমূহ

১। হিফযুল কুরআন বিভাগ : মক্তব, নাযেরাহ ও হিফয।
২। আরবী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত বিভাগ : শিশু শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী (মুতাওয়াসসিত্বা ছানিয়াহ বা মিশকাত ঊলা) পর্যন্ত।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
- ৩য় শ্রেণী থেকেই কম্পিউটার ক্লাসের সুব্যবস্থা।
- হিফয বিভাগে প্রতি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ১২-১৫ জন শিক্ষার্থী।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আরবী-ইংরেজী শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- অনাবাসিক ছাত্রদের পরিবহণ ব্যবস্থা।
- মাদ্রাসার ইউনিফর্ম (ড্রেস) ও আইডি কার্ড সরবরাহ।
- সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যোগাযোগ : (১) ঢাকা কুড়িল বিশ্বরোড থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। ভুলতা-গাউছিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। অতঃপর রিক্সাযোগে পূর্বাচল নতুন শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে। (২) গাযীপুর বাইপাস থেকে সিএনজি যোগে বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে।
মোবাইল : ০১৩০০-৮০১০৪৬, ০১৯৭৮-৮০১০৪৬, ০১৬০১-৮০১০৪৬। E-mail : markazussunnahassalafi@gmail.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 2, November 2023

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০